প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৫৭

প্রকাশক : অরুণাভ সেনগুপ্ত
ফ্ল্যাট নং বি-১১
৩১ হরিনাথ দে রোড। কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স। ৯৪-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

শুদ্ধ কবি প্যারীমোহন

স্বর্গত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। উপরন্তু তাঁর সহকর্মী। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আমার পিতৃদেব ইংরেজি পড়াতেন, আর প্যারীমোহন ছিলেন বাংলার অধ্যাপক। ছোটবেলা থেকেই তাঁকে চিনি। আমরা তাঁকে কাকাবাবু বলতুম। ম্যাট্রিক পাশ করে যখন বঙ্গবাসী কলেজের আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হই, তখন তাঁর কাছে বাংলার পাঠ নেবার সৌভাগ্য হয়। প্রধানত তিনি কবিতাই পড়াতেন। অক্ষয় বড়ালের 'মানব-বন্দনা' কবিতাটি যে তিনি কত যত্ন করে পড়িয়েছিলেন, এবং কত দিক থেকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ওই কবিতার বক্তব্য, সেটা আজও ভুলিনি। নিজে ছিলেন শক্তিমান কবি। সম্ভবত সেই কারণেই কবিতার যা মর্মবাণী, তা নিষ্কাশন করা ও অন্যদের বুঝিয়ে বলা তাঁর পক্ষে কঠিন হত না। তাঁর ক্লাস করা ও কবিতা-বিষয়ে তাঁর কথা শোনা সেই ছাত্রজীবনে আমার এক মস্ত আনন্দের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

আমিও যে একটু-আধটু কবিতা লিখবার চেষ্টা করি, এটা জানবার পরে তিনি নিজে একদিন আমাদের কলকাতার বাসাবাড়িতে এসে তাঁর অনূদিত 'মেঘদূত'-এর একটি কপি উপহার দিয়ে যান। সংস্কৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতি আর বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি এক নয়। ফলে, সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলায় ঢালাই করা অতি কঠিন ব্যাপার, অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সম্ভবত সেই কারণেই প্যারীমোহন শরণ নিয়েছিলেন সাত-মাত্রার কলাবৃত্তের। (এ যখনকার কথা বলছি, কলাবৃত্তকে তখন মাত্রা-বৃত্ত বলা হত।) তাতে এক দিকে যেমন মন্দাক্রান্তার আন্দাজ অনেকটাই মেলে, অন্য দিকে তেমন অনুবাদও হয়ে ওঠে যৎপরোনাস্তি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। সম্ভবত এই সাবলীলতার কারণেই প্যারীমোহনের 'মেঘদূত' আমার আদ্যন্ত মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।

অনুবাদ ছাড়া তাঁর মূল কবিতাও তখন অনেক পড়েছি। 'মেঘদূত' তো উপহার হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল, 'অরুণিমা' ও 'কোজাগরী' সংগ্রহ করি নিজে নিজে উদ্যোগী হয়ে। প্যারীমোহনের কবিসত্তার সঙ্গে আমার পরিচয় তাতে আরও ঘনিষ্ঠ হয়। বুঝতে পারি, তিনি একজন সত্যিকারের শুদ্ধ কবি।

শৈশবে ও প্রথম-যৌবনে যে এই শুদ্ধ কবির সান্নিধ্য পেয়েছিলুম, একে আমার বিরাট ভাগ্য বলে মানি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি যে আবার নূতন করে প্রকাশিত হতে চলেছে, এটা ভাগ্যের কথা কাব্যানুরাগী পাঠক সমাজের পক্ষে। কবিপুত্র শ্রীঅরুণাভ সেনগুপ্ত তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের গ্রন্থগুলিকে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

সূচী

অ রু ণি মা

বিষয়

কো জা গ রী

অরুণিমা

ভারত-মঙ্গল

(গান)

বল জয় বল জয়,
বল গৌরবময়ী জগৎ-জননী ভারত-জননী জয়,
বল জয় বল জয়।
তিমিরাবৃত অজ্ঞান-মৃত জগতে রশ্মিজাল,
মোহ-বন্ধন-কলুষ-নাশন কল্যাণভাতভাল,
মহীয়ান
মহাপ্রাণ,
বল ভুবন-দুঃখ-দৈন্য-হরণ শোক-অনুতাপ-ক্ষয়,
বল জয় বল জয়।
দিলীপ রাম ভীষ্মার্জুন শিবাজী প্রতাপজী
ক্ষত্র-বীর্য রুদ্র-শৌর্য দুর্জয় ধীরধী
মহাবীর
ন্যায়ী ধীর
ধরিল চরণ-নিম্নে ধরণী সাগর-গিরি-চয়,
বল জয় বল জয়।
রাবণ-মধু-বৃত্র-দলন দুর্জন-পরিতাপ,
অন্যায়-অক্ষেম-নাশী দুষ্টের অভিশাপ,
ত্রাস-নাশ
ছিন্ন-পাশ,
শক্তি-পাবক মুক্তিসাধক জিনিল হীন ভয়,
বল জয় বল জয়।
যুধিষ্ঠির-বুদ্ধ-নানক-নিমাই-কবীর-দেশ—
ভব-ভবন মুক্ত-বেদন করিল, হরিল ক্লেশ,
দুঃখ তাপ
নাশে পাপ,
মরণোন্মুখ শঙ্কিত প্রাণে অশোক নির্ভয়,
বল জয় বল জয়।
শক্তির সাথে সংযম ক্ষমা, অশুভেরে জিনে প্রেম,

সত্যের তরে সহিতে বেদন নাহি ভীতি, চাহে ক্ষেম,
ক্ষমাবান
গরীয়ান
ধর্মধাত্রী শান্তিদাত্রী সাম্যসাধনী জয়,
বল জয় বল জয়।

২৬শে চৈত্র ১৩২৮

পলাতক

অতৃপ্ত এ পলাতক প্রকৃতি আমার
মোরে বার বার
লয়ে যায় বাঁধনের পারে;
কোন না আগারে
দুরন্ত হৃদয়
চিরদিন বাঁধা পড়ে রয়।
ভাঙ ভাঙ খালি মোর উঠিছে আহ্বান,—
তাই মত্ত প্রাণ
ভেঙে ভেঙে চলে দিবাযামি'—
তৃপ্তি পানে রূপ পানে মুক্তিপথগামী
অবোধ এ চিত্ত মোর
নহে ভোর
মোহ-ভরা ভুবন-বাঁধনে;
চপল চরণে
যাই যাই যাই কার পানে
ভেদিয়া পাষাণে,
টুটিয়া এ দুঃখ-সুখ-বর্ম-আবরণ
ছুটি অনুখন
অতলের প্রশান্তি-সীমায়
আকাশের সর্বহারা মৌন নীলিমায়।
কই কই কোথা তৃপ্তি?—
কোথা পাব নিতি

বাঞ্ছিত সে অজানা সুধায়
আমার এ পরাণের তীব্র পিয়াসায়।
ভুবনের কোণে কোণে
এ বিক্ষুব্ধ জীবনের দুঃখে হরষণে
মেটে নাই মেটে নাই আশা ;
দুরন্ত পিপাসা
আমারে নাচায়ে চলে পাগলের মত ;
তাই অবিরত
ছোট বড় যত বাধা-ধরা
সব-চূর্ণ-করা
উঠিছে ক্রন্দন—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ এ বন্ধন।

*　　*　　*

দুঃখ সুখ সবে আসে যায়
আমারে দোলায় ;—
ছুটে ছুটে যাই—
চাই চাই আরো আরো চাই।

*　　*　　*

উন্মত্ত চরণ
করে নিষ্পেষণ
যত বাঁধা, যত কারাগার,
ঝাঁপায়ে পড়িতে খুঁজি মুক্তি-পারাবার।
কিবা চাই কিবা কেবা জানে
শুধু জানি প্রাণে—
নহে নহে এ মোর ভবন,—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ এ বন্ধন।
ভেঙে ভেঙে চলি তাই
ছুটে ছুটে ভেসে যাই
পিপাসার মুকতির দোলে
কোন শান্তি-কোলে!
আমার সীমায়
রুধিবারে পারি না আমায়,

আমারে উপচি' নিশিদিন
আমি কোথা লীন !
এ সীমা আমার
খালি আরেবার
আমারে বাঁধিতে আসে,
সে কঠোর পাশে
ক্ষিপ্র হাতে কাটিয়া পালাই,
যাই যাই, চাই শুধু চাই।

* * *

এ আমার সুতীব্র তিয়াস,
এ আমার দুরন্ত দুরাশ,
এ আমার বাঁধা-ভাঙা উন্মত্ত গমন
এমনি যে অনুখন
ছুটায় আমারে
ভুবনের জীবনের সবার ওপারে।
চল চল প্রাণ
টুটিয়া পাষাণ
অজানার আকুল সন্ধানে
উন্মুক্ত বিমানে।
সত্য মিথ্যা কিছু নাহি চাই,
ভেঙে ভেঙে ভেসে ভেসে যাই।

রেলগাড়ি

৭ই বৈশাখ ১৩২৫

ইন্দ্র-ধনু

বিশ্ব ব্যেপে রাজ্য যাহার
যাহার রূপের নাই তুলনা,
তারই ধ্যানে ডুব্ দিয়েছে
বিরাট যোগী আকাশখানা।
ধ্যানের মাঝে রূপের স্বপন
ফুটিয়ে তোলে রূপের ছটা,—
সেই স্বপনের সোহাগ নিয়ে
ইন্দ্রধনুর এতই ঘটা।
ভাব-সেঁচা ধন ইন্দ্রধনু
ধ্যানের গভীর নীরব ভাষা,
অরূপের রূপ আঁক্‌তে গিয়ে
জীবন্ত এক রঙিন আশা।
ধনু ত তুমি নও হে সখা,
ভাবের প্রাণের একটি গীতি,
পাগল আকাশ তোমার রঙে
রঙিয়ে তোলে ধ্যানের প্রীতি।
সৃষ্টি হ'তে আকাশখানা,
কর্‌ছে বসে' রূপের ধ্যান,
তুমিই তাহার মূর্ত্ত আশা,
তুমিই তাহার পরম জ্ঞান।

কলিকাতা

২৬শে ভাদ্র ১৩২২

পাগ্‌লা

কোথাকার পাগ্‌লা এল
আজি ঐ গগন-মাঝে—
মাথাতে পাগ্‌ড়ী মেঘের,
নয়নে তড়িৎ নাচে!
ঢেকেছে দিনের হাসি
এনেছে কালোর রাশি,
ডমরুর তালে তালে
মুখে তার অট্টহাসি!
মাতনের ঢেউ তুলেছে
সজোরে ছুঁড়্‌ছে গোলা,
শিহরি' কাঁপছে জগৎ,—
দিয়েছে মস্ত দোলা!
হাসিতে আগুন ছুটে,
নিনাদে বজ্র টুটে,
মাতনে বিশ্ব জুড়ে
জড়তা শিউরে উঠে!
বাহিরে রুদ্রতালে
এসেছে কি এক পাগল!—
ঘরে নে নে রে তারে
নিসাড়ে করুক উতল।
পরাণে নাচিয়ে দে রে
পাগলের তাথই-নাচে;
লাফায়ে মাত্ না জেগে,
মরণে রাখ্ না পাছে।

কলিকাতা

৫ই আশ্বিন ১৩২২

বাদল-ভাঙা রাতে

গুটিয়ে নিয়ে মেঘের আঁচল
বর্ষা পালায় কোন্ খানে ?
উথ্‌লে ঝরে চাঁদের সাগর
ধরার গায়ে, মোর প্রাণে !
নিথর বনের ভিজা পাতায়
রূপার ধারা গড়িয়ে যায়,
নারিকেলের লম্বা পাতায়
ঝিকি-মিকির ঝলক্ ভায়।
বাঁশের বনে উদাস হাওয়া
নিশ্বসিয়ে গুমুরে ধায়,—
ঝল্‌সে ঝরে মুক্তা মাণিক,
লুকিয়ে পড়ে পাৎলা ছায়।
ঘাসের 'পরে ছড়িয়ে গেল
চরণ-নূপুর কোন্ জনা ?
পথের বাঁকে, গাছের তলায়
ঝিকিমিকির আল্‌পনা !
নিঝুম নীরব গ্রামের বুকে
চাঁদের সুধা তর্‌তরে,
ভিজে গাছে বাদুড় ঝোলে,
জলের কণা ঝর্‌ঝরে।
ঘাসের বনে ঝিঁঝিঁ ডাকে,
ভেক ডাকিছে নির্ভয়ে,
তারায় তারায় গগন-গায়ে
মুচ্‌কি হেসে কি কহে !
বাদল-ভেজা পাপিয়া গায়
থেকে থেকে,—"চোখ গেল" !—
উঠ্‌ছে কেঁপে ঘুমিয়ে-পড়া
চাঁদ-সাগরের থির আলো !
দূর গগনের ঐ সে কোণে
শাদায় কালোয় মেঘ ছুটে,

নীল আকাশের সকল বাধা
চাঁদ্‌নী রাতে আজ টুটে।
মুক্তা-গলা হাসির সাথে
ঘুমিয়ে পড়ে চাঁদরাণী,
উদার আকাশ আলোর স্নেহে
জড়িয়ে ধরে গ্রামখানি।

কলিকাতা ২৪শে ভাদ্র ১৩২৩

অসীমে দান

(গান)

অসীম এসেছে বক্ষে আমারি, সসীম গিয়াছে হারায়ে।
দু'পাশে অসীমে করে কোলাকুলি, তারি মাঝে আমি বিলায়ে।
নিভে নিভে আসে দিবসের আলো,
ছুটে ধেয়ে আসে রজনীর কালো,
নদী-পারে ঐ কালো বন-রেখা আঁধারে ধরিছে ঘনায়ে।
ঘন ঘন প্রীতি-কম্পন তুলি'
ঢেউতে আঁধারে দোলে ঢুলি ঢুলি,
দূর আকাশের মোহন গরিমা আঁকড়িছে প্রীতি ছড়ায়ে।
আমি আজি নাই আমার মাঝারে
ডুবে গেছি ওরে কোন্ পারাবারে—
শত সীমা মোর ভেঙে চুরে গিয়ে অসীমে ধরেছে জড়ায়ে!
আমি বুঝি আর নাই নাই ওরে, অসীমে গিয়েছি মিশায়ে॥

জাহাজে ১৭ই বৈশাখ ১৩২৩

একা

সৃজনের কোন্ ক্ষণে অনাদি যুগে
একেলা ভাসিনু মহাসাগর-বুকে ;
একেলা আপনা লয়ে আপনি খেলা,—
কিছু নাই কেহ নাই, আকাশ মেলা !
একেলা মেলিয়ে আঁখি আপনা দেখি,
বিকট অসীম খেলা ভীষণ একি !
নাই নাই কেহ নাই, তীরেতে উঠি,—
হাসে খেলে কত লোক দুধারে জুটি',
হাতে ধরে' কেহ লয়, কেহ বা বুকে,
কত খেলা, মিশামিশি কত না সুখে।
সাগরের ডাক আসে দু'দিন পরে—
হেসে ফিরে ভেসে যাই সে জানা ঘরে।
কত কূলে কতবার কত না ওঠা,
আঁখি-জল মধু হাসি কত না লোটা ;
কেউ বলে—থাক, থাক, যেও না ফিরে,
আমি বলি—দেখা হবে পুনঃ এ তীরে।
ভেসে যাই ভেসে যাই, কেন কে জানে,
অসীমে মায়ার ঘরে পরাণ টানে।
একা যাই, একা যাই, কেহ না থাকে,
কেহ না রাখিতে পারে মায়ার পাকে ;
কূলে কূলে সবে বলে—তোমারে চাহি,
ভাসিয়ে ফিরিয়ে চাই—কেহ ত নাহি !
কালি যারে ঢেকেছিনু প্রণয়-ভারে
আজি সে ফিরায়ে মুখ চিনিতে নারে ;
বলে শুধু—দিব তোমা—বলে গো শুধু,
একাকী ভাসিয়ে যাই, অসীম ধুধু !
একা আমি, একা আমি, বিপুল সুখী,
ভালবাসা সব মিছা, কেন বা দুখী ?
একা যাই, একা এনু সৃজন-প্রাতে
সাগরের শাদা ঢেউ আমারি সাথে।

কলিকাতা ১১ই পৌষ ১৩২৩

অপূর্ণ মিলন

হঠাৎ যেতে ঘোম্‌টা-ফাঁকে
একটুখানি চাওয়া
সেই ত আমার সুখের সাগর,
স্বর্গ সে ত পাওয়া।
থমকে গিয়ে পথের মাঝে
একটুখানি হাসি
সেই ত আমার চাঁদের আলো,
সেই ত মধুরাশি।
কাজের মাঝে ক্ষণিক আড়ে
একটি দুটি কথা
সেই ত আমার সোহাগ আদর
জুড়িয়ে জ্বালা-ব্যথা।
আধেক ভয়ে আধেক লাজে
একটু চুমো খাওয়া
সেই ত আমার শূন্য বুকে
মন্দাকিনী পাওয়া।

কলিকাতা ১৬ই বৈশাখ ১৩২৪

শক্তির ডাক

(বাঙালীর সৈনিক হওয়া উপলক্ষে)

বেজেছে ডঙ্কা, কিসের শঙ্কা, ওঠ ওঠ ভাই আজ,
ওপারে উড়েছে রক্ত-নিশান, কর কর রণ-সাজ।
সাগর-নিনাদে আসে আহ্বান, চমকি' জেগেছে প্রাণ?
তূর্য্য-ধ্বনির তীব্র মন্দ্রে নেচেছে দীপক-তান!
জীবন ডেকেছে জীবনেরে আজ, জীবন মেতেছে তাই,
বাঙালী-বীর্য্য-ফল্গু-নদীর প্রবাহ ছুটাও ভাই।
প্রেমের বাঁশরী যুগে যুগে হেথা বিশ্বেরে দেছে ডাক্;
আজিকে নৃত্য আজিকে মৃত্যু প্লাবন বাহিয়ে যাক্।

সুপ্ত দুয়ারে একি করাঘাত,—শক্তির আবাহন !
জাগ, ওঠ ভাই, কিসের লজ্জা যুঝিতে প্রাণের-রণ ?
বেজেছে ডঙ্কা, কিসের শঙ্কা, ওঠ ওঠ ভাই আজ !
ওপারে উড়েছে রক্ত-নিশান, কর কর রণ-সাজ !

*　　　*　　　*

আমরা ক্ষত্র আমরা আর্য আমরা কর্মবীর ।
সুপ্ত শক্তি রক্তে নাচিছে আমাদের ধমনীর ।
বাংলায় শুধু ডাকেনা দোয়েল, পিকের কোমল গান,
বাংলা আকাশে বিদ্যুৎ নাচে, বজ্র-বিষাণ-তান ।
বজ্রের ভেরী ঐ বুঝি হাঁকে ঐ বুঝি ডেকে যায় !
শক্তিরূপিণী বঙ্গজননী ডাকে,—"আয়, বাছা আয়" !
জননী পরাবে আজিকে সজ্জা, করে অসি খরধার !—
ওঠ হে সুপ্ত বাঙালী সিংহ, ছাড় ছাড় হুঙ্কার !
এ নহে প্রথম, এ নহে নূতন, কত যুগে কতবার,
বাঙালী শক্তি বিজয়লক্ষ্মী ঘরে নেছে আপনার ।
বাংলায় আজি জগৎ ডেকেছে, উঠ হে বঙ্গবীর !
সুপ্ত শক্তি রক্তে নাচিছে তোমার ঐ ধমনীর !
বেজেছে ডঙ্কা, কিসের শঙ্কা, ওঠ ওঠ ভাই আজ,
ওপারে উড়েছে রক্তনিশান, কর কর রণসাজ !

কলিকাতা　　　১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

ডুবন্ত রবি

(ইংরেজি হইতে)

রাতের দীঘি, তার কিনারে থাম্‌ল রবি এসে
ডুবল সেথা,—হাজার তারায় উঠ্‌ল শেষে ভেসে ।

কলিকাতা　　　২২শে আষাঢ় ১৩২৪

সাহিত্য-দেবতা

এ কোন্ দুয়ারে নিয়ে এলে মোরে দেবতা !
খসে প'ল পিছে শত বন্ধন,
ফুল হয়ে ফোটে যত ক্রন্দন,
পরাণে মরমে গুমরি' উঠিল
অস্ফুট কোন্ বারতা ।
এ কোন্ দুয়ারে নিয়ে এলে মোরে দেবতা !
বহুদিন হতে কত আসা যাওয়া,
তব পাশে কত চাওয়া কত পাওয়া,
আজ একি সখা, বুকে তুলে নিলে
সাথে মোর শত দীনতা,
এ কোন্ দুয়ারে নিয়ে এলে মোরে দেবতা !
তব পানে সখা, কত ঝঞ্ঝায়
বাহিয়াছি তরী ঊর্ম্মি-দোলায়,
অজানা তোমার ভবনের ডাক
পরাণে জাগাত ব্যথা ।
তব সৌরভ করেছে মাতাল,
করমে ভেবেছি মিছা জঞ্জাল,
তোমারি চরণ-পরশ-পিয়াসে
ছুটে যেত হিয়া প্রণতা ;
পারি নাই তবু পারি নাই,
শত বাসনার বিকচ কুসুম
চরণে তোমার
উপহার দিতে পারি নাই ।
হৃদয়-কুঞ্জ-কুসুম কুড়ায়ে
রচিয়াছি হার যতনে মিলায়ে,
খসে পড়ে গেছে কত না কুসুম,—
উপহার দিতে পারি নাই ।
শত পথে মোর ছুটে যেত শত বাসনা—
তারি মাঝে ক্ষণে জাগিত তোমার কামনা,
আস নাই তাই আস নাই,

আজিকার মত বুকে তুলে নিতে
আস নাই তুমি আস নাই।
পথে পথে আজ কণ্টক উঠে জাগিয়া,
কোন্ পথে হিয়া যাবে বল তবে ছুটিয়া ?—
শ্রবণে পশিল তব আহ্বান,
মাতিয়া উঠিল আকুল পরাণ,
নয়নের আগে দু-বাহু বাড়ায়ে
ছুটে এলে মোর দেবতা,
পথহারা প্রাণ উতল হরষে
তব বাহু-পাশ-বিনতা।
নিয়ে যাও তবে নিয়ে যাও
তোমারি গন্ধ মোদিত ভবনে
নিয়ে যাও মোরে নিয়ে যাও।
যা'-কিছু কুড়ায়ে ভরেছিনু থালি,
সব পড়ে গেছে, খালি তাই খালি,
তব রসে প্রেমে উঠুক্ সে ভরি',
পুরে যাক্ তার দীনতা।
তোমারি শঙ্খ তুলিয়া গাহিব তব কল্যাণ-বারতা ;
রিক্ত করিয়া তাই নিয়ে এলে তোমারি দুয়ারে দেবতা !

কলিকাতা ৩২শে আষাঢ় ১৩২৪

ফিরে পাওয়া

যা'-কিছু ভুলে গেছি,
যা'-কিছু হারায়েছি,
যা'-কিছু প্রাণে মনে তুলিত কলরব,
আজি এ বরষায়
সকলে ফিরে চায়,
হিয়ারি দ্বারে দ্বারে ঘুরিছে আজি সব।
যে জন কেঁদেছিল,
যে জন হেসেছিল,
যে জন আঁখি-জলে বলিল—যাই ভাই,
সে আজি কোথা হ'তে
ভাসিয়ে আসে স্রোতে,
পরাণে উঁকি মেরে বলিছে—যাই নাই।
যাহারে শুধু দেখা
নিমেষে বুকে লেখা,
যাহারে নিমেষেই ভুলিয়া ভাবি নাই,
সেও ত ফিরে আসে
হাসিয়া কত ভাষে,
শোণিতে প্রাণে প্রাণে তাহারে ফিরে পাই।
যে ছিল দূরে দূরে
কেবল এল সুরে,
সে আজি শিরে শিরে রাগিণী তুলে গায়,
যে শুধু আসি বলে'
ভাসিয়ে গেল চলে,
সে আজি থমকিয়া পরাণে হেসে চায়।
এমনি বরষায়
মেঘেতে মেঘ যায়,
পরাণে জমে' ওঠে কত না হারা ধন,—
কত না হারা গান
হারানো কলতান
হারানো পরিচয়, হারানো সে মিলন।

বাঁকিপুর ২২শে ভাদ্র ১৩২৪

ঝরা পাতার গান

লুটিয়ে আছি গাছের তলে
ব্যথায় ভরা প্রাণ,
পথের শত পথিক জনে
গাইব দুখ-গান।
ছোট্ট বটে এ বুকখানি
ছোট্ট কথা নয়,
আলো বাতাস অনেক দিনের
এই বুকেতে রয়।
শাখার শিরে ফাগুন-প্রাতে
মেলনু যবে চোখ
কচি মুখে জীবন-চুমা
ঢাললে আলো-লোক,
ছুটে এসে চটুল হাওয়া
কাঁপিয়ে দিল বুক,
সোনার তপন উজলে' বলে—
চা'না তুলে মুখ।
গাইল কোকিল কোন্ বনেতে
উছল-সুধা-সুর—
রাখনু তারে শিরে শিরে—
পরাণ পরিপূর।
বৈশাখেরি রুদ্র হাওয়া,
মেঘের গরজন,
তাদের সনে খেলনু কত
প্রাণের আলোড়ন।
এই বুকেতে লুকিয়ে আছে
বর্ষা-ধারার গান,
চমকে-দেওয়া তড়িৎ-শিখা,
নদীর কলতান,
মেঘের মায়া, শরৎ-রাতের
কতই পূর্ণিমা,

অরুণিমা

অস্ত-যাওয়া রক্ত-রবির
মৌন গরিমা।
দুই শালিখের গোপন কথা
এই বুকেতে রয়,
পাপিয়ারি আকুল উছাস,
শীতের অভিনয়।
নীল আকাশের সোহাগ-চুমা
পড়্‌ল মুখেতে—
সবুজ শোভা উঠ্‌ল ফুটে
আমার বুকেতে।
আজো আমার এই শিরেতে
কাঁপ্‌ছে অনিবার
মাটির স্নেহ, আকাশখানার
আলোর পারাবার।
কত না দিন এম্‌নিতর
ঢাল্‌ল ছবি গান,
সবার দাগা প্রাণের 'পরে
শিরায় বহমান।
আলোর ভাতি, পাখীর গীতি,
ঋতুর অভিনয়—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
সবই বুকে রয়।
লুটিয়ে আছি ধূলার সাথে
আজ্‌কে ভাঙা প্রাণ
ভাঙার বুকে হাজার কথা
জাগ্‌ছে অফুরাণ।

কলিকাতা — ৮ই আশ্বিন ১৩২৪

অজানার আয়োজন

এই যে কুসুম-ফোটা আলো-ছায়া-ভরা
আকুল-বাতাস-ঘেরা জীবন-উদ্যান ;
এই যে প্রাসাদখানি আশাভিতে-গড়া
মাণিক-মুক্তা-গাঁথা উচ্চ মহীয়ান ;
এই যে বিপুল সৌম্য হৃদয়-সম্রাট
মরমের সিংহাসনে আপনা বিকাশি' ;
এই যে বুকের মাঝে বন্দন বিরাট
শত ছন্দ-গাথা লয়ে উঠিছে উল্লাসি' ;—
কার তরে ?—কার তরে মৌন আয়োজন,
বিপুল-যতনে-গড়া দানেরি সম্ভার ?
মৃত্যু ? মৃত্যু সে কি এত প্রিয় জন
তারি হাতে তুলে দিব এ অমৃত-ধার
প্রাণ-পাত্র-ভরা ?
এ মন্দির গরীয়ান
মরণ-চরণে টুটি' লবে অবসান ?

কলিকাতা — ৩০শে আশ্বিন ১৩২৯

শরৎ-প্রভাত

আজ প্রভাতে মেঘ ছুটেছে
অমল বিমল আকাশখানি,
রোদের শাদা হাসি যেন
বর্ষা-ধোয়া যুথি-রাণী।
সে রোদ পড়ে গাছে পাতায়
উজল গলা মায়ার মত,
জড়িয়ে ধরে প্রাচীর গায়ে,
ঘাসের বুকে ঘুমায় নত।
নিমের পাতা তৃপ্ত সুখে
সে রোদখানি অঙ্গে মাখে,

অরুণিমা

সজিনারি ছোট্ট পাতা
হর্ষে নাচে দোদুল শাখে।
আলোয়-ধোওয়া বনের ছবি
চোখ দুটি আজ জুড়িয়ে ফেলে
আলোর চুমোয় শ্যামল ধরা
তৃপ্ত রহে বক্ষ মেলে'।
পুলক-ঢালা রোদের তলে
দুই শালিখে সজ না-ডালে
পরম লাভের হর্ষ-কথা
প্রাণটা খুলে উছল ঢালে।
বুল্‌বুলি ও ছাতারের আজ
বিপুল সভা পুকুর-পাড়ে,
আজ্‌কে পে'য় এ রোদখানি
সবাই মাতে হরষ-ধারে।
প্রাচীর-গায়ে টিকটিকিটি
চোখটি বুজে রোদটি পোহায়,
স্নিগ্ধ-উজল রোদটি জাগে
ঐ ওখানে কাঁটাল-পাতায়।
রোদ ত নহে—আজ্‌কে এটি
কোন্‌ দেবতার আশিস্‌-বাণী
তরল উজল আস্‌ছে নেমে
জুড়িয়ে পরাণ, ধরাখানি।
শ্যামল ধরা এই আলোতে
উজল-সুখ-স্বপ্নে মাতে,
তার আনন্দ উঠ্‌ছে বেজে
পাখীর সুরে, দোদুল পাতে।

কালনা ১৫ই কার্ত্তিক ১৩২৪

বিরহে

তোমার আমার ব্যবধানের এই যে এ পথখানি
পথ ত এটি নয়,
এ যে দোঁহার মিলন-আকুল হিয়ার প্রসারতা
মাঝ্-পথেতে জড়িয়ে দোঁহে রয়।
এ ব্যবধান একটি যেন সূতার মত রহে
দুই পাশেতে দুইটি হিয়া গেঁথে,
ব্যবধানের এই নদীতে নিতুই অবিরত
মনের তরী আনাগোনায় মেতে।
এ ব্যবধান মাঝখানেতে একটি যেন আলো—
তুমি আমি বাতায়নে বসে',
সেই আলোতে তোমার আমার সহজ দেখাশোনা,
দূরেও সকল বন্ধ পড়ে খসে'।

কলিকাতা ১৭ই কার্ত্তিক ১৩২৪

রজনী ও প্রভাত

শিশু-প্রভাতেরে রাত্রি কহিলা কাঁদিয়া—
"থাক্ বাছা হেথা তুই, এখন বিদায়!"
প্রভাত কহিল—"মা-গো, জীবন সারিয়া
তোমারি সুষুপ্তি-কোলে লুকাব আমায়।"

গোপীনাথপুর ১ই পৌষ ১৩২৪

আমার প্রেম

এই জনারে বাস্‌ব ভাল অপরটিরে নয়—
এমন নাহি হয় ;—
আমার প্রেমের মাঝখানেতে থাক্‌বে না ক সীমা
কোথাও বাধা নয়।
যতই আমার বুকের মাঝে বস্‌বে হিয়া-মেলা
বিপুল শত শত,
ততই আমার পাগল এ প্রেম দুইটি বাহু মেলে'
ছুট্‌বে অবিরত।
আপন বলে' আপন ঘরে রাখ্‌ছি যারে আজি—
সেই ত শুধু নয়,
বিশ্ব ভরে' লক্ষ হৃদয় ঐ ওখানে বসে'
আমার আশে রয়।
জীর্ণ যারা ভগ্ন যারা জীবন-পথ-হারা
আয় রে তারা আয়,
আমার প্রেমের উছল সুধা বুকটা ভরে' পিয়ে'
দাঁড়া রে মোর ছায়।
শক্তি যেথা মুষ্‌ড়ে আছে আঘাত-অবনত
সেইখানেতে কাঁদা,
বিশ্ব-ভরা দৈন্য শত শতেক হাহাকারে
আপন বুকে বাঁধা।
ভগ্ন ঋজু উচ্চ নীচু সবার আনাগোনা
আমার খোলা বুকে ;
বিশ্বে এমন কেইবা আছে যে-জন নহে মোর
তাদের শোকে দুখে ?
আমার এ প্রেম মেঘের মত ঢাল্‌বে অবিরত
সবার মুখে বারি ;
আমার এ প্রেম-সুতার সাথে লক্ষ হিয়া গাঁথা
কারেই বল ছাড়ি ?

কলিকাতা ৫ই মাঘ ১৩২৪

ফাগুনের কুহু

সেদিন ছিল সাঁঝের আলো
ধূসর কালো ;—
বনানী সে জড়িয়ে আসে ঘুমে,
স্বপন-ঘোরে চাঁদটি ধরা চুমে।
মাঠটি ছিল ধূ-ধূ,
একটি কুহু শুধু
আমের শাখা হ'তে
শিউরে গেল বসন্তেরি মৃদুল-বায়ু-স্রোতে ;
মৌন ছিল ধূসর আলোখানি,
চমক মানি'
ছোট্ট সে চাঁদ নাচ্‌ল হাসি-ধারে ;
বনের পারে
পড়্‌ল সাড়া,—শাখায় দোলাদুলি,
ছুট্টে নেচে' জাগ্‌ল হাওয়া মাঠেতে ঢেউ তুলি'।
সে দিন সাঁঝের নিবিড় অসীমতা
সুপ্তি-অবনতা
ছিল কাহার আশে
স্তব্ধ নিশ্বাসে !
একটি কুহু-তান
জাগিয়ে দিল বান ;
অসীমেরি শিরায় শিরায় ছুট্‌ল কুহু-ধার—
মাত্‌ল পারাবার !
এত বড় আকাশখানার ছিল না আনন্দ
একটি কুহুর ছন্দ
আজ্‌কে দিল প্রাণ,
আলো হাতে বেরিয়ে এল অসীম গেয়ে গান।

কলিকাতা

৬ই ফাল্গুন ১৩২৪

বর্ষা-সন্ধ্যায়

(গান)

স্নিগ্ধ শ্যামল সুন্দর আজি বিশ্ব-জননী মা !
স্তিমিত-সূর্য্য-গৌরব-রাগ, শীতল মহিমা।
নীরদ-জড়িত গগন-প্রান্ত,
নদী তরু বন কোমল কান্ত,
ধূসর-আলোক-পূরিত ধরা, স্বপন-গরিমা।
মূর্চ্ছা-আনত পবন মন্দ,
নীরব বিহগ-কাকলি-ছন্দ,
ধেয়ান-মগন গগন ভুবন, লুপ্ত নীলিমা।
বিপুল-মেঘ-গম্ভীর ছায়া,
তন্দ্রা-মগন নিবিড় মায়া,
প্রান্তর-পার-চুম্বিত ধরা, ধূসর কালিমা।

কলিকাতা — ৭ই চৈত্র ১৩২৪

সঙ্গীহীন পাতা ও দুরন্ত হাওয়া

শীতের শেষে বটের মাথে একটি পাতা রয়,
চপল হাওয়া তাহার 'পরে প্রবল এসে বয়।
বট সে বলে,—সকল ছেলে হারিয়ে রয়েছি ;
একটি মাণিক দুল্ছে বুকে, সেটিও নেবে কি ?
কোনই কথা কয় না হাওয়া কেবল হানাহানি-
বটের 'পরে পাতার শিরে পড়্ল টানাটানি।
বট সে বলে—মাটির হতে যা-কিছু রস পাই
একটি আমার এই মাণিকে দিচ্ছি যে সবটাই।
হাওয়ার কেবল বিপুল তাড়া—হানার পরে হানা,
কাতর পাতা শিউরে নুয়ে কর্ছে কত মানা !
এমনি আসে দিনে রেতে পাগল হাওয়া মাতি,'
সইল না আর, খস্ল পাতা ধূলায় করে' সাথী।
আজকে আমি বটের পানে কেবল চেয়ে দেখি,

শেষ মাণিকে হারিয়ে সে যে উদাস—আহা একি !
আজ্‌কে তাহার নগ্ন বুকে পাঁজরগুলোর 'পরে
তেম্‌নি হাওয়া উছাস নিয়ে আছ্‌ড়ে কেঁদে মরে।

রেলগাড়ি

১৬ই চৈত্র ১৩২৪

বর্ষা-শেষ

ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট সীমার দু'কূল ভাসায়ে
আকাশ তখন ক্লান্ত হল বাদল গুটায়ে,
মেঘ তখনো থেকে থেকে
বিদায়-গাথা তুল্‌ছে হেঁকে,
বিজ্‌লি-রাণী এধার-ওধার পড়্‌ছে লুকায়ে,
আকাশ তখন ক্লান্ত হল বাদল গুটায়ে।

মরা দিনের অবশ আঁখি পড়্‌ছে যেন ঢুলে,
এধার-ওধার আঁধারখানা লুকোয় গাছের মূলে,
নারিকেলের লম্বা পাতে
নুইয়ে পড়া বাঁশের মাথে
বাতাস তখন বাদল ঝরায় মৃদুল কাঁপন তুলে,
এধার-ওধার আঁধারখানা লুকোয় গাছের মূলে।

জলের মৃদু টপটপানি মউল পাতায় শাখে,
চিকিমিকি জলের নদী পথের আঁকে-বাঁকে ;
ঘেঁটুর পাতা যত্নে সুখে
জলের মাণিক লুকোয় বুকে,
ঘাসের মাথা গরব সাথে একটি মাণিক রাখে ;
চিকিমিকি জলের নদী পথের আঁকে-বাঁকে।

আমের বনের বাদল-ভেজা ডাক্‌ল পাপিয়া,
সুদূর হতে একটি কোকিল উঠ্‌ল গাহিয়া ;
সজনা গাছে পেচক ডাকে,

অরুণিমা

বাঁশের বনে শেয়াল হাঁকে,
ডোবায় ডাকে একটি ভেকে পরাণ ভরিয়া,
আমের বনে বাদল-ভেজা ডাক্‌ল পাপিয়া।

পুকুর-জলে মেঘের ছায়া শয়ন বিছাল,
আঁধার তারে জড়িয়ে নিয়ে নীরব ঘুমাল,
আমের পাতা উতল করে'
বাতাস কোথা লুকিয়ে পড়ে,
মেঘের ঢাকা গ্রামের মাথে নিথর দাঁড়াল,
আঁধার সাথে মেঘের ছায়া শয়ন বিছাল।

গোপীনাথপুর

৮ই বৈশাখ ১৩২৫

রহস্যময়

কে আমারে মহাপ্রাণ আনিতেছ বারবার
জীবনের মরণের বিচিত্র দুয়ারে!
কে আমারে মহীয়ান, দুলাইছ ক্ষণে ক্ষণে
এপার ওপার পানে এ বিশ্ব-পাথারে!
কে আমারে নিশিদিন বাহিয়া বাহিয়া লয়
জগতের দুখে সুখে আনন্দ-দোলায়।
কে আমারে পুষ্পসম আজিকে ফুটায়ে তুলে'
কালি হোথা ছিঁড়ে দেয় জগৎ-বেলায়
অপার রহস্য মাঝে বিহ্বলি' বলিছে প্রাণ,—
খোল খোল শত দ্বার, গোপন মহান্,
জনমের মরণের লুকানো রহস্য-কথা
আমারে জানিতে দাও, হে বিশ্ব-পরাণ!
গগনের মৌন আঁখি—চন্দ্র তারকায়
আমারে ডাকিছে সদা, বলে—আয় আয়;
ভুবন পিছনে টানি' আমারে রাখিতে চায়
যতনে চুম্বন করি' কোলেতে শুয়ায়।
এমনি এ রহস্যের নিশিদিন টানাটানি—

নিশিদিন কে বা তুমি এ খেলা খেলাও ?
তোমার গোপন ঘরে আজি মোরে ডেকে নিয়ে
শত রহস্যের দ্বার খুলায়ে দেখাও ।

কলিকাতা ২১শে বৈশাখ ১৩২৫

উতল বরিষণে

উতল বরিষণে
বাদল ঘোর ঘনে
আজিকে প্রাণে মনে নিবিড় হয়ে যায় ।
আজিকে মনে পড়ে উদার মাঠখান
সুদূর-গাছে-ঘেরা—তাহাতে অফুরাণ
বাদল ঝরে' পড়ে
বাতাস কেঁদে মরে—
জলের শাদা ধোঁয়া ঘনায়ে দূরে ভায় ।

আকাশ ঘিরে ঘিরে কেবল কালো মেঘ
কেবল ঝরঝরে আকুল জল-বেগ,
মাঠের বুক-ভরা
মাটির তৃষা-হরা
চপল জলধারা ছুটিছে কি লীলায় !

আজিকে মনে পড়ে নির্জন নদীকূলে
ছলকি' জল ছুটে চুমিয়া তরুমূলে,
নদীর আঁকে-বাঁকে
বাঁশের হেলা শাখে
তরল ঝোপে-ঝাপে সে জল ভেঙে ধায় ।

কেবল ছুটে যায় নদী সে ছলছল,
বাদল নাচি' নাচি' বলিছে—'চল, চল',
আঁধার-ভরা গ্রামে

নিঝুম ঘুম-ধামে
বাদল নদী সাথে কত না ভাষে গায়।

আজিকে মনে পড়ে নিথর তরু-সারি
তাদের মাথা 'পরে বাদল-ঘন-বারি,
ভিজিয়া পাতা-পাশে
জোনাকি কভু হাসে,
একেলা বাসা পানে বাদুড় ঝাপটায়।

আজিকে মনে পড়ে পুকুরে কালো জলে
বাদল চিকিমিকি ঠমকি' ছুটে চলে,
ভেকের কল-কথা
ভাঙিছে নীরবতা
হরষ-ভরা ধ্বনি গ্রামেরে উতলায়।

আজিকে বরিষণে কেবল মনে পড়ে
খোলা সে মাঠখানি, গ্রামের বন-ঘরে,
নীরব দিশি দিশি
আঁধারে ধারা মিশি'
নদীতে পাতা 'পরে মুখর হয়ে গায়।

কলিকাতা ৯ই আষাঢ় ১৩৩৫

বন্ধন

আমারে দিয়েছ দুঃখ শুধু সেই নয়
জগতের দুঃখ-তাপ-দৈন্য ব্যথা-চয়
আমার হৃদয়মাঝে তুলিছে ক্রন্দন ;
আমার বেদনা সাথে বিশ্বের বেদন
আমারে মাতায়ে তোলে ; পথহারা প্রাণ,
দীন শীর্ণ ভিখারীর করুণ নয়ান,
তাপিতের তপত নিশ্বাস মোর মাঝে
আলোড়ি' বিলোড়ি' মোরে নিশিদিন বাজে ;
জগতের বেদনার বিচিত্র প্লাবন
অফুরন্ত বেগে মোরে করিছে তাড়ন
উদ্দাম উচ্ছল স্রোতে ; হৃদয় আমার
বিশ্বের ক্রন্দন সাথে তুলিছে ঝঙ্কার।
দু'টি দুঃখ-বেদনার একান্ত মিলন—
কাঁদন-বাঁধনে বাঁধা আমি ও ভুবন।

কলিকাতা ১৪ই আষাঢ় ১৩২৫

রহস্য

প্রতিদিন সন্ধ্যাকাশে রক্তিম চিতায়
আমার জীবন হতে খসে' পড়ে' যায়
একে একে কত না দিবস ; প্রতি সাঁঝে
উছল আঁধার মোর শ্রবণের মাঝে
চুপি চুপি বলে যায়,—কোথা গেল ডুবে
কোন্ মৌন সিন্ধু মাঝে, অতলের কূপে
ক্ষুদ্র জীবনের তব মণিমাল্য হ'তে
একটি রতন ; মুগ্ধ নয়নের পথে
দেখি যেন ভেসে যায় সুদূর আকাশে
একটি পরম ক্ষণ সুদীর্ঘ নিশ্বাসে !
অন্তরে চাহিয়া দেখি,—এ ত আগুয়ান

দিনে দিনে চলে' চলে' বাড়িছে পরাণ ;
আবার ভাবিয়া মরি,—এ ত পিছে যাওয়া,
এ ত শুধু দিনে দিনে মরণেরে পাওয়া !

কলিকাতা ২৩শে আষাঢ় ১৩২৫

সীমাহারা

আমায় আমি উপ্‌চে যে-দিন নদীর মত ছুটি
সে-দিন শত বাঁধের বাধা নিমেষে যায় টুটি' ;—
সে-দিন আমি ছড়িয়ে পড়ি—
বিশ্বখানায় জড়িয়ে ধরি,
সে-দিন কোথাও থাম্‌তে না চায় আমারি এই সীমা,
ছুট্‌তে সে চায় প্রখর যেন প্রভাত-অরুণিমা !
সে-দিন দূরের আকাশখানি,
আকাশ-ছোঁয়া মাঠ, বনানী,
বিপুল মহা বিশাল পাথার সবই বুকে আসে,
সবাই দোলে দোদুল তালে আমার সীমা-পাশে ।
সে-দিন আমি প্রাণে মনে
বিরাট হয়ে এই ভুবনে
দাঁড়িয়ে থাকি দু'হাত ভরে' বিলিয়ে আপনায়,
আমার বুকে বিশ্ব-প্রাণের আঘাত নেচে যায় ।
সে-দিন আমি অবাক মানি—
এই বুকেতে এতখানি !—
এই বুকেতে অসীম আকাশ, অসীম ধরাখান,
এই বুকেতে বিশ্ব-জনের বিপুল কলতান !
সে-দিন আমি শিরায় শিরায়
বিশ্ব-জনের দুঃখ-ব্যথায়
বুঝ্‌তে পারি আকুল নাচে, হর্ষ তারি মাতে ;
বিশ্বনাড়ী তাল দিয়ে যায় আমার নাড়ীর সাথে ।
সে-দিন আমার ঠিক-ঠিকানা
কোন কিছুই যায় না জানা,

সে-দিন আমি বিশ্বসাথে একেবারেই ছাড়া ;
সে-দিন আমার প্রাণের নদী বিপুল দিশেহারা !

কলিকাতা ২২শে আষাঢ় ১৩২৫

সময়

অবাধ অনন্ত পথে কোথা তুমি চলে যাও
দেখ নাক শোন নাম কিছু ;
বিপুল অশান্ত স্রোতে সবারে বহিয়া লও,
কারো আশে চাহ নাক পিছু।
কত কান্না কত গান কত হাসি কলতান—
সবারে ভাসায়ে লয়ে যাও,
সুপ্তি-মৌন আকাশের কোন্ গুপ্ত পারাবারে
সবারে লুকায়ে রেখে দাও !
হে সময়, হে অদ্ভুত, হে বিরাট অনন্ত পথিক,
চলে' চলে' নাহি তব শেষ,
অনাদি প্রভাত হতে যুগে যুগে অবিরাম
চলিয়াছ ছাপি' দেশ দেশ।
জগৎ আলোড়ি' উঠে কত ক্ষিপ্ত কোলাহলে,
কেহ নাহি রুধিবারে পারে,
প্রশান্ত ঘুমন্ত রাতে অবিরাম চলে' যাও
ভেসে ভেসে কোন্ পরপারে !
একি চলা, একি যাওয়া, একি তব পলায়ন,
হে পথিক অনন্তপিয়াসি,
অনন্তের বক্ষ হতে উথলি' অনন্তে যাও
গৃহহীন উন্মনা সন্ন্যাসী !
আদিহীন অন্তহীন শ্রান্তিহীন পথিক মহান্,
পথে পথে দু'টি হাত ভরে'
লয়ে যাও আমাদের লুপ্ত অশ্রু, হারা গান
আপন পাথেয় সম ধরে'।
অনন্ত ভবনে তব গোপনে রাখিয়া দাও

কত ভগ্ন অশ্রু-মাখা পল,
কত পরিপূর্ণ প্রাণ আনন্দ-উজল দিন,
কত ক্ষণ—ব্যথিত উতল।
যাওয়া আসা নাহি তব, শুধু যাওয়া অবিরাম,
নিশিদিন শুধু অভিযান,
শুধু প্রাণ দিয়ে যাওয়া, শুধু গাওয়া বেগবান
বাঁচার কাহিনী অফুরাণ।
এ যাওয়া কি মহীয়ান, ক্ষণেক থামিবে নাক
জগতের আর্ত্তনাদে নিমেষ থমকি' ?
এ যাওয়া কি কোন দিন বৈশাখ-গর্জ্জন শুনে
দাঁড়াবে না সহসা চমকি' ?
থেমো থেমো একদিন হে পথিক ধাবমান,
ক্ষণেক স্তব্ধ আঁখি-পাতে
দাঁড়ায়ে দেখিয়ে নিও বিচিত্র-ভুবন লীলা
কি বিচিত্র কলরোলে মাতে!
নাই নাই কাল নাই, দাঁড়াবার নাহি অবসর—
এই তুমি বলে' বলে' যাও ;
জগৎ ছুটিয়া চলে, জীবন ছুটিয়া চলে
অণু পরমাণু সবে ছুটিছে উধাও
তোমার চলার সাথে এ বিশ্ব ছুটিয়া চলে
পূর্ণ হতে পূর্ণতর বেগে,
ঝরা পাতা মরা গান তারাও ছুটিয়া চলে
তোমা সাথে বেঁচে আর জেগে।

কলিকাতা ৫ই শ্রাবণ ১৩২৫

বর্ষা-মিলন

বাহিরে ঝরঝরে আকুল জলধারা
শাঙন ঘন মেঘে উজল রবি হারা,
এমন বরিষণে
আজিকে প্রিয়া-সনে
মিশিতে প্রাণে-মনে
আকুলি' উঠে প্রাণ।
আজিকে বুকে বুকে দোঁহায় ঘিরে রাখা,
দোঁহায় মুখে মুখে অধর পিয়ে থাকা,
দোহায় নিরজনে
নীরব আলাপনে
আবেশ-ঘুম-সনে
দোঁহাতে দোঁহে দান।
ঝলকি' শোনা যায় জলের ঝরঝরি,
উতল বায়ু সাথে পাতার মরমরি,
শাঙন-বন-ছায়া
রচিছে ঘোর মায়া,
মোদের দুটি কায়া
নিবিড়ে মিশে যায়।
তটিনী ছুটে যায় উছল ভরা প্রাণে,
পুকুরে বারিরাশি উপচে কানে কানে,
মোদের দুটি বুকে
অধীর প্রেম সুখে
উপচি' সব দুখে
ভরিয়া উথলায়।
গুমরি' যত উঠে শাঙন কালো মেঘ
আকুলি' যত নামে অঝোর জল-বেগ,
ততই মোরা দুটি
শতেক বাধা টুটি'
দোঁহায় দোহে লুটি
ব্যাকুল বেদনায়।

কেবল চুমে' চুমে' অমিয়া পিয়ে থাকি,
কেবল ঘন ঘন দোঁহায় বুকে ঢাকি
কেবল যেচে নেওয়া,
কেবল সেধে দেওয়া,
কেবল মিশে যাওয়া,
বিলানো আপনায়।
আজিকে ভরা ধরা,
ছায়া সে ঘুম-ভরা,
কেবল তৃষা-হরা
হিয়াতে হিয়া দান।
আজিকে বরিষণে
কেবল প্রিয়া-সনে
নিবিড়ে প্রাণে-মনে
মিশিতে চাহে প্রাণ।

কলিকাতা — ২৪শে শ্রাবণ ১৩৩৫

অভিসার

শাঙন মেঘ গগন-গায়ে গুমরে ঘন ঘন,
স্তবধ আঁধা শিহরি' কাঁপে, নিথর তরু বন,
বিজুলি-ভায়ে পথের পাশে
বাদল-জল বাঁকিয়া হাসে
গাছের পাতা মাটির তৃণ নিসাড় নিমগন,
শাঙন মেঘ গগন-গায়ে গুমরে ঘন ঘন।

এ হেন রাতে বিজন পথে গোপনে কেবা চলে,-
নুপুর তার সভয় ভাসে রিনিকি ঝিনি বলে,
অংগে তার জড়ায়ে কালো,
নয়নে নাচে তড়িৎ-আলো,
শাঙন-মেঘ রণন সাথে হৃদয় তারি টলে,
এ হেন রাতে বিজন পথে গোপনে কেবা চলে।

বিজুলি-আলো চমকি' ওঠে, নয়ন করে' নীচু
বিমনা নারী নাচিয়া চলে, চাহে না আগু-পিছু,
বাদল-ঘন নিবিড় নিশা,
তরুতে মাঠে তড়াগে মিশা,
সুপ্ত গাঁয়ে লুপ্ত বনে জাগে না আজি কিছু,
বিমনা নারী নাচিয়া চলে চাহে না আগু-পিছু।

মেঘের বুকে জলের ভার যেমনি উঠে কাঁপি'
তেমনি আশা রমণী-বুকে আকুল উঠে ঝাঁপি',
আঁধার মাঝে মেঘের গুরু,
রমণী-বুক কাঁপিছে দুরু—
মত্ত আশা ব্যাকুল তৃষা আঁধারে চলে চাপি',
জলেতে-ভরা মেঘের মত রমণী ওঠে কাঁপি'।

সুদূরে কোথা পথের পাশে প্রিয় সে তারি জাগে
এহেন রাতে বাদল-সাথে তাহারে সে যে মাগে,
স্তিমিত তার প্রদীপ-শিখা
পথের 'পরে ফেলিছে লিখা,
বাদল-ঘেরা নিজন গৃহে একটি প্রাণ জাগে,
ব্যাকুলা নারী তাহারে স্মরি' ছুটিছে অনুরাগে

নিবিড় ঘন আকাশ-তলে লুপ্ত আজি ধরা,
উছাসময় জগৎপ্রাণ সভয়-ঘুম-ভরা,
বিজন পথ নিবিড় রাতি
ব্যাকুল নারী চলিছে মাতি'
সভয় সুখে প্রিয়ের বুকে মাগে সে তৃষা-হরা,
নিবিড় ঘন আকাশ-তলে লুপ্ত আজি ধরা।

বিজুলি-আলো চমকি' উঠে ঠমকি' চলে নারী,
পরাণে তার আগুন তৃষা, গগনে ঝরে বারি,
বাদল তারে উতল করে'
বাহিরে আনে পথের 'পরে

ব্যাকুল-প্রিয়-বয়ানখানি নয়নে জাগে তারি,
বিজুলি-আলো চমকি' উঠে ঠমকি' চলে নারী।

কলিকাতা ২৭শে শ্রাবণ ১৩২৫

বিশ্ব-মিলন

বিপুল এ ভুবনের আনন্দ আগারে
ব্যাপ্ত পারাবারে
মনে হয় আপনারে ডুবাইয়া রাখি,
শুধু চেয়ে থাকি
নিশীথের মিটি-মিটি তারার মতন
ভেদিয়া গগন।
সাধ যায় সাগরের সফেন দোলায়
উন্মত্ত খেলায়
নেচে নেচে ছুটে ছুটে যাই
সুখে দুখে ভেঙে চুরে কেবল পালাই।
সন্ধ্যার আঁধার সাথে
দিগন্তের বক্ষ হতে অফুরন্ত পাতে
ভেসে ভেসে আসি—
ঢেকে ছেয়ে ব্যাপ্ত-বুকে বিশ্ব ফেলি গ্রাসি'।
কভু সাধ যায়
আকাশের সৌম্য নীলিমায়
ছড়াইয়ে জেগে থাকি নিশ্বাক আশায়,—
কত ঝঞ্ঝা কত মেঘ কত বজ্র ছুটে ছুটে যায়
আমার অনন্ত বুকে
অবিরাম বাধাহীন সুখে;
একে একে ভেসে যাক্ আলোক আঁধার,
নীরদের দল আর তারকার হার।
মনে হয় নিশীথের নিস্তব্ধ মরণে
অক্লান্ত বদনে
ডেকে যাই ঝিঁঝির মতন—

বিশ্বের মৃত্যুর মাঝে প্রাণের রণন।
নিশীথের বক্ষ 'পরে শুধু পেতে কান
শুনে যাই চির-প্রাণবান
বিশ্বের সঙ্গীতখানি,
বিশ্বের হৃদয় সাথে হোক্ কানাকানি।
কভু ভাবি ফুটে উঠি ফুলের সমান ;
ধরার স্নেহের মাটি ভেদিয়া পরাণ
জেগে থাক্ তৃণ-বীথিকায়
হরষ-হেলায়।
কভু চাই অবাধ বাতাসে
বিলাইয়া আপনায় দুরন্ত উল্লাসে
চুমে চুমে সবারে বেড়াই,
ছুটে ধেয়ে ব্যাপ্ত বিশ্বে বক্ষে আঁকড়াই।
অন্ধকার বুকের সীমায়
ক্ষিপ্ত প্রাণ থাকিতে না চায়,
ছুটে যায় বৃহতের আকুল সন্ধানে
উন্মুক্ত বিমানে।
কক্ষে কক্ষে এ বিশ্বের কত কলবর ;
আলোকের আঁধারের বিচিত্র বিভব
দোলাইছে প্রাণ,
গুপ্ত বিশ্ব-গান
শ্রবণের দ্বারে এসে হৃদে ডাক দ্যায়
আমারে মাতায়।
সাধ যায় তাই নিশি-দিন
বিশ্ব-বুকে আপনারে করে' দিই লীন ;
বিশ্বের আনন্দ সাথে নাচিয়া ফুটিয়া
বিশ্ব-প্রাণে এই প্রাণ রাখি রে গাঁথিয়া।

কলিকাতা — ১৮ই আশ্বিন ১৩২৫

দুপুরে কাকের ডাক

আজ দুপুরে নিঝুম রোদে বাতাস নাহি ধায়,
একটি কাকে ডাক্‌ছে হোথা ছাতের আলিশায়,
উদাস দিনের বুকের মাঝে
ডাক্‌টি যেন গুমরে বাজে,
সে ডাক শুনে অবাক পরাণ বৃহৎ কারে পায়,
একটি কাকে ডাক্‌ছে বসে' ছাতের আলিশায়।

মৌন আজি দুপুরখানি নেইক কলগান,
তার মাঝে এই ক্ষণে ক্ষণে কাকের ঘন তান
বল্‌ছে আমার মনের মাঝে—
আছে রে ঐ হোথায় আছে
দুপুর ঢেকে আর-এক বিশাল বিরাট মহা প্রাণ,
মৌন দুপুর থম্‌কে আছে নেইক কলগান।

কলিকাতা
২০শে আশ্বিন ১৩২৫

বিশ্ব-প্রবেশ

আমারে পশিতে দাও দুয়ারে তোমার
হে সম্রাট, মহীয়ান বিশ্ব-রাজ-রাজ!
তোমার বিরাট সৌম্য সমুদ্র-মেখলা
দিগন্ত-প্রান্তর-ভরা মৌন সুমহান
অনন্ত ভবন-দ্বারে বসে আছি আজ
স্তব্ধ মূক! এ দুর্গ-দুয়ার ক্ষিপ্রহাতে
মুক্ত করি' চায় প্রাণ উন্মত্ত-চরণে
তোমার অন্তরে যেতে। দাও খুলে দাও,
অতিথিরে কর দান তোমার ভবন হ'তে
স্বর্ণ-রত্ন-রাশি। স্নিগ্ধ আলো অন্ধকার
দু'হাত ভরিয়ে আমি তুলে করি পান
আকাঙ্ক্ষা মিটায়ে। ঘুরে আসি অনন্তের
প্রতি কক্ষে তারকার অন্তরে অন্তরে,
ঘূর্ণিত-সহস্র-গ্রহ-উদ্বেল-বেলায়,

প্রভাতের তপনের স্বর্ণ-পথ পাশে
অবিরাম ; ডুবে আসি আঁধারের গুপ্ত
গর্ভ মাঝে, আলোকের মুক্ত পারাবারে,
আকাশের নীলিমার মহাম্বুধি মাঝে
দুর্দ্দম হরষে।
কে ওই বাজায় শঙ্খ ?—
কেঁপে কেঁপে ওঠে তান রুদ্র ভীম সুরে
তোমার মন্দির মাঝে !—কক্ষে কক্ষে তার
মেঘ-মন্দ্র প্রতিধ্বনি উঠিছে মাতিয়া !
বিশ্ব-দুর্গ-দ্বারে বসে আছি বাক্‌হীন,
দুরন্ত পরাণ দুর্ব্বার তাড়নে ভেঙে
দিতে চায় দ্বার, ছুটে যেতে চায় শুধু
বিশ্ব-প্রাণ-পুরে। খুলে দাও, তুলে নাও
বর্ম্ম-আবরণ, মুক্ত করি বিশ্ব-পথ
উচ্চ জয়নাদে। বাজাও বাজাও শঙ্খ—
মেতে যাক্ প্রাণ, ঢাল ঢাল অগ্নি ঢাল,
হে রুদ্র তপন ! এস এস সমুদ্রের
মত্ত আলোড়ন, বৈশাখ-মেঘের তীব্র
বজ্র-অগ্নি-শিখা—সবে মোরে শক্তি দাও
উদ্দাম প্রবল ভেদিবারে বিশ্ব-দ্বার।

দূর হতে শুনি গান দূরে গ্রহদল
বিচিত্র লীলায় ভেসে যায় নয়নের
'পরে, আজি আমি একেবারে যেতে চাই
সবার অন্তরে প্রচণ্ড শকতি লয়ে।
দেখিবারে চাই বিশ্বের হৃদয়-কম্প,
আলো-আঁধারের উদ্বেলিত মহাসিন্ধু
প্রাণে প্রাণে বুঝিবারে চাই দিন রাত্রি
তপনের, লক্ষ লক্ষ গ্রহ-তারকার
শ্রান্তি-হীন অক্লান্ত গমন। তীব্র মোর
নয়নের 'পরে আজি কিছু রবে নাক
ঢাকা, বিশ্বের চলন্ত প্রাণ প্রাণে মোর

করিবে আঘাত। বিশ্বের সহস্র দ্বার
খুলিবে চমকি';—সবাকার মাঝে গিয়ে
দেখে লব কোথা কিবা, কোথা স্তব্ধ রহে
অতীতের পুঞ্জীভূত প্রাণ, অন্তহীন
অম্লান হরষ, বিপুল অজস্র হাস্য।
আলোড়ি' আসিব বিশ্ব, মথিয়া ফেলিব
অনন্তের সিন্ধুখানা দুরন্ত উৎপাতে।
ওই ওই শঙ্খ বাজে, জাগ জাগ প্রাণ
বিশ্বের অন্তর ভেদি' কর অভিযান।

কলিকাতা ২৯শে আশ্বিন ১৩২৫

চিরনবীন প্রেম

তোমার আমার মাঝে আজি যেই প্রেম
হেসে হেসে নেচে নেচে যায়,
এ প্রেম এমনি সুখে কত যুগে যুগে
চলে আসে এমনি খেলায়।
আজি যে দোঁহার মাঝে এই ব্যাকুলতা—
তুমি আমি পাগল সমান,
এমনি যে নিশিদিন কত না অতীতে
মাতিয়াছে মানব-পরাণ।
এমনি ত কত দিন বসে' মুখোমুখি
দুটি হিয়া ধরেছে দোঁহায়,
দু'টি প্রাণ ধেয়ে-যাওয়া তটিনীর মত
মিশিয়াছে উদ্দাম লীলায়।
এ প্রেম অজস্র-প্রাণ অদম্য-নবীন
অফুরন্ত বেগে শুধু ধায়,
অতীতে অতীতে ছুটি' আবার নাচিয়া
দোলা দেয় মানব-হিয়ায়।
লক্ষ যুগ আগে কোথা মেতেছিল দু'টি প্রাণ
মিশেছিল চপল উচ্ছ্বাসে,—

আজিও দুরন্ত সুখে তেমনি ছুটিছে
কত প্রাণ পরাণের পাশে।
তুমি আমি আজি প্রিয়া, যেই প্রেমে মিশে যাই
এ প্রেম মোদের অবসানে
এমনি উদ্দাম স্রোতে তৃষিত আশায়
ধেয়ে যাবে পরাণে পরাণে।
তোমার আমার সাথে এ প্রেম মরিবে নাক,
লক্ষ লক্ষ মানবের বুকে
এ প্রেম খেলেছে খেলা, আবার খেলিয়া যাবে
যুগে যুগে অফুরন্ত সুখে।

কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১৩২৫

দুঃখোত্থিতা

আমার দুখের সিন্ধু দলিয়া মথিয়া
জ্যোতির্ম্ময়ী কে জাগিলে জীবন লভিয়া!
উদ্বেলিত ব্যথা-সিন্ধু অন্তরের কানায় কানায়
উন্মত্ত তরঙ্গসাথে আছাড়িছে দুর্দ্দম লীলায়—
কেঁদে কেঁদে ওঠে প্রাণ বেদনার সুতীব্র তাড়নে,—
আজি তুমি তারি মাঝে কে জাগিলে বিচিত্র ললনে!
আমার বেদনা-তপ্ত রক্ত করি' পান
আমারি অন্তর-মাঝে কে তুমি গো লভিয়াছ প্রাণ!
আমার দুখের তাপে ফুটিয়াছে অন্তর-কমল,
তারি' পরে দাঁড়ায়েছ নব রূপে পূর্ণ নিরমল
লো কমলা! তোমার এ মধুময় মোহন মূরতি
আমার বেদনা হতে লভিয়াছে জীবন-ফুরতি।
আঘাতে অন্তরে মোর যে অমৃত উঠিল ক্ষরিয়া
তাহারি প্রবাহ পিয়ে আজি তুমি উঠেছ জাগিয়া।
আমার বেদনা দুঃখ অবিরাম দৈন্যের আঘাতে
পলে পলে পেলে প্রাণ অফুরাণ উদ্দীপ্ত বিভাতে।
আমার এ শিরে শিরে বেদনার যে আনন্দ জাগে

সে আনন্দ কমনীয় তোমা সম কাহারে যে মাগে !
দৈন্য মাঝে জেগে তুমি দৈন্য মোর করিলে হরণ,
আমার শতেক দুঃখে দুঃখময়ি, করিলে বরণ ।
সে দুঃখ সে বেদনায় তোমার নয়ন চোখে পড়ে,
আমার আঘাত 'পরে সরস করুণা তব ঝরে ।
তুমি যে একান্ত মোর, নিঃসঙ্গের অনন্ত-সঙ্গিনী,
শিরা-উপশিরা পাশে চির তরে তুমি যে বন্দিনী ।
তোমাতে লভেছে প্রাণ বেদনার সুগুপ্ত হরষ,
বিচিত্র সংগীত তোল হৃদি-বীণে করিয়া পরশ ।
আমার বেদনে দুঃখে বাঁধা তুমি অটুট বন্ধনে,
তুমি যে কল্পনা মোর কাব্য-প্রাণ, বিচিত্র ললনে !

কলিকাতা   ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩২[illegible]

নারী

আজকে আমার স্বপন-মাঝে জাগলে তুমি নারী,
আমার হিয়ার সুপ্ত কমল পাপড়ি বিথারি'
ফুটল তোমার চরণ-তলে, হাস্যময়ী বালা,
তোমার মধু কনক ভাতি কী অমৃত ঢালা !

নারি, তুমি কল্যাণেরি সুবাস-ভরা ধূপ,
বিশ্ব-তৃষায় ঢালছে বারি তোমার মধু রূপ,
জন্ম তুমি সৃষ্টি তুমি বিশ্বে তুমি প্রাণ,
তোমা হ'তে লক্ষ মানব আজকে বেগবান !

আজকে তোমার চরণ দুটি জড়িয়ে নিয়ে বুকে
নিভিয়ে লব ব্যথার আগুন তীব্র শত দুখে,
তুমি তোমার নয়ন হতে দাও করুণা-বারি,
দু'হাত ভরে' কল্যাণে দাও, দাও মহতী নারি !

ঢাক ঢাক প্রেমের কোমল শীতল মধু ছায়,

স্নেহের ধারা দাও বয়ানে বিপুল-বরিষায়,
বিশ্ব-পিতার আশিস্ সম তোমার দুটি হাত
আমার মাথার 'পরে রাখ, হউক সুধা-পাত।

কল্যাণেরি আবাস তুমি, দীপ্তি তোমার প্রেম,
অঙ্গে তোমার শীতল আভা স্নেহের গলা হেম,
মর্ত্তে তুমি বিশ্ব-মাতা—অপার গরীয়সী,
দেবী তুমি, স্বর্গ তুমি, তুমিই মহিয়সী!

কলিকাতা

৭ই পৌষ ১৩২৫

মুমূর্ষু

একটিবার ও জানলা-পাশে পর্দা তুলে নাও,
একটিবার ও আকাশখানা দেখ্‌তে মোরে দাও
বারেক শুধু তোমরা সবাই দাঁড়াও ঘিরে মোরে,
স্তব্ধ আমার শীতল কানে দাও না উছাস ভরে'।
বারেক শুধু চেঁচিয়ে বল,—এই যে মোরা সব,
বুকটা ভরে' জমিয়ে রাখি তোদের কলরব।
বারেক তোরা জড়িয়ে মোরে বাঁধ্‌রে বুকে বাঁধ,
তপ্ত তোদের পরশ নিয়ে মিটাই মনের সাধ,
দৌড়ে তোরা চপল-প্রাণে নাচ্‌রে মোরে ঘিরে,
উতল ক'রে দে রে আমার স্তব্ধ-মরণ-তীরে।
তোরা সবাই ক'রে কথা, চেঁচিয়ে গা রে গান,
তোদের উতল-পরাণ-ঘায়ে জাগিয়ে দে মোর প্রাণ।
ডাক্ বিধুকে ডাক্ হরিকে গল্প করুক্ তারা,
কান দিয়ে আজ পান করি রে কথার সুধা-ধারা।
আয় রে তোরা সাম্‌নে আমার, চোখটা ভরে' হেরি,
হাস্ রে তোরা, গা রে তোরা, আমায় শুধু ঘেরি';
নে রে হোথা জান্‌লা হ'তে, পর্দা তুলে নে,
সুর্য্যি-আলো দেখে দেখে মর্‌তে আমায় দে!
কোথায় গেল হরিশ-খুড়ো, ছেলেগুলো কোথা,—

ডেকে তাদের খেল্‌তে রে বল্‌ ঐ দালানে হোথা।
আমার পানে ভয়ে ভয়ে মুখটা করে' ভার,
অমন করে' তাকাস্‌ নে ক, ব্যথিস্‌ নে ক আর!
হাসি তোদের কোথায় গেল, নেইক কেন কথা?—
তোরাই মোরে ফেল্‌বি মেরে তোদের নীরবতা।
আমার চোখে ঘনিয়ে আসে কোন্‌ পাতালের কালো,
হাসি দিয়ে নয়ন দিয়ে দেনা আমায় আলো!
তা' না কেবল নিশাস দিয়ে, ত্রস্ত আঁখি দিয়ে,
তোরাই মোরে মার্‌লি চেপে সকল হরষ নিয়ে।
শুন্‌বি নে ক কথা তবু, কাঁদ্‌বি তোরা খালি!—
লক্ষ্মী তোরা গা' দুটো গান, হাস্‌না বনমালি!
আজকে আমার কান্না কোথায়, তোদের শুধু কাঁদা,
আমার কেমন ঘুমটি আসে,—সবই যেন ধাঁধা!
কেবল তোরা ক'রে কথা, কেবল অট্টহাসি.
আমি তোদের উচ্ছাস পরে যাই রে ভাসি' ভাসি';
আজকে আমায় আকাশ পানে থাক্‌তে দে রে চেয়ে,
ঘুমিয়ে যাব দুলে দুলে আলোর সাগর বেয়ে।

কলিকাতা ১১ই পৌষ ১৩২৫

বারবণিতা

তুমি যে গো মাতার ছবি, প্রেম-দেউলের ধূপ,
তোমার কি গো সাজে এমন বিকচ বিলাস-রূপ?
কল্যাণেরি বিকাশ তুমি, লাজ-আনতা বধূ.
তপ্ত মানব তোমার বুকে পিইবে শুধু মধু;
স্নেহের আঁচল বিছিয়ে তুমি ঢাক্‌বে শিশুদলে.
রাখবে ছেয়ে আপন স্বামী সরস বক্ষ তলে,
পথের জনে ভাইর মত কর্‌বে স্নেহ-দান,
শান্ত শীতল কল্যাণেতে ভর্‌বে গৃহ-খান;
আজকে তুমি এ কি নারি, বিকট সর্ব্বনাশী,
আপনাকে আজ নাশ করেছ কল্যাণে সব গ্রাসি'!

কোথায় তুমি তাড়িয়ে দিলে উছল প্রেম-সুধা,
তপ্ত মরুর আগুন সম জাগছে চোখে ক্ষুধা !
তোমার কোমল বয়ান হতে তাড়িয়ে করুণ ভাতি
জাগিয়ে রাখ কালিমাময় কোন্ পাপেরি রাতি !
স্নেহ প্রণয় সব দলেছ অকল্যাণে ডাকি',
নরকে আজ রূপ দিয়েছ স্বরগটারে ঢাকি'।
নারি, তুমি কল্যাণী যে, তাড়াও শত পাপ,
মাতার রূপে ভার্য্যারূপে এস, জুড়াও তাপ !
তোমার মাঝে সুপ্ত আছে জননী ও প্রিয়া,
প্রীতিমতী ভগ্নী আছে, জাগাও তব হিয়া ;
জাগাও তোমার গুপ্ত স্নেহ, সুপ্ত তোমার প্রেম,
শীতল কর মানব-গেহ, বিপুল ঢাল ক্ষেম।

কলিকাতা ১১ই পৌষ ১৩২৫

চুম্বন

আমার বুকের যতেক আবেগ যতেক আকুলতা
আজকে সে যে বেরিয়ে আসে—একটি চুমোর ব্যথা,
উচ্ছ্বসিত ঠোঁটের 'পরে
আকুল পরাণ উপচে পড়ে,
ধর তোমার বয়ান ভরে সুধার উছলতা
চুম্বনেরি ব্যথা।

আমার এ যে চুমো প্রিয়া, চুমো ত এ নয়—
এ যে ঢালে তপ্ত আশা, তৃষার পরিচয়,
এ যে সুখের তীব্র বেদন,
শিরা-উপশিরায় দহন,
এ যে পরাণ বিলিয়ে দেবার উতল অভিনয়
চুমো ত এ নয়।

দুই অধরে উপচে-আসা আকুল দু'টি প্রাণ—

একটি নিবিড় চুমোর মাঝে জুড়িয়ে অবসান,
দুইটি পরাণ যুক্তমুখে
দোঁহায় ধরে একটি সুখে,
দোঁহায় নাচে একটি বেগে দোঁহায় করে' দান
যুক্ত দুটি প্রাণ।

কলিকাতা ১০ই ফাল্গুন ১৩২৫

আকাশ

হে মৌন, হে শান্তিময় সুষুপ্ত আকাশ,
ছাড় অট্টহাস
আপনাকে সবলে বিস্ফারি'
দেখাও গোপন যত আজিকে বিথারি'।
আমাদের মত্ত ধরা হতে
অবিরাম স্রোতে
ছুটে যায় ও বক্ষে তোমার
কত ক্ষিপ্ত কলকথা আরাব দুর্বার।
হে দানব, মেলিয়ে বয়ান
তুমি অফুরাণ
গ্রাস' লহ বুভুক্ষু যতনে
মোদের উচ্ছল হাস্য কলতান উদ্বেল ক্রন্দনে।
আজি টুটি' বক্ষ-দ্বার
নয়নে আমার
দেখাও সুগুপ্ত গর্ভ, সঞ্চয় বিরাট,
হে মৌনী সম্রাট!
যুগে যুগে লক্ষ বর্ষে প্রচণ্ড ক্ষুধায়
গ্রাসিয়াছ কত কথা কত না ব্যথায়,
কত না উজ্জ্বল হাস্য, প্রমত্ত উল্লাস,
ব্যথিতের ব্যাকুল নিঃশ্বাস,
অনাথের দুখিনীর অনন্ত ক্রন্দন,
বিজয়-বারতা কত, প্রমত্ত রণন!

আজো তব গুপ্ত বক্ষে সুপ্ত রহে পড়ে'
আনন্দ-বিভোরে
ধরার বসন্ত শত—সাথে পাখীতান,
বরষায় ভেক-মুখে ধরণীর হরষের গান।
সর্ব্বভুক্, বুভুক্ষু-পরাণ,
সবারে গ্রাসিয়া তুমি নিজ বক্ষে রাখ অফুরাণ্‌!
আজি শুধু অনন্ত বিকাশে
দেখাও বিচিত্র রত্ন বিচিত্র প্রকাশে।
আপনারে ছিঁড়ে টুটে হে সুপ্ত গভীর,
জেগে ওঠ প্রচণ্ড অস্থির,
দেখাও চঞ্চল কাল, লুপ্ত যুগ, সুপ্ত বেদনায়
জীবন্ত লীলায়।
কথা কও, বলে দাও হে মূক মহান্,
কত রাত্রি কত দিন ঊষা কত সন্ধ্যা গরীয়ান্
কি বিচিত্র জীবন-দোলায়
তোমার বিরাট দৃষ্টি 'পরে মরেছিল কালের বেলায়।
স্থির-আঁখি-পাতে
তুমি দেখিয়াছ কত ধূলিকণা সাথে
লুটায়েছে মোহন কুসুম; শিশুর জীবন্ত হাসি
চলে' গেছে ভাসি'
দুখিনীর বুকের রতন; কত দীপ্ত প্রাণ
ধূলায় লভেছে অবসান।
যত গান যত ছবি যত হাসি-খেলা
হে সিন্ধু, উতলি' তব বেলা
আজো তারা জাগিছে দুর্দ্দম তোমার অনন্ত বুকে
নিজ সুখে দুখে
আজি তুমি জেগে ওঠ আপনারে করিয়ে চঞ্চল
দুরন্ত প্রবল,
বিদারি' নীলিমা-বর্ম্ম দেখাও আমায়
জগতের সুপ্ত হাসি লুপ্ত প্রাণ আনন্দ ব্যথায়।

কলিকাতা ৬ই চৈত্র ১৩২৫

বিশ্ব-ক্রোড়ে

কর্ম্মক্লান্ত দেহখানি বাহিরে আনিনু যবে
হে ভুবন, জুড়ালে পরাণ—
ভেসে-যাওয়া ছোট মেঘ, হেসে-ওঠা ছোট তারা
তারি 'পরে চাঁদের তুফান,
শ্যামল আকাশখানি তরল আলোয় আঁকা
বিমল ভুবনখানি ভাসে,
অগণন-সৌধ-শিরে নির্জ্জন তরুর মাথে
এ আলোক জুড়াইয়া হাসে !
বিজন পথের পাশে উচ্ছ্বসিত ঐ তরু
শত পত্রে যেন শত মুখে
আলোর অমৃতটুকু নীরবে করিছে পান
অবিরাম তিরপিত সুখে।
অবসন্ন দেহ মোর অনন্ত আলোর তলে
আজিকে মাগিছে অবসান,
প্রতি রোম-রন্ধ্র দিয়ে আলোক প্রবেশি' যাক
শিরে শিরে জুড়ায়ে পরাণ।
নহে মূক অর্থহীন সুমৌন আকাশখানি
কানে কানে কত আজি কয়,
অনন্তের হৃদয়ের আলোর অমৃত সাথে সাথে
প্রাণে প্রাণে আজি পরিচয়।
আজি যেন বিশ্ব-ক্রোড়ে নগ্ন ক্ষুদ্র শিশু সম
শুয়ে আছি অনন্ত নির্ভয়ে,
চাঁদের সুমৌন হাসি—বিশ্ব-জননীর আঁখি
জাগে যেন আমারি শিয়রে।
আকাশের পরপারে কোন্ গুপ্ত অন্ধকারে
বিশ্বগর্ভে ছিনু এতকাল,
আজি যেন পেনু প্রাণ আনন্দ-অমৃতময়
পরিপূর্ণ এ বিশ্বে বিশাল।
জননীর শান্ত ক্রোড়ে শুধু স্তন্য খেতে চাই।
শুধু চাই নীরবে ঘুমাতে,

যখনি মেলিব আঁখি বিশ্বমাতা রবে চেয়ে
ব্যাকুল স্নেহের ধারা-পাতে।
আজি আমি বিশ্ব হতে নহি দূরে কোন মতে
তারি আজ দুলাল সন্তান,
আজি তাই স্তব্ধ রাতে আলোক অমৃত সাথে
বিশ্বক্রোড়ে জুড়াল পরাণ।

কলিকাতা

২৮শে চৈত্র ১৩২৫

জীবন-রূপ

কোন্ সে আদিম প্রাতে
ভেসে এনু প্রাণ সাথে
ফুটে টুটে বিচিত্র বিকাশে ?
কোন্ গুপ্ত সিন্ধু হতে
এ পরাণ মত্ত স্রোতে
ছুটে এল জীবন্ত উল্লাসে ?
কত জন্ম কত দিন
কত যুগ অন্তহীন
ব্যেপে এল এ মোর জীবন,
কত কান্না কত হাসি
কত রূপ পরকাশি'
বেয়ে এল কত না যৌবন !
এ জীবন মহীয়ান
বয়ে আসে অফুরাণ
দিনে দিনে শুধু আগুয়ান,
দেহে দেহে শত রূপে
অবিরাম চুপে চুপে
আপনারে করিছে মহান্।
আরো আরো কত দিন
এমনি এ সীমাহীন
ভেসে যাব আঁকড়ি ভুবন

অরুণিমা

আমি বলে' যারে পাই
সে আমি আমাতে নাই,—
সে যে এই অশেষ জীবন।
হে অনন্ত সৌম্য আমি,
হে জীবন দেহ-স্বামি,
হে বিরাট উদাত্ত পথিক,
অবিরাম চলে' যাও
আমারে ফুরাতি দাও,
মৃত্যু জিনি' চলেছ নির্ভীক!
এ কি রূপ অপরূপ
এ কি শকতির কূপ
এ কি আমি বিচিত্র জীবনে!
জরাহীন মৃত্যুহীন
সর্ব্বকালে হয়ে লীন
ভেসে চলি অনন্ত ভুবনে!

কলিকাতা ১৭ই বৈশাখ ১৩২৬

মৃত্যু-মঙ্গল

এ কি লীলা আলোড়ন, হে ভীম সম্রাট,
হে মৃত্যু, হে বিভীষণ প্রচণ্ড বিরাট!
হে অদম্য শক্তিমান, অনন্ত বিজয়ে
নিশিদিন বিশ্ব হতে উন্মত্ত প্রলয়ে
টানিয়া গ্রাসিয়া লও বিক্ষুব্ধ পরাণ
ভীত শত লক্ষ লক্ষ মৌন অফুরাণ।
কলকণ্ঠ-মুখরিত ক্ষিপ্ত বিশ্ব-পারে
হোথা দূরে অনন্তের উন্মুক্ত দুয়ারে
হে বিপুল মূর্ত্তিমান, মেলিয়া বয়ান
বুভুক্ষু দানব সম শোণিত-নয়ান
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি; ক্ষুদ্র ধরাখানি
সাথে লয়ে শত পুত্র ক্ষুদ্র শত প্রাণী

নিশিদিন স্নেহে প্রেমে জীবন-লীলায়
সুখে দুখে ভয়ে ভয়ে ধীরি ধীরি যায়
তোমার আঁখির নিম্নে ; তুমি মহাকাল—
জঠরে অনন্ত ক্ষুধা—বয়ানে করাল
পূরিছ বিহ্বল প্রাণ। ক্ষুদ্র তৃণ যত
জীর্ণ শুষ্ক পত্রগুলি, ফুল্ল ফুল শত,
কমনীয় বরণীয় কত না মানব,
দুর্দান্ত চপল প্রাণ, যত কিছু সব—
অণু হতে পরমাণু ছুটে অবিরাম
তোমার অনন্ত গর্ভে লভিতে বিরাম
সুপ্ত গুপ্ত অন্ধকারে ;—এমনি দুর্জ্জয়
ধরার আনন্দ 'পরে মাতাও প্রলয়।
মহা ব্যোম মহা শূন্যে দাঁড়ায়ে মহান
ডাক তুমি—"আয় ভগ্ন অশান্ত পরাণ,
আয় দীর্ণ জীর্ণ ম্লান, এ গর্ভে আমার
শুধু শান্তি শুধু ঋদ্ধি জীবন-পাথার।
লভে যা অনন্ত শক্তি, জন্ম-জন্মান্তরে
ছুটিবার আসিবার জগতের দ্বারে
অনন্ত উদ্যম। জরা-জীর্ণ দৈন্য-দীন
পিয়ে যা অমৃত হেথা, শুধু নিশিদিন
করে যা শকতি পান।"

এমনি উদার
জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠিছে হুঙ্কার
হে মৃত্যু, হে মহনীয়, তব ভেরী হতে।—
ছুটিছে অসংখ্য প্রাণ অবারিত স্রোতে
তোমার বিশাল গর্ভে ; সবারে গ্রাসিয়া
সবার দীনতা দুঃখ আপনি নাশিয়া
সবারে জনম দাও নবীন বিকাশে
নবীন আনন্দ মাঝে বিচিত্র প্রকাশে।
তুমি মৃত্যু তুমি নাশ তুমি যে জীবন,
তুমি কর মানবের দৈন্য আহরণ—

ফিরে দিতে প্রফুল্ল পরাণ। ক্লিষ্ট জীব,
ভগ্ন প্রাণ, ন্যুব্জ দেহ বিশীর্ণ নিৰ্জ্জীব
তোমাতে লভিছে লয়, জাগিছে আবার
দীপ্ত তেজে যাত্রা-পথে উদ্যোগী অপার।
সংহারের নৃত্য মাঝে রেখেছ মহান,
সৃষ্টির চঞ্চল হর্ষ আনন্দ কল্যাণ।

কলিকাতা ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

মেঘের সাগর

নীল আকাশের বুকটা জুড়ে'
আজকে মেঘের হেলা-ফেলা—
শাদায় কালোয় ধূসর মিশে'
দেদার ভাসে, দেদার খেলা!
ধোঁয়ার 'পরে ছুট্‌ছে ধোঁয়া
মেঘের 'পরে মেঘের ছোটা—
ফাঁকে ফাঁকে নীলের বুকে
রবির হাসি উজল-ফোটা।
ঢেউর 'পরে দুল্‌ছে রে ঢেউ
মেঘের সাগর উথ্‌লে ওঠে,
বিরাট কিসের নিবিড় স্বপন
সুপ্ত নীলের চিত্তে ফোটে!
নাইক রে ঠাঁই মেঘে মেঘে
কি এল রে আজকে ভেসে,—
জমাট-বাঁধা অশ্রু এ কার
থম্‌কে দাঁড়ায় অসীম দেশে!
নিবিড় শুধু বিপুল এ এক
ভুবন-ঘেরা স্নেহের মায়া,
কোন্ জননীর আঁচল এটি?—
বিশ্ব-মাতার বুকের ছায়া?
আজকে নিবিড় মেঘ-সাগরে

ঝাঁপিয়ে যাব সাঁতার দিয়ে
এপার ওপার কর্‌বে ভেসে'
ডুবে হেসে জুড়িয়ে হিয়ে।
মেঘ-সাগরের বিপুল মাতন,
তুফান অসীম, গুম্‌রে ফোলা,
দোল দিয়ে যায় দেদার বুকে
ঘর ছেড়ে যায় পরাণ ভোলা।

কলিকাতা ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

উদ্দাম জীবন

সুপ্ত নিবিড় গভীর রাতে জ্বলছে শত তারা
ঘুমের কোলে লুটিয়ে ধরা নত;
আমার বুকের উতল ধ্বনি আস্‌ছে মৃদু কানে
আপ্‌নারে আজ বুঝ্‌ছি অবিরত।—
এই ত জীবন আমার জীবন এই ত মৃদু নাচা—
অবাধ স্রোতে চপল আগুয়ান,
বিপুল জটিল বিশ্বখানার সকল বাধা টুটে
চল্‌ছি শুধু চল্‌ছি অফুরাণ।
সুপ্তি টুটে শব্দ টুটে অনিল টুটে যাই—
কোন্‌ পারে রে কোন্‌ সে চেনা দেশ?
সময়-পাখীর পাখার 'পরে চল্‌ছি ভেসে ভেসে
লাগ্‌বে কোথা, কোথা রে মোর শেষ?
নিবিড় যত রাত্রি জাগে ডাকছে যত ঝিঁঝি—
ততই যে রে পরাণটারে বুঝি
বুকের মাঝে উথ্‌লে নদী, বাইরে কিসের বান
কুলুকুলিয়ে ছুটছে সোজাসুজি।
কে মোর সাথে তাল দিয়ে যায় এম্‌নি কে রে ছোটে,
বিশ্ব সে কি এম্‌নি নিতি ধায়?
তারায় তারায় মুচ্‌কি হেসে বল্‌ছে যেন চুপে—
যায় রে বয়ে যায় রে সবে ধায়।

ছুটছি আমি ছুটছে অণু ছুটছে তারা-দল,
পাতায় ঘাসে ছুটছে রে এক প্রাণ,
নিথর বটে নিবিড় নিশা, ঘুমোয় নারে কেউ
বিশ্ব ব্যেপে জীবন-অভিযান !
বিশ্ব হতে সুদূর করে' আপনাকে আজ আনি'
দেখ্‌ছি আমি সবার সাথে বাঁধা,
যেই হাসিতে ফুলটি ফুটে যেই কাঁদনে ঝরে
সেই সে হাসি, সেই ত আমার কাঁদা ।
জীবন আমার পাগ্‌লা জীবন, পথিক পলাতক,
আমার মাঝে বাঁধলে কবে বাসা ?
সবার সাথে তোমায় আমায় চল্‌বে কত দিন
কত দিন এ থাক্‌বে ভালবাসা ?
ঐ যে অটুট ডাক্‌ছে ঝিঁঝি এলিয়ে পড়ে আঁধা
তারায় তারায় কি যেন রে বলে,
জীবন আমার বুকের মাঝে তুল্‌ছে আলোড়ন,
শিরায় শিরায় চরণ ফেলি চলে !
নিবিড় রাতে নিথর বাতে মৃত্যু যেন জাগে,
বাজ্‌ছে কানে কিসের আনাগোনা,
জগত ব্যেপে জীবন চলে আঁধার স্রোতে ভেসে
আমার সাথে হচ্ছে জানাশোনা !

কলিকাতা ১৩ই শ্রাবণ ১৩২৬

যুগল

জীবনের যাত্রা-পথে যুগল নবীন
চপল আনন্দে দোঁহে উতল বিলীন
ধীরে ধীরে পাশাপাশি জগৎ-প্রাঙ্গণে
চরণ ফেলিয়া নামে উন্মুখ গমনে ।

হর্ষে আশে প্রেমে সুখে স্বরগ রচিয়া
দোঁহার আনন্দ মাঝে দোঁহারে সঁপিয়া

চলে দোঁহে অনির্দ্দেশ কোন্ সে ভবনে
স্বপ্নের ধূসর মোহে মণ্ডিত নয়নে।

দুটি যুক্ত প্রেম-সিন্ধু-পীযূষ উথলি'
জেগে ওঠে ক্ষুদ্র প্রাণ—পুত্র-কন্যাবলি,
দুটি যুগ্ম তৃপ্ত প্রেম উছলি' আকুলি'
আগ্রহে বেড়িয়া ধরে নব প্রাণগুলি।

দিনে দিনে দোঁহাকার প্রণয়-দেউলে
কলহাস্যে ক্ষুদ্র প্রাণ আসিয়া বিহ্বলে—
দোঁহার রচিত স্বর্গে হর্ষখণ্ড সম
মূর্ত্ত দোঁহাকার তৃপ্তি—শুভ্র অনুপম।

দুটি প্রেম, দুটি শক্তি, দুটি সৃষ্টি, দান
দোঁহার অমৃত-পুষ্ট কত না পরাণ
দোঁহার চরণ-পার্শ্বে স্থাপিয়া দাঁড়ায়—
মানব মানবী—দেব-দেবীর বিভায়!

আত্ম-তৃপ্ত দুটি প্রেম দোঁহায় ভুলিয়া
প্রসারি' দুইটি বক্ষ রাখিছে চাপিয়া
নবাগত অতিথিরে; দুটি হর্ষ ছুটে
আর্ত্তজনে বাঁধিবারে আকুলিয়া উঠে।

দিনে দিনে দিন যায় যুগ্ম দুটি প্রেম
স্নেহ মৈত্রী সাথে ঢালে অবারিত ক্ষেম,
দুঃখে শোকে যত কাটে জীবনের বেলা
দুটির রচিত গেহে বিশ্ব পাতে মেলা।

বিপদ-বাত্যার ঘায়ে পিষ্ট অনিবার
ক্লিষ্ট দুটি প্রাণ লভে আনন্দ অপার
পুত্র-কন্যা-বক্ষ-মাঝে; তাহাদের সাথে
তাদের আনন্দে সুখে দুঃখে ভুলি মাতে!

জীর্ণ শীর্ণ দুটি প্রাণ ধীরে ভেঙে যায়
কালের সমুদ্র-পাশে সমাপ্ত লীলায় ;
দোঁহাকার যুক্ত প্রাণ সন্তান-হৃদয়ে
রেখে গেল দোঁহাকার অমর প্রণয়ে।

কলিকাতা

৯ই কার্ত্তিক ১৩২৬

বনের জ্যোৎস্না

গাছে গাছে মাথায় মাথায় জড়িয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে,
তাদের পরে আধখানা চাঁদ হাস্‌ছে বসে' শুভ্রাসনে।
পাতার পরে হাজার পাতা—নিশান পাশে নিশান দোলে,
ছোট্ট হাজার মুক্ত অসি জ্বল্‌জ্বলিয়ে কে ওই খোলে !
পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি, উঁচু-নীচু গাছের মাথা,
নীল-সাগরে শাদা ফেনায় হেথা হোথা ঢেউর মাতা' !
সুদূর হ'তে দেখ্‌ছি চেয়ে গাছের তলায় স্তব্ধ কালো
লুকিয়ে আছে চোরের মত, পাহারা দেয় তীব্র আলো !
জড়িয়ে দেহ আঁধার-বাসে মাথায় জেবলে লক্ষ হীরে,
দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো আজ ধরার বুকে সুপ্তি তীরে।
দীর্ঘ গাছের সুপ্ত বনে তৃপ্ত যেন কিসের আশা,
লক্ষ পাতার কানে কানে চাঁদের আলো কইছে ভাষা !
ভুবন মাঝে নেইক সাড়া, নাইক ধ্বনি, শব্দ মোটে,
এই নিভৃতে সজীব গাছে চাঁদের চুমোয় শিউরে উঠে !

কলিকাতা

১৮ই কার্ত্তিক ১৩২৬

দুঃখ ও কাব্য

দুঃখে যখন বাজিয়ে তোলে প্রাণ
তাঁর সুখে গাই যে বসে' গান।
আঘাত ব্যথা অপমানের ভার
কাঁদিয়ে মোরে হাসায় অনিবার!
সেই বেদনার গুপ্ত মধু দিয়ে
কাব্য লিখি, ভরিয়ে তুলি হিয়ে।
সুখের সাথে নেই ত কভু দেখা,
দুখের সুখে প্রাণের বেগে লেখা।
কাব্য লেখা—দুঃখে শুধু আঁকা,
তাঁর হিমে আগুন কাছে রাখা।
আঘাত খালি জিইয়ে তোলে প্রাণ,
দুখের বেগে আনন্দে গাই গান।

কলিকাতা — ২৬শে কার্ত্তিক ১৩২৬

নিরর্থক

আকাশখানার একটি কোণে একটুকু মেঘ,
বনের মাঝে হারিয়ে-যাওয়া একটু জল-বেগ,
মাঠের বুকে গন্ধবিহীন ক্ষুদ্র তৃণ-ফুল,
বোবা কালা একটি শিশু সবার চোখে শূল,
পথের পাশে যত্ন-হারা বিড়ালছানাটি,
কুষ্ঠ-রোগে ক্লিষ্ট-দেহ ভিক্ষুজনাটি,
জগৎ মাঝে কিসের তরে এদের অভিযান,
সৃষ্টি-পিতার কোন্ সে কাজে লাগছে'ক'টি প্রাণ?
বিশ্বে বিপুল ব্যর্থ পড়ে' দেখছি যারা রয়,
কে বোঝাবে তাদের ভাষা, প্রাণের পরিচয়?

কলিকাতা — ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬



নবাগতা

(কন্যার জন্মে)

তোমার আমার প্রেমের মাঝে আজ দাঁড়াল এসে
কোথা হতে একটি নব প্রাণ,
দুই তটিনীর মিলন-মুখে জাগ্‌ল ছোট দ্বীপ
তারেই বেড়ে দোঁহার কলতান !
মোদের প্রেমের সিন্ধু মথে উঠ্‌ল আজি এ কি,
অম্বা এ কি, লক্ষ্মী রূপবতী ?
জীবন-পথে দুই পথিকের একটি আবাস-গেহ ?—
কুড়িয়ে-পাওয়া মাণিক মধু-জ্যোতি ?
পিছিল পথে চল্‌তে এ কি যষ্টি এল হাতে
অন্ধকারে অবাধ নিয়ে যাবে ?
দুইটি তৃষার সলিল এ কি ঝরণা এল নেমে
পিয়ে পিয়ে পরাণ উপচাবে ?
এ কি এল দুইটি আশার একটি পরিণতি,
দুইটি হরষ একটি রূপে ফুটে ?
এ যে মোদের প্রাণের দ্বারে দাঁড়াল হাত পেতে
নিল গো সব বুকটা নিল লুটে !
দেখ্‌ রে চেয়ে প্রেমিক দুটি তোদের নব প্রেমে
আপন রসে কুসুম বিকাশিছে,
সৃষ্টিরূপী শক্তি এ কোন্‌ গড়্‌ল নব জীবে
লুকিয়ে দোঁহার নবীনতার পিছে !
অবাক মানি,—প্রাণে প্রাণে কোন্‌ সে নীতি-বলে
আরেক প্রাণে কর্‌ল বেগবান,
নবাগতা, তোর আগমন কী রহস্যে ঢাকা !—
বুঝিয়ে দে রে এ তোর অভিযান ।

১৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬

কলিকাতা

ত্রয়ী

(বিশ্ব)

অবাক্ চোখে তোমার মুখে চাহিয়া আছি থির
হে লীলাময় বিশ্ব মহা, প্রবলতম বীর !
সুনীল ভীম শূন্য হতে গরজি' তুলি' তান
ধরার কীট তৃণেরে লয়ে আকুলি' অফুরাণ
ছুটেছ মহা-জীবন-স্রোতে আলোড়ি' যুগ যুগ
লক্ষ প্রাণ বক্ষে তুলি' মথিয়া সুখ দুখ !

(জীবন)

সে লীলা পাশে ভুবন জাগে, জাগিছে কত প্রাণ,
সে প্রাণ মাঝে বিশ্ব নিতি করিছে গতি দান ;
হরষে সুখে দ্বন্দ্বে দুখে বিপুল আলোড়ন,
ধরার জীবে জীবন একি চপল বিভীষণ !
আর্ত্ত ভাঙা অন্ধ মাঝে বিকাশি' শত রূপ
জীবন জাগে প্রণয়ে স্নেহে গরিমাময় ভূপ !

(মানুষ)

বিশ্ব মাঝে ভুবন-বুকে জীবন-পারাবার
তাহারি পরে মানব দোলে ঢেউর সম তার !
ভাঙিয়া পড়ে উঠিয়া চলে পাগল আগুয়ান,
কিরণে ক্ষণে বিভাসি' উঠি' মরণে অবসান !
বিশ্ব-নীতি ভুবনে জুড়ি' জীবনে ছুটে যায়,
জীবন নিতি মানুষে লয়ে খেলিছে মহিমায় ।

কলিকাতা — ২৬শে পৌষ ১৩২৬

যোদ্ধা

একলা আমি দৃপ্ত তেজে করব সারা জগৎ জয়,
দৈন্য আমার দীপ্ত অসি নাশবে বিলাস-কলুষ-চয়,
চলবে বেগে উচ্চ-শিরে
ঝড়-আঘাতে করবে কি রে ?
মান অপমান দীর্ণ করে' ক্ষুদ্রে করে' পরাজয়
একলা আমি দৃপ্ত তেজে করব সারা জগৎ জয়।

জীর্ণ বসন শ্রেষ্ঠ ভূষণ সেই যে গায়ে বর্ম্ম রয়,
বাইরে শত রিক্ততাতে গড়ছে হৃদয় সে দুর্জ্জয়,
শঙ্কা পাপে ভয় করিনে
দুঃখ-ঘায়ে আর টলিনে,
অন্তর সে যোদ্ধা সম করতে ছুটে দিগ্বিজয় ;
জীর্ণ বসন শ্রেষ্ঠ ভূষণ সেই যে গায়ে বর্ম্ম রয়।

গিরির গায়ে আছড়ে পড়ে মত্ত ঢেউর আস্ফালন,
চূর্ণ হয়ে আপনি ফেরে,— দাঁড়ায় গিরি দুর্দ্দমন,
আমার বুকে তেমনি এসে
পড়ছে দুখ,—ঠেলছি হেসে,
বক্ষ এ যে পাষাণ হতে শক্ত বিষম বিভীষণ,
আমার গায়ে আছড়ে ভাঙে দুঃখ-ঢেউর আস্ফালন।

টিটকারি ও বক্র-আঁখি শাসিয়ে নত করব আজ,
বৈশাখেরি জলদ সম ছুঁড়ব জোরে তীব্র বাজ,—
চমকে যাবে কুটিল যত,
দলব পায়ে গর্ব্ব শত,
রিক্ত-ভূষণ শিবের মতন ক্ষিপ্ত সতেজ নেইক লাজ,
টিটকারি ও বক্র-আঁখি শাসিয়ে নত করব আজ।

দুঃখ আমার দৈন্য আমার দুইটি বাহুর দৃপ্ত বল,
অলস সুখে আছড়ে ভাঙি, জাগিয়ে চলি যে দুর্ব্বল ;

লক্ষ সুখী চল্‌ছে ধীরে—
ভীরু ওরা, মানুষ কি রে ?
ভীরুগুলোয় চোখের তেজে কর্‌ব নত ধরার তল,
দুঃখী আমি শঙ্কা কিসের, দৈন্য আমার বাহুর বল।

মানুষ আমি মানুষ ওরে, অর্থ-কীট ও মানুষ নয়—
এক আঘাতে ভাঙ্‌তে পারে, বক্ষে পোষে লক্ষ ভয় ;
শঙ্কা সরম আমার পায়ে
লুটিয়ে পড়ে তীব্র ঘায়ে,
বাত্যাসম কাঁপিয়ে ছুটি, অলস কোণে লুকিয়ে রয় ;
দৈন্য নিয়ে দৃপ্ত তেজে কর্‌ব সারা জগৎ জয়।

কলিকাতা — ১২ই ও ১৩ই ফাল্গুন ১৩২৬

চিলের ডাক

শান্ত দুপুর, কান্ত নীলে মেঘের ছোটাছুটি,
শাদা রোদের লুকিয়ে-যাওয়া আবার ওঠা ফুটি' ;
একটি দুটি কাকের ধ্বনি আস্‌ছে কোথা হতে,
চিলের কাঁদন উঠ্‌ছে কেঁপে তীব্র সরু স্রোতে,—
দুপুরখানার দগ্ধ বুকে এ কোন্ ব্যথা জাগে
তপ্ত দিশির বেদন যেন সরস প্রীতি মাগে !
মেঘের দোলা রোদকে দোলায় নীল রয়েছে চেয়ে,
চিলের ধ্বনি অবোধ ব্যথায় বুকটা ফেলে ছেয়ে।

কলিকাতা — ৬ই চৈত্র ১৩২৬

দেখা

শুধু আঁখির সুধাটুকু
আঁখিতে দিয়ে যাও—
লহি তা আঁখি-থালে ভরিয়া,
গড়ায়ে যাক্ তাহা
অশ্রুর ধারা-পাতে
পরাণে কূলে কূলে ছাপিয়া।
তৃষিত চারি আঁখি
নিমেষে মিশামিশি,—
বাড়ায়ে শত বাহু ছুটিয়া
তোমার প্রাণখানি
আমার প্রাণে ধরে
আঁখির বিভা সাথে টুটিয়া।
গোপনে ক্ষণে দেখা,—
আঁখিতে ঢেলে ভাষা
কি বল ছলছলি' বুঝি না,
কেবল চাওয়াচাওয়ি
বাড়ায়ে দুটি প্রেম—
বৃথাই, তবু তারে ছাড়ি না।

কলিকাতা
৯ই চৈত্র ১৩২৬

দুঃখীবীর

দুঃখী বলে' দুঃখ কিসের
লড়্‌তে কভু নেইক ভয়,
দল্‌তে মোরে কেউ না পারে
অপমান বা পরাজয়।
ছিন্ন বসন, নেইক ভূষণ,
বয়ে বেড়াই শূন্যতা,
অন্তরেতে শক্তি স্বাধীন
আত্মবলের পূর্ণতা।
ধাক্কা খেনু—ভাঙিনি ত,
ভেঙেছি যে লক্ষ দুখ,
তাই ত আজি দাঁড়িয়ে আছি
জয়ের সুখে পূর্ণ-বুক!
দুঃখ কিসের? নুইয়ে মাথা
চল্‌ব কেন, কোন্ ভারে?—
সব ভারে ত বহন করে'
ফাঁসিয়ে দিছি শঙ্কারে।
ডঙ্কা বাজাই শঙ্কা পালায়,
অলস সুখে নাই বরি,
চল্‌ছি বেগে সর্ব্বজয়ী
তীব্র তেজে বুক ভরি'।
নেইক কিছু—নই কি মানুষ?
লজ্জা কিসের কার কাছে?
দেখিয়ে দে না বুকটা খুলে'
উজল রূপে কি রাজে!
চল্ রে তেজে, দুঃখী বলে'
নেইক দুখ,—কে সুখী?
আপন পায়ে দাঁড়িয়ে যে তুই
সব জিনিলি,—তুই দুখী?
অর্থ নিয়ে আরাম নিয়ে
যে সুখ পাওয়া—সুখ সেকি,

রিক্ত হয়ে প্রবল জাগা
আনন্দ সে, দুখ সে কি ?
দুঃখ শুধু বাইরে আঘাত
বিভবে সে বুক ভরে,
বাইরে যাহা রিক্ত ফাঁকা
শক্তি সে যে অন্তরে !
জাগ্‌বে দুখে অভয় সুখে
লজ্জা সরম সব দলে',—
আমি যে বীর আপদ জিনে
ভাঙ্‌বে পাহাড় প্রাণ-বলে।

কলিকাতা ১১ই বৈশাখ ১৩২৭

গ্রামের পথ

গ্রামের মাঝে পথখানি সে বট অশথে ঢাকা,
খানিক তারি লুকিয়ে আছে খানিকটা তার ফাঁকা।
সে যেন ঠিক গ্রামের বধূ খানিক চেয়ে আড়ে
লুকিয়ে পড়ে ঘোম্‌টা টেনে আম-বনেরি ধারে।
আঁকাবাঁকা নদীর সাথে যায় সে এঁকে বেঁকে
কত কুঁড়ের ছাঁচ্‌তলা দে' ঘাট পিছনে রেখে।
হাটে বাটে সব দেখে সে আবার কোথা চলে
লক্ষ গাঁয়ে পরশ দিয়ে কম্‌নে কিসের ছলে।
এ যেন রে খুঁজ্‌তে বাছুর গয়লাদের এক মেয়ে
বনের আশে পাশে ঘোরে ব্যাকুল চোখে ধেয়ে ;
বামুনদের এক তত্ত্ব নিয়ে নাপ্তে মাসী ক্ষীরি
কুটুম-বাড়ী চল্‌ছে যেন অলস ধীরি ধীরি।
এম্‌নি গ্রামের পথখানি সে স্বপ্নে যেন ভরা
ছায়ার স্নেহে নদীর গানে মোহন শ্রম-হরা।
টুনটুনি ও বুল্‌বুলিরা লক্ষ কথা পাড়ে,
মৌমাছি গায় বৈঁচি-বনে কামিনী-ফুল ঝাড়ে।
সে পথ দিয়ে চল্‌ব আমি কাজ রবে না কিছু,

কোথায় যাব নেই ঠিকানা, ডাক্‌বে না কেউ পিছু।
গ্রামে গ্রামে পরশ দিয়ে চল্‌ব নব গাঁয়ে
বাব্‌লাবনের গন্ধ শুঁকে হাটকে রেখে বাঁয়ে ;
যেইখানেতে নদীর সাথে পথের চেনাশোনা
সেথায় অশথ-তলায় শুয়ে স্বপ্ন কত বোনা।
পাশে রেখে কলুবাড়ী, কেয়াবনের রাশি
পেরিয়ে অলস চল্‌ব মৃদু শীতল বায়ে ভাসি'।
কাকে দোব কিসের খবর তা রবে না মনে,
মনে হবে—চেনা ছিল কুটীরগুলোর সনে।
এ পথ দিয়ে চল্‌ব অশেষ অচিন্ গাঁয়ে কোথা,
চম্‌কে চা'ব অচিন্ ঘাটে, বধূরা স্নানরতা !—
দেখিয়ে হাসি ঢাক্‌বে মুখে গাম্‌ছা আড়াল দিয়ে,
নিশাস ফেলে চল্‌ব পুন নূতন প্রীতি পিয়ে।
দেখ্‌ব কোথা দুষ্টু ছেলে কোমর বেঁধে ছুটে'
পাততাড়ি ও মাদুর নিয়ে পাঠশালাতে জুটে।
কলসী ভাঙা জীর্ণ-মাদুর নিয়ে শ্মশান যেথা
চোখ মেলিয়ে অবাক্ যেন পথটি রহে সেথা।
শতেক গ্রামের প্রয়োজনের এইটি গতিবিধি
হরিবোল ও পথিক-গীতি শুন্‌ছে এ যে নিতি !
বনের ছায়ে ঘুমোয় কোথা রোদের মাঝে জাগে,
ঝিল্লি ভেক ও শতেক সাপে বক্ষ ইহার মাগে।
পথটি যেন পল্লী-মায়ের সুদীর্ঘ এক স্নেহ—
বাড়িয়ে বাহু বাঁধ্‌ছে সবায়, চিনায় সবে গেহ।

কলিকাতা — ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

কবি

ধরার মাঝে থাকে কবি বুক্‌টা তবু ফাঁকা,
কোন অজানায় মরম তারি কর্‌ছে হাঁকা-ডাকা ;
সে যেন এক ধূমের শিখা দাঁড়িয়ে ধরা 'পরে
উধাও ছোটে বাঁধ্‌তে বাসা শূন্যটারি ঘরে।
ঘনিয়ে তুলে' মরম মাঝে ধরার সুখে দুখে
অজ্ঞাত কোন প্রীতির আশে শূন্য রাখে বুকে।
হাসির 'পরে ভেসে বেড়ায় ফুলের রেণু মত,
শৈবাল সে পুকুর-জলে ভাস্‌ছে অবিরত।
থাক্‌তে ধরায় জলের সুধা চাতক সম জাগে
কাতর চোখে শূন্যে চেয়ে কি করুণা মাগে !
দুঃখে হাসে কখন সে সুখের মাঝে কাঁদে,
আনন্দে সে নৃত্য করে বিপদটারি ফাঁদে।
আপন বলে' লক্ষ জনে বক্ষে বেঁধে রাখে,
পিচ্ছিল তার চপল হিয়া পালিয়ে খোঁজে কাকে !
আকাশ-বুকে মেঘ সে যেন—ছোট্ট লঘু ছেঁড়া,
পড়্‌ছে নাক বাঁধা সেথায় যেথায় রহে ঘেরা।

কলিকাতা ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

সহরে

(সকালে)

আকাশ হতে রোদের রেখা বাড়ীর মাথা চুমে,
শীতল ছায়া বিছিয়ে আঁচল লুটিয়ে রহে ভূমে,
পথখানি সে ঝাপ্‌সা ধোঁয়ায় কাহার পানে ধায়,
কোন্‌ অজানার গোপন কথা মরম উতলায় !

(দুপুরে)

বায়স হাঁকে, চড়ুই ডাকে, জড়িয়ে রোদে বাড়ী,
কাঁশারিদের ঝম্‌ঝমানি, কড়া নাড়ানাড়ি,
আস্‌ছে পাশের বাড়ী হতে শিশুর কলকথা,
স্তব্ধতারি মধ্যখানে বক্ষে ব্যাকুলতা !

(সন্ধ্যায়)

সাঁঝের আলো বিদায়-কালে করুণ চোখে চায়,
গাছের 'পরে লক্ষ কাকে জায়গা নাহি পায়,
চলছে গাড়ি ছুটছে ঘোড়া, কাজের নাহি শেষ,
আমার বুকে হাত বুলাল শান্ত সে কোন্ দেশ !

কলিকাতা ২০শে আষাঢ় ১৩২৭

শ্রাবণ-জ্যোৎস্না

শ্রাবণ রাতে পাগ্‌লা আকাশ
কখন কাঁদে কখন হাসে,
কখনো তার অঙ্গ ঢাকা
কখন্ আসে ছিন্ন বাসে।
খাম্‌খেয়ালী মেঘের দলে
দাঁড়ায় কভু কখন্ ছুটে,
ত্রস্ত চাঁদে ফাঁকে ফাঁকে
পিছন হতে উজ্‌লে' উঠে।
চাঁদরাণী আজ অঙ্গ জুড়ে'
মেঘের বসন জড়িয়ে রাখে,
উজল তারি দেহের আভা
ধরার বুকে দাঁড়িয়ে থাকে।
ঝর্‌ঝরানি ক্ষণিক জলে
গাছে পাতায় জল রয়েছে,
গুপ্ত চাঁদের ঝাপ্‌সা আলো
তাহার 'পরে চিক্ দিয়েছে,
খড়ের চালে জলের লেপন
তার উপরে আলোর ধোঁয়া—
সিক্ত ধরার মুখখানিতে
ধূসর চুমা রইল ছোঁয়া।
ঐ সুদূরে মাঠের পানে
মেঘ কেটেছে একেবারে—

মস্ত আলো স্রোতের মত
গড়িয়ে পড়ে দীপ্ত ধারে।
এখানে বা একটু ফাঁকা
একটু হাসি, আবার ঢাকা,
মস্ত কালো মেঘ এল ঐ
বিকট যেন দৈত্য আঁকা!
কোথাও আলো দাঁড়িয়ে যেন
ভোরের বেলা কুয়াশ শাদা,
পাৎলা মেঘে কোথাও পুন
ফুটতে তারি অল্প বাধা।
বিপুল মেঘের আশে-পাশে
আঁকা-বাঁকা চাঁদের রেখা,
কোন্ কুশলী আঁক্‌ছে বসে
কালোর গায়ে শাদার লেখা।

কলিকাতা — ১৬ই শ্রাবণ ১৩২৭

বিরাট-বোধ

স্তব্ধ গভীর রাত্রিবেলা দাঁড়িয়ে যখন একা
চৌদিকেরি আকাশখানা হেরি—
বুকখানা মোর চম্‌কে ওঠে!—কেবল চেয়ে দেখা
বিপুল নভে তারারা রয় ঘেরি;
নেইক হাওয়া, নেইক ধ্বনি, কেউ চলে না ধেয়ে,
পাষাণ সম আঁধার রহে চাপি,—
বিশাল বিরাট মৃত্যু যেন তারার চোখে চেয়ে,
শিউরে আমি থরথরিয়ে কাঁপি!

কে আমি কে?—এই সীমাহীন বিপুল নভতলে
দাঁড়িয়ে আছি একটি ছোট প্রাণী?—
আকাশ জুড়ে' বিশ্ব জুড়ে' যে মহাপ্রাণ চলে
তার পাশে এ আমিই কতখানি!—

একটু নিশাস, একটু ভাষা, একটু চলাচলি,
একটুখানি মিটমিটিয়ে চাওয়া,
তারপরেতে চূর্ণ হয়ে শূন্যে মিশাই ঢলি'
এমন আমার স্পর্দ্ধা, বেগে ধাওয়া !

চক্ষু মুদে বুঝছি যখন নিবিড় গভীরতা
বুকের গতি আসছে মম থেমে,
এই আমি কি হাসি খেলি, হর্ষে কহি কথা ?—
তলিয়ে যে যাই যাচ্ছি কোথা নেমে।
দানব অসীম, রুদ্র অসীম প্রবল বেগে ঘিরে,—
আপনোকে আজ হারাই পারাবারে,
কোন্ সাহসে বড়াই করি, বেড়াই উঁচু শিরে,
এই ত আমি তুচ্ছ একেবারে !

নই কিছু নই বিশ্বে অসীম, ধার-করা এ প্রাণ
একটু পেয়ে চল্‌ছি নেচে হেসে,
আজ নির্জনে শক্তিশালী বিশ্ব-প্রাণের বান
গর্জ্জে আসে, স্পর্দ্ধা গেল ভেসে !
চৌদিকে মোর সাগর সম প্রাণের অভিযান
ঘিরে' ঘিরে' আঁক্‌ড়ে যেন ধরে—
ভাসিয়ে নিল, ভাঙল বুঝি, দিচ্ছে ঘন টান,
কাঁপ্‌ছে হৃদি, অঙ্গ থরথরে !

কলিকাতা

২রা ভাদ্র ১৩২৭

গরীবের দাবী

দীন সে কেন ধনীর দ্বারে
বল্‌বে কেঁদে—দাও ?
কোন্‌ সাহসে বল্‌বে ধনী—
'বেরোও, ভাগো, যাও !'
এক ধরাতে জন্মেছে সে,
যেম্নি আলো, হাওয়া,
অন্ন এবং অর্থও যে
তেম্নি তারি পাওয়া।
ফাঁকি দিয়ে লক্ষ জনে
ধনী জমায় ধন,
দুঃখী কণা চাইতে এলে
করে প্রবঞ্চন !
পরের মুখের অন্ন কেড়ে
ধনীর জারিজুরি,
পরের ঘরে সিঁদ কেটে সে
কর্‌ছে বাহাদুরি !

ভিক্ষুক যে নয়ত হেয়,
সেও ত খাঁটি প্রাণ ;
ঘৃণায় তারে গর্ব্বী ধনী
কর্‌বে অপমান ?
ধনী, তোর ঐ অর্থ 'পরে
দুখীর আছে জোর,
লুটিস্‌ কেবল জমিয়ে রাখিস্‌,
কিসের দাবী তোর ?
দয়া কিসের, দান বা কিসের ?—
পাওনা দিবি যে !—
দুঃখী এল তোর দ্বারেতে,
ভাগ্য মেনে নে !
সে এল না চাইতে কিছু

এল সে তার নিতে ;
তাড়িয়ে দিবি কোন্ সাহসে
হবেই তোরে দিতে !

ধনী রে, তুই বড় কিসের ?
ছোট বলিস্ কারে ?
দীনের পরাণ নয় মহীয়ান্ ?-
জিন্‌তে তোরে পারে।
ভিখারী সে দেব্‌তা এল—
আস্‌ছে দ্বারে যেবা,
অন্যায়ে তোর জমানো ধন
কর্ ন্যায়েতে সেবা !
প্রবল ধনী, লুট্‌লি প্রচুর,
কর্‌লি প্রবঞ্চনা ;
চুরির সুখে লজ্জা নাহি ?—
দেখাস্ বীরপণা !

মার্ ধনীকে, চুরির মালে
লুট্ করে দে ফেলে,
লক্ষ পেটের অন্ন যাহা
লক্ষে দে তা ঢেলে'।
নেইক ধনী, সবাই সমান,
ধনীরে কর দীন,
বিলিয়ে দিয়ে অর্থ তারি
চুকিয়ে দে সব ঋণ।
দুঃখী যেবা হীন কেন সে ?-
দাঁড়াবে সে বলী,
যেথায় রবে গর্ব্বী ধনী
যাবে রে তায় দলি'।

কলিকাতা

১১ই ভাদ্র ১৩২৭

দেশের ডাক

আজ্‌কে আমার ক্ষুদ্র প্রাণে কে দিয়েছে ডাক,
কোন পূজারই অনুষ্ঠানে বাজিয়ে ঘন শাঁখ !
ওরে বেদন-আহ্বানে
দুখের ঘায়ে ব্যথার বানে পরাণ যে টানে !
যাই রে ছুটে যাই,—
ক্লিষ্ট শত পরাণ বলে—চাই রে তোরে চাই।

লক্ষ জনের কষ্ট-ব্যথা আজ ভরেছে বুক,
আমার বিপুল দেশের জনের বিপুল মহা দুখ ;
ওরে কাঁদ্‌ছে ভিখারী,
কাঁদ্‌ছে গরীব সহায়হীনে বক্ষ বিদারি' ;
পিষ্ট কাঁদে ওই,—
কে যাবে রে তুল্‌তে বুকে, বীর কোথা রে কই ?

ভবনহীনার কাতর আঁখি, ক্ষুব্ধ জনার শ্বাস,
মলিন মুখের মৌন ব্যথা নিভিয়েছে রে হাস,
ওরে কাঁদিয়ে দিয়েছে,
বুকের শিরা-উপশিরায় আগুন জেব্লেছে !
আর পারি না আর,—
আমায় ডাকে লক্ষ বেদন, নীরব থাকা ভার !

কোথায় আজি হাসির মধু, প্রীতির মাধুরী ?—
নয়ন-আসার বেদন-পাবক উঠ্‌ছে বিচ্ছুরি',
ওরে হর্ষ কোথা রে,
লক্ষ মলিন মুখের 'পরে পিশাচ আঁকা রে !
কাঁদন ও হতাশ—
দেশের দিশি ম্লান করেছে, ক্ষুব্ধ রে আকাশ।

বেদন ব্যথা দুঃখ শোকে আজ ঘিরেছে দেশ,
তারা সবাই আমায় ঘিরে' বিরাট রচে ক্লেশ ;

ওরে দিচ্ছে ঘন ডাক,
দুখের নিবিড় ব্যথার বুকে বাজায় যেন শাঁখ;
যাই রে ছুটে যাই
দুখের পূজায় পীড়ার সেবার পরাণ-বলি চাই

কলিকাতা — ১৪ই কার্ত্তিক ১৩২৭

শ্রাবণ-বরণ

চড়বড়'
ঝরঝরি'
বারিধারা ছুটে আয়'
ছুটে আয়
ধীর বায়
হৃদয়ের কিনারায়,
মাঠে মাঠে
ঘাটে বাটে
গাছে গাছে অফুরাণ
পাতে পাতে
ছাতে মাথে
আরো কাছে জুড়ে প্রাণ
গমগম
ঝমঝম
মুখরিয়া ধরাখান ;
অমা নিশা
হারা দিশা,
শুধু তুই গা রে গান।
জানালায়
আঁখি চায়—
সাথে তোর বিদ্যুৎ,—
ভিজা পাতা
নাড়ে মাথা

চিক্ চিক্ অদ্ভুত।
শ্রাবণের
প্লাবনের
মাতামাতি আয় আজ,
বনে বনে
আলাপনে
ঘোর ঘটা করে' বাজ্।
শত ভেকে
হেঁকে হেঁকে
তোর তালে দেয় সুর,
কল-গীতি
সুখ-প্রীতি
ধরণীর ভরপুর।
ঘরে রই,
ধারা বই
ধরা মাঝে কিছু নাই,
ঘিরে ঘিরে
ধরণীরে
বলে—নাও, আর চাই ?
চাই চাই
ডুবে যাই
কলরবে বরষার,
অনুরাগী
আমি জাগি—
কোথা কেহ নাহি আর।
বরষার
অভিসার
নেশা আনে ঢোলে মন ;-
দুটি সুখ
ভরে' বুক
মিশামিশি অনুখন।
চড়্বড়ি'.

ঝরঝরি'
বারিধারা ছুটে আয়,
ছুটে আয়
নেচে আয়
হৃদয়ের কিনারায়।

কলিকাতা ৯ই আষাঢ় ১৩২৮

পাগল বাদল

ঝলকে ঝলকে ছুটে আয়
তাপিত-হৃদয়-আঙিনায়
উছল উতল বরিষায়।

শাঙন গহন কালো মেঘ—
আকাশে নিবিড় উদবেগ,
পাগল চপল জল-বেগ।

থমকি' ঠমকি' মেঘ যায়,
আকুলি' বিজুলি ঠারে চায়,
অঝোর বিভোর বারি ধায়।

কাননে বাগানে ঘন রব,
শ্রবণ-মোহন উৎসব—
পাগল-বাদল-কলরব।

ঝরিয়া মরিয়া অবসান
সজল চপল মেঘখান,—
পথের দুধারে জলতান।

ছিঁড়েছে মেঘের জোড়া বুক-
ঝাঁকেতে নীলের হাসিমুখ,

কোথা রে আজিকে কোথা দুখ

গ্রামের আধেকে রোদ ভায়,
আধেকে আঁধার-মাখা ছায়,—
ঘরণী রূপসী দিশি চায়।

লুকানো গোপন যেন রূপ
ফাটিয়া পড়িছে অপরূপ,—
ধরায় বিরাজে যেন ভূপ।

পথের উপরে যত জল
রূপার আলোকে জ্বলজ্বল,
সিকত পাতা সে ঝলমল।

দেয়ালে পুকুরে পড়ে রোদ
আঁকড়ি' চুমিয়া লহে শোধ,
তরল তপত সুখ-বোধ।

রোদের তুলনা আজি নাই—
কাঁদন-সিকত হাসি পাই
গলিত রূপার অবগাই।

আবার আসিল মেঘ ওই
চাঁদোয়া খাটাল, রবি কই?
বাদল-সলিল থইথই।

আঁধার-জড়িমা-ঘেরা দেশ
ঘুমের কুহক ভরা বেশ,
বাদল-খেয়াল নাহি শেষ।

কলিকাতা

২০শে আষাঢ় ১৩২৮

সন্ধ্যায়

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে, জাহাজ থেকে বাঁশি
সুদূর হতে আঁধার নভে উঠ্‌ছে ভাসি' ভাসি',
বাজ্‌ছে এসে কানের 'পরে যেন ঋষির বাণী
অতীত কালের উদাত্ত-রস, কোথায় নাহি জানি
গগন-কোণে মেঘের গুরু গুমুরে' যেন ফুটে।
ক্ষান্ত কথা, দু'চার গৃহে শঙ্খ বাজে মৌনতারে টুটে!
জান্‌লা দিয়ে আকাশ দেখি—সৌম্য বিপুলতা,
তার ওপরে আঁধার ঢাকে চাদর, হিয়া নতা!
আবার বাজে বাঁশি, মনটা উদাস চল্‌ল ধীরে
আঁধার-মাখা আকাশ বেয়ে সেই সে নদীতীরে
তাল তমাল ও আম্র যেথা জড়িয়ে শিরে আঁধা
দাঁড়িয়ে আছে মৌন নিবিড় অবোধ্য এক ধাঁধা—
ধ্যাননিরত সাধুর মত; পাতার ফাঁকে ফাঁকে
ডালের ফাঁকে আঁধার যেথা জড়িয়ে পাকে পাকে
উঠ্‌ছে কেঁপে যেম্‌নি বাজে বাঁশির গুরু ভাষা।
ঐ বাঁশিরই গভীর সুরে প্রাণটা নিয়ে ভাসা!
আজ মনে হয়—চলি উধাও চলি রে বুক মেলে
জড়িয়ে গাছে পাতায় বাড়ী আকাশ পানে ঠেলে
আঁধার ভেদি' উঠি রে আজ, বাঁশির সুর সাথে
আকাশটারে আঁকড়ে আপন বক্ষ-সীমানাতে
ছড়িয়ে যাব, মিশিয়ে যাব আঁধারে ক্ষীণ হয়ে;
কাঁপন তবু থাম্‌বে না ক, ঢেউ সে রয়ে রয়ে
উঠ্‌বে দুলে; বুকের রণন আকাশ-সীমা ব্যেপে'
আজ্‌কে রাতের গতির সাথে উঠ্‌বে কেঁপে কেঁপে
জাগ্‌বে অটুট। আকাশ-বুকে আজ এ মেশামিশি
এই যে সাঁঝের বিপুলতায় ছড়াই দিশি দিশি—
কোন্ জনমের কোন্ বাঁধনের প্রীতির ডাকাডাকি
আজকে এটা? এই যে পরাণ হর্ষে থাকি' থাকি'
মিশ্‌তে ছোটে, নেশায় মাতে,—এ যেন আজ চাই
কোন্ এক পরিচিত আবাস, আত্মীয় প্রাণ পাই

কোন্ অতীতের। নিখিলটাকে জড়িয়ে নিয়ে বুকে
পাওয়া বলে পরম পাওয়া, পাওয়া পরম সুখে।
আজ মনে হয় ভালবাসি, বড়ই ভালবাসি
আকাশ আঁধার নদীটিরে গাছ ও পাতার রাশি,
ধরায়, কুটির শত। আজ নিখিলে নেইকো কিছু
যাহা আমার ভালবাসায় আছে পড়ে' পিছু ;—
নিচ্ছি সবায়—তারার আলোয়, নিবিড় বটে, মাঠে
নদীতীরের ক্ষীণ সে দীপের শিখা, সরু বাটে।
আজ ছড়ায়ে আঁধার হয়ে আঁক্‌ড়ে নিখিলটাকে
দিচ্ছি খালি চুমা, আকুল চুমা। সে আমারে রাখে
বক্ষে তারি চেপে' !—আজি বিশ্ব আমার, আমার ধরা,
যা-কিছু প্রাণ আছে আমার, আমার প্রাণ-হরা।

কোন্ প্রীতিমান আমায় এত বেসেছিল ভালো ?—
তার বদলে নিখিলব্যাপী আলো এবং কালো
সবায় লভি বুকে। বুঝ্‌ছি যেন আমায় ভালবাসে
এই আঁধার এই আকাশ এমন মৃদুল বায়ুশ্বাসে।
আমি তাদের তারা আমার,—একই প্রাণে মনে,
আজকে তাদের অন্তরে মোর রাখ্‌ব সযতনে।

হায় রে পরাণ, ছেড়ে কবে আকাশ-ঘরের সুখে
অসীম হতে ছিঁড়ে এলি এই সসীম বুকে ?
বাঁশির ডাকে সসীম বাঁধা ভেঙে কারা টুটে'
বিশ্ব আশে চল্‌লি আজি বাহির পানে ছুটে !
আজকে বুঝি ঠিক আমি নগণ্য এক দীন,
ক্ষুদ্র নহি হেলায়-ফেলা সবার পিছে হীন।—
অসীম-পিতার দুলাল আমি, তনয় তারি প্রিয়,
তাই ত এমন বাঁশির ডাকে অনির্বচনীয়
পরিচয় এ বিশ্ব সাথে, চিরদিনের চেনার সাথে।
হায় রে পরাণ, কোথায় ছিলি আপন বেদনাতে !
বিশ্বব্যাপী আপন ঘরে আজকে চিনে' এলি
অন্তবিহীন বিভব, চিরবাঞ্ছিতেরে পেলি !

আলিঙ্গনে আত্মীয়েরে বাঁধরে দিয়ে স্নেহ,
বিশ্বে আজি সত্য রে তুই সত্য অসীম গেহ।

কলিকাতা

২০শে শ্রাবণ ১৩২৮

বন্দী বীর

(দ্বীপান্তরিত দেশ-নেতা)

সময়—প্রভাত

ওরে বন্দী করিল কে !
গন্ধর্বী আমার মত্ত পরাণে বন্ধন দিল রে !
বন্ধ করেছে লৌহকারায়,—তারি পাশে দৃঢ় ভীম
প্রাচীর-পরিখা ঘেরিয়া দাঁড়ায়,—প্রাণ করে ঝিমঝিম ;
আকাশ নেহারি শান্ত শীতল নির্ব্বাক দয়াহীন,
প্রভাত-অরুণ-করুণ-ছটায় তেমনি ত দিশি লীন !
ঐ শোনা যায় সিন্ধু গর্জ্জে আছাড় পড়িছে জল—
লৌহকারায় কম্পন লাগে,—প্রাণ করে টলমল ;
ভাঙি দিব আজ লৌহকারায় চূর্ণি পরিখা-বেড়
সিন্ধুর কলকল্লোল পাশ দাঁড়াইয়ে উদ্বেল
উত্তাল চলচঞ্চল ক্ষ্যাপা প্রবল করিব প্রাণ,
উচ্চ ঊর্ম্মি দলিয়া চরণে করে' যাব অভিযান
স্বদেশে আমার স্বর্গে আমা ;—দৃঢ়তর বলীয়ান
দৃঢ়তর বীর কর্ম্মী অটল, করে' লব গরীয়ান
অবনত ম্লান দীন দেশভূমি, শক্ত-মুষ্টি-বল
শত্রুর মাথে পরখ্ করিব ; অন্যায়-কলাছল
চূর্ণিয়া দেশ ক'রব মুক্ত ভাস্বর দিবা প্রায়,
আয় রে সিন্ধু-কলকল্লোলে আয় আয় বুকে আয়।

সময়—মধ্যাহ্ন

দুপুরে সূর্য্য প্রখর বীর্য্য ছড়ায় সকল দিক,
সিন্ধু গর্জ্জে ভীম ভীমতর দাপটি ঝাপটি,—ধিক !
ধিক ধিক মোরে আলস-বিলাসী কাজহীন অক্ষম
নিশ্চল বসি' নির্জ্জীব হেথা, হোথা পাপ নিরমম

শত্রু সাধিছে, আর্ত্ত কাঁদিছে, কে মুছাবে আঁখিজল,
কে বলিবে—"ভাই, কোন ভয় নাই, নহি নহি দুর্ব্বল,
এই আমি আছি চলে এস কাজী বর্ম্ম কৃপাণ কই,
দুর্জ্জয়-জয়-বাসনা বক্ষে, দীন নহি ক্ষীণ নই।"
করুণ-নয়নে দেখি—অন্যায়ী তুলি উদ্ধত হাত
নির্ব্বাক দেশসেবীর মাথায় করিছে অস্ত্রাঘাত,
ভূমে ঝরে' পড়ে উৎস সমান বীরের শোণিত-ধার—
সে শোণিত-টীকা ললাটে পরিয়ে দৃপ্ত দুর্নিবার
কে যেন জাগিল গর্জ্জি' জাগাল লক্ষ ত্রস্ত প্রাণ,
নৃত্যে মাতিয়া মৃত্যু বরিছে, কাটি করে খান খান
অত্যাচারীর দম্ভপূরিত গর্ব্বিত শত শির,
নির্দ্দোষ শত ভ্রাতারে বাঁচায়,—বীর বটে সে যে বীর।
ঐ ঐ পথে চলে যে দুখিনী ক্ষীণ শিশু বুকে রয়,
শত্রুর গোলা তাহারে গ্রাসিতে ছুটে আসে দুর্জ্জয়—
এই এই আমি, আমি লব গোলা বক্ষ পাতিয়া আজ
ও দীনা নারীরে রক্ষা করিতে হাসিয়া বরিব বাজ।
যাই যাই!—একি চরণে টানে যে লোহের শৃঙ্খল,
কারার দুয়ারে হাত নাহি যায়, একি যন্ত্রণা বলু!
ছিঁড়িব বলয়, মুক্ত চরণে দুয়ারে করিব ঘাত,
সাঁতারি' সিন্ধু ভেদিয়া চলিব নিমেষে হতে না রাত,
বীরের মতন ছুটিয়া যাইব আর্ত্ত ভ্রাতার মাঝ,
দেখিয়া সঘনে গাবে উল্লাসে বলিবে যে—"সাজ সাজ।"
আমি ফুকারিয়া আকাশ ফাঁড়িয়া বলিব রে—"জয় জয়,
জয় জয় জয়ী হে দেশতনয়, জন্মভূমির জয়।"
শীত-কুণ্ঠিত বৃক্ষপত্র প্রভাতে তুলে সে শির—
তেমনি গর্ব্বে উঠিবে জাগিয়া ম্লান অনুচর বীর;
মৃত্যু দলিয়া নৃত্য করিব,—শত্রুর অবসান,
নাহিক গোপন, অরুণ-কিরণ সমান দীপ্তিমান
আঁধার বিতাড়ি নির্ম্মল পূত করিব জননী দেশ,
না রবে ভ্রূকুটি পীড়নের নীতি, নাহি নাহি রবে ক্লেশ।
প্রখর রৌদ্র পড়িয়াছে ঐ কারার প্রাচীর গায়,
তাহারি ওপাশে সিন্ধু উছসে বলে যেন—'আয় আয়,'

যাই যাই আমি গর্জ্জন ডাকে, নর্ত্তন দেয় দোল,
হে পিতা সিন্ধু, রুদ্র দীক্ষা দাও দাও মোরে কোল,
পিতার সমান লালিয়া পালিয়া দাও মোরে বল দাও,
ঊর্ম্মি-বাহুতে লুফিয়া লুফিয়া লয়ে যাও লয়ে যাও ;
দুর্দ্দম দাও শক্তি প্রচুর উদ্দাম-গতিমান,
তুমি যে সিন্ধু মুক ধরণীর জাগ্রত চল প্রাণ।
অসহ রৌদ্র তাহাতে রুদ্র সিন্ধুর গরজন,
আমি যে বন্ধ !—দুঃসহ ক্লেশ !—ভাঙ ভাঙ বন্ধন।
সূর্য্য প্রখর তূর্য্য বাজাও হে জীবন-সোম-রস,
সিন্ধু মহান মাতাল-পরাণ, কর মোরে নিরলস।

সময়—সন্ধ্যা

দিবা শেষ হয় আজি হল ছয় দিবস হেথায় আমি—
রুদ্ধ পরাণ বক্ষ-খাঁচায় আছড়িছে দিবা যামি' ;
এই যে আজিকে কারার উপরে একটি দিবস মরে
কর্ম্মবিহীন অলস নীরব,—কে জানে রে দেশ-ঘরে
এই দিবসের প্রতি নিমেষেই উঠেছে আর্ত্তস্বরে—
অত্যাচারীর গোপন অস্ত্র পড়িয়াছে ভূমি 'পর
নির্দ্দোষ মম ভ্রাতাভগিনীরে অন্যায়-রোধী ধীর,
হায় রে অলস বাহুযুগ মোর, ভাঙ কারা চৌচির।
হয়ত একটি নির্ভীক ভ্রাতা আজিকে সারাটি দিন
রক্ষিতে শত নির্দ্দোষ প্রাণ যুঝিয়াছে শ্রমহীন,
শেষে সে পড়েছে বৃক্ষ সমান বৈশাখ-ঝটিকায়,
কে তাহার স্থানে দাঁড়াতে আছে রে,—ধিক্ ধিক্ হায় হায় !
মনে পড়ে আজ সন্ধ্যা এমনি ঘিরে ঘিরে আসে দিক—
দশ জন মোরা সাগর-বেলায় দাঁড়াইয়ে অনিমিখ
ক্ষুব্ধ পিষ্ট ক্লিষ্ট দেশের মুক্ত করিতে দুখ
করেছিনু পণ,—আশা ও হর্ষ ভরে' ভরে' তুলে বুক
সে-দিনের নেশা করে' দিয়েছিল জননীর শুভাশিস্
পূত মঙ্গল পূজার নিমেষ ; দেখেছিনু দিশেদিশ্
পুণ্য আলোক হৃদয়াভিরাম ; সেই দিন হতে সেই
দলে দলে বীর-মন্ত্রে যুবক আসিল শঙ্কা নেই,
কারার শঙ্কা মরার শঙ্কা কেটে গেল নির্ভীক

লক্ষ তনয় দুঃখী মাতার জয়-গানে ভরে' দিক
যাত্রা করিল দৃপ্ত সতেজ পরিয়া বর্ম্মসাজ ;
আজি কি সকলি বিফল ভাগ্য নিহত, বিশ্বরাজ ?
কে বলে বিফল কে বলে নিহত !—আজো রই আমি বেঁচে,
আজো বাহু মোর শক্ত সুদৃঢ়, লব কি মরণ যেচে ?
আকাশের পানে দেখি রে চাহিয়া নেমে গেছে কূল পানে,—
ঐ ঐ দিকে স্বদেশ আমার ঐখানে ঐখানে ;
ঐখানে যেথা দেখেছি সে-দিন ঝাপ্‌সা ধোঁয়ায় ঢাকা
স্বদেশ-স্বর্গ জাগিছে আমার স্নেহ-প্রেম দিয়ে মাখা ।
ব্যথিতা পীড়িতা ক্রন্দন-নতা জননী স্বদেশ মোর
বেদনা তোমার সিন্ধু-বাতাসে ছুটিয়া লাগায় ঘোর ।
ঐ ধোঁয়া মাঝে সুদূরে বেলায় শান্ত-আকাশ-তলে
স্বদেশে আমার কিবা সে বেদনা অবিরাম ছলছলে !—
আর্ত্তের উঠে ক্রন্দন-রোল, দুঃখীর দুখতাপ,
নির্দ্দোষ ক্ষত হৃদয় হইতে কত না সে পরিতাপ,
কত অন্যায় কত অবিচার অত্যাচারের ঘায়
বিহ্বল দেশতনয় কাতরে অন্তরে মোরে চায় ।
প্রাণ কাতরায় যায় দিবা যায় ষষ্ঠ দিবস শেষ,
প্রভাতের আশা নিভে যায় যে রে ভাঙি কিসে এই ক্লেশ ?

সময়—রাত্রি

নিদ্রা ?—ঘুমাতে করে না লজ্জা ?—কি শান্তি নিয়ে শুস,
অন্তর-জ্বালা কিসে জুড়াইলি, দেশত্যাগী কাপুরুষ ?
রাত্রি শীতল ঢালিছে উতল শান্তি—পাষাণ-চাপ
এ যে মোর বুকে বাজিছে বিষম—নির্দ্দয় অভিশাপ ।
মুগ্ধ সিন্ধু, প্রহরী ঘুমায়, স্তব্ধ সকল রব,
মোর অন্তরে জ্বলিছে আগুন, করিতেছে কলরব
বিফল আহত শতেক বাসনা, দুর্দ্দম মনোবেগ
গর্জ্জনরত বজ্রগর্ভ যেন বৈশাখ মেঘ
ফাঁড়ি' মৌনতা ছাড়ি হুঙ্কার ভেঙে দিতে চায় ঘুম,
শান্তি-দাত্রী নিথর রাত্রি মরুক্ সে নিঝ্ঝুম্ ।
শান্তি কে চায় কে চায় নিদ্রা রাত্রি কে চায় বল্,
চাহি চঞ্চল চপল দিবস কর্ম্ম-মুখর পল,

উচ্ছ্বাসময় সিন্ধু আরাব উল্লাসময় তান,
শান্তিঘাতিনী সর্ব্বনাশের কৃপাণ-নিষ্ঠ প্রাণ।
মৌনতা টুটি' উঠুক্ রে ফুটি দুর্দ্দম মম আশ,
উতল করুক নিথর রাত্রি দুরাশারি উল্লাস।
শ্রবণে যে আসে মর্ম্মপীড়িত বিধবার ব্যথাসুর,
পুত্রবিহীন-জনক-জননী-ক্রন্দনে পরিপূর
স্বদেশ আমার, জাগিছে বেদন ঝরিতেছে আঁখি নীর ;—
আমি যে ভর্ত্তা আমি যে পুত্র শত দুখী-দুখিনীর।
পাষাণ রাত্রি মৃত্যু-ধাত্রী, এত ব্যথা উচ্ছল
বক্ষে পুষিয়া নির্ব্বাক রহ ব্যথাহীন অচপল,
ও বুকে তোমার বাজে না বেদনা ? মর্ম্মের শোক-বাণ
তোমারে বিঁধিয়া অস্থির করি' তুলিবে না গতিমান ?
দেশের লক্ষ দুখীর বেদনা আমার মরম-শোক
ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া টুটিয়া তোমারে উঠুক্ আকাশ-লোক ;—
কোন্ কোণে আছে কোথায় গোপনে বলি যারে ঈশ্বর
বাক্‌হীন মূক অন্যায়পোষী,—মঙ্গল-ভাস্বর ?—
যদি কোথা থাকে যদি বা সে থাকে যদি কোন নিরালায়
নাড়িয়া ঝাঁকিয়া বলুক্ আমার দুঃসহ ব্যথা তায়—
সে নহে পুরুষ নহে ধার্ম্মিক অন্যায়-নিবারক
নহে ব্যথাহারী পুণ্য-বিকাশ পিষ্টের রক্ষক ;
ভীরু কাপুরুষ হৃদয়বিহীন অক্ষম দুর্ব্বল
অত্যাচারীর গুপ্ত পোষক নিতি ভীতি-চঞ্চল।
যদি সে ধর্ম্মী জ্বলিয়া উঠুক্ পুণ্য-পাবক তার
অধর্ম্ম আর অন্যায় দহি' করে' দিক্ ছারখার ;
ধরুক্ মূর্ত্তি করাল ভীষণ পাপনাশী শঙ্কর
তাথই-তাথই নাচিয়া নাশুক্ অন্যায় ভুমি 'পর।
আমি বিদ্রোহী দাপটি ঝাপটি শান্তি করিব শেষ,
হইব বিজয়ী জিনিয়া মৃত্যু, নাহি ঘুম সুখ-লেশ।
— ঐ আছড়িল সিন্ধু-উর্ম্মি—রাত্রির কাঁপে বুক,
কাঁপে বুক কাঁপে অন্তর মোর আছড়িছে সেথা দুখ।
লৌহকারায় লৌহ আঙ্গুলে শাসিয়া বলিছে—"হায়,
বৃথা রে চপল তব আলোড়ন, বৃথা নাচা দুরাশায়।

শোণিত শুষিয়া চুষিয়া মাংস পিষিয়া অস্থিচয়
বাসনা তোমার আশা-উচ্ছ্বাস করে' দেব সবি লয়।"
তার চেয়ে আজি রাত্রির বুকে মাগি চির অবসান
মাগি রে মৌন মৃত্যুর মাঝে হইতে মজ্জমান।
কিন্তু মরিতে বিষম বেদনা!—নাহি রে মরিতে সাধ,
রাত্রির বুকে লুকাইয়া থাকি' ঘটাইব পরমাদ।
রাত্রির মৃত্যু-নিবিড় কালিমা ভেদিয়া সূর্য্য বীর
যথা বাহিরায় শক্তি-পাবক দুর্জ্জয় অস্থির,
তেমনি বিষম ভীম দুর্দ্দম উন্মুখ মম প্রাণ,
এ প্রাণ লইয়া সুপ্তি মথিয়া করিব রে অভিযান।

কলিকাতা — ৪ঠা ফাল্গুন ১৩২৮

স্বাধীন

বক্ষ ভরি' সাগর সম উচ্ছ্বাস' উঠে প্রাণ
ওরে ডেকেছে যেন বান,
ডেকেছে যেন বান ওরে এসেছে কার বাণী—
হৃদয়- ভতে নাড়িয়া মোরে করিছে টানাটানি;
দেশের তরে বিসর্জ্জিত লক্ষ ত্যাগী বীর
অমর স্বাধীনতার স্বর্গ হইতে তুলি শির
দিয়েছে মোরে ডাক ওরে শক্তি করে দান,
বলিছে আজি—দাঁড়া রে দুখী দৃপ্ত বলবান;
তাদের শিরে কিরীট হেরি—ঝলিছে রবি তায়—
শতেক শির সকল ছাপি' আকাশ চুমে ভায়,
নয়নে তারা জগৎ-আঁখি রবির মত চায়—
সে দ্যুতি মম পরাণ 'পরে বিভাসি' উজলায়;
সুপ্তি ভাঙে মুক্তি ঢালে জীবনে জাগে বল,
বাঁধনহারা শাসন-হারা করে রে চঞ্চল।
নয়ন মুদে হৃদয়ে দেখি—শতেক ত্যাগী প্রাণ
বন্দী নেপোলিয়ান্ সেথা গুমরে অফুরাণ,
উত্তলি' সেথা আলোড়ি' উঠে 'জোয়ান'-অভিযান,

শিখের গুরু গোবিন্দের স্বাধীন অভিমান,
নাচিয়া ফেরে পাহাড়বাসী তাড়িত শিবাজী,
সৈন্যহীন পুত্রহীন প্রতাপ রাণাজী,
দুর্গাদাস ও প্রতাপাদিত্য দিতেছে ঘন দোল,
ম্যাক্‌সুইনী উপাস-ব্রতী করিছে উতরোল।
জগতে যত বিগত-প্রাণ স্বদেশসেবী বীর
হৃদয়ে মম বিছুরি' আলো তুলিছে উ'চু শির;
সূর্য্য যেন শতেক আজি হইতে শত দিক
রশ্মি-তেজে রঞ্জি' মোরে বলিছে—নির্ভীক
জাগ রে জাগ উঠ রে ফুটি অমল গরিমায়
অভয় প্রাণে অটল বলে স্বাধীন মহিমায়।
কল্লোলিয়া উঠিছে প্রাণ উদ্বেলিয়া বুক—
কেমনে আজি বাঁধিয়া রাখি বিপুল মম সুখ;—
বিপুল সুখ বিপুল প্রাণ বিপুল পারাবার
মুক্তি এ রে, বাঁধন-নিশা বিগত, নাহি আর!
অবাধ প্রাণ অগাধ প্রাণ হরষ টলমল,
একি রে আজি হৃদয় দীন শোভায় ঝলমল!
মুক্তি লভি শক্তি লভি অবাধ বেগবান,
জগতে এ যে ভাসাতে চাহে আকুল গতিমান।
আ জকে দেখি কে ছোঁয় মোরে?—বাঁধন বাধা সব
অত্যাচার শাসন আর কলহ কলরব
চরণ নীচে মুষড়ি' পড়ি' ভাঙিয়া মরি' যায়,
যাহারা মোরে পিষিতে আসে চমকি থাকি' চায়।
দ্বেষ সে আসে ভূতের মত, শত্রু হানে বাণ—
সকলি যে রে পরশি' মোরে ভূমিতে অবসান।
কারাতে বাঁধে আমার দেহ?—বাঁধন যে রে নাই,
ভারত-বুকে ছড়ায়ে শত ভ্রাতারে বুকে পাই।
দেশের ব্যথা দুখীর দুখ বাজিছে যেন শাঁখ—
হৃদয়ে ফিরি' ঘনিয়া উঠে দেবের পূত ডাক।
ব্যথা ত আজি বাধে না মোরে বেদনা করে ধীর,
দৈন্য দুখ শকতি দিয়ে করিছে জয়ী বীর।
হৃদয় মম অপার যেন আকাশ হেরি আজ—

নীরদ তারে পীড়িতে নারে দহে না তারে বাজ,
দেশে সে ঢালে মুক্তি-আলো, দেশের সীমা পার
বিশ্বে সে যে জড়ায়ে ধরি' করিছে একাকার !
অত্যাচারী লোহিত চোখে অস্ত্র নিয়ে ধায়—
আঘাত করে, পরাণ মম অটল রহে তায় ;
দহিতে আসে হিংসা-শিখা আগুন-অভিশাপ,
নেহারি মোরে মুষড়ি' মরে কলুষ শত পাপ,
অস্ত্র বাজে ঝনান ঝিনি শ্রবণে করে ঘাত,
হৃদয় রহে শঙ্কাহীন অতীত-উৎপাত।
মেরেছে যেবা করেছে ঘৃণা শত্রু যেবা ঘোর
মিত্র সম তাহারে বাঁধে আমার প্রীতি-ডোর।
কারাতে মোরে বাঁধন দিলে কোথা রে দুখ ক্লেশ,
বিরাট প্রাণে পড়ে না দাগা, মুক্ত হৃদি-দেশ।
মুক্ত আমি ব্যাপ্ত আমি অতীত-দুখ শোক
অতীত-দ্বেষ কলহ-ঘৃণা, মহিমাময় লোক
পরশি' মোরে মহৎ করে দীপ্ত গরীয়ান,
বক্ষে ঢালে অটুট বল প্রবল অফুরাণ।
হিংসাপোষী দুর্ব্বল যে করি না তারে ঘাত,
মত্ত-মদ-গর্ব্বভরা শত্রুটারি মাথ
ঢালিতে পারি আশিস্ আমি, হত্যাপ্রিয় যেই
তাহারে আজি ক্ষমিতে পারি, নাহি রে দ্বেষ নেই।
যে আছে মম বিরোধী, তার বিরোধে বলি—আয়,
হৃদয়ে এসে হয়ে যা শুচি অমল গরিমার।
বীর রে আমি বরিতে পারি অস্ত্র-শত-ঘায়,
আঘাত সয়ে আঘাত জিনি, শত্রু পড়ে পায়,
হিংসা জিনি মৃত্যু জিনি কলহ ব্যভিচার
মুক্ত প্রেমানন্দ আমি ক্ষমার অবতার।
দুঃখ আসে ঘিরিয়া মোরে দৈন্য পরিতাপ,
আসিছে ভাঙা কুটির হতে বেদন-জরা তাপ,
জীর্ণ ক্ষীণ ক্লিষ্ট শত পিষ্ট প্রাণ দীন,
গর্ব্বী-ঘায়ে আনত কত অত্যাচারে হীন—
আসিছে সবে হৃদয় মাঝে তুলিছে ক্রন্দন,

জড়ায় মোরে আঁকড়ে মোরে সে শত বন্ধন।
সে দুখ-ডোরে জড়ায়ে আজি অসীম সুখ পাই—
বেদন-ব্যথা অমৃত যেন, তাহাতে অবগাই,
ডুবি রে আজি উদার দুখ গভীর দুখ মাঝ
মুক্ত-দুখ-সিন্ধুখানি সাঁতারি চলি আজ,
সাঁতারি' উঠি স্বর্ণময়-আলোক-ঘেরা দেশ
হর্ষ ভূমানন্দ সেথা, নাহি রে ব্যথা ক্লেশ।
আঘাত ছাপি' শক্তি লভি দুঃখ ছাপি' সুখ—
মুক্ত আমি নহি রে বাঁধা বিশাল মম বুক।
আজিকে প্রাণ ছড়ায়ে চলে, ধরণী আঁকড়ায়—
ধরণী ব্যেপে' আকাশে সে যে বাহুতে নিতে চায়;
সে প্রাণ 'পরে দেখি রে যেন লক্ষ নারী-নর
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লয়ে ফিরিছে পরে পর,—
তাদের হাসি তাদের ভাষা তাদের চলাচল
আমারি শিরা-শোণিত মাঝে করিছে কলকল।
মুক্ত আমি ব্যাপ্ত আমি আমাতে আমি নাই,
সকল সীমা অতীত হয়ে অসীম হয়ে যাই।
অসীম আমি বিপুল আমি বিশাল পারাবার,
যা কিছু বাঁধে ভাসায়ে চলি মিলায়ে পারাপার।
মুক্তি আমি শক্তি আমি দীপ্তি আমি ক্ষেম;
আমি রে ক্ষমা হর্ষ আমি আমি রে মহা প্রেম।

কলিকাতা — ৮ই চৈত্র ১৩২৮

মুক্তিকামী

এ দুঃখ বেদন ওগো এ তাপ ক্রন্দন
এ মর্ম্ম-যাতনা আর অসহ্য বন্ধন
কবে হবে শেষ ? কবে হব দৃপ্ত-প্রাণ
মুক্ত-দুখ মুক্ত-তাপ মুক্ত-অপমান ?
দাসত্বের ক্রন্দনের ভারাক্রান্ত বায়ু
নিশিদিন পলে পলে খিন্ন করি' আয়ু
করিছে নির্জ্জীব ; অবহেলা-অবজ্ঞায়
মর্ম্ম পীড়ে অশ্রু বহে প্রাণ কাতরায় !
নিশিদিন দাসত্বপীড়িত দেহ মাঝে
যে ক্রন্দন যে বেদন আলোড়িয়া বাজে—
কার বক্ষে গিয়া সে রে জ্বালাবে পাবক,
কোথায় দেবতা—ন্যায় ধর্ম্মের সাধক ?
প্রাণ যায় মুক্তি চায় কে ঘুচাবে ক্লেশ
মুক্তির আনন্দ-তালে হিল্লোলিয়া দেশ ?

কলিকাতা
২৯শে চৈত্র ১৩২৮

সত্যেন্দ্র-তর্পণ

(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে)

আজি সূর্য্য মেঘে-ঢাকা, দিবস ঘনিমা-মাখা, অন্ধকার ঘিরেছে ভুবন
এ স্নিগ্ধ বাদল-দিনে পুলক-পূরিত মনে কাব্য-ছবি করিতে অংকন ;
যত মেঘে ভিড় করে, যত বারি ঝরঝরে, তত তোমা মনে পড়ে আজ
মনে পড়ে সৌম্য মূর্ত্তি, আঁখি-যুগ স্নিগ্ধ-কান্তি, কল্পনার ওহে পক্ষিরাজ !
বরষারি মেঘ সম ছিলে শান্ত সৌম্য কম, তারি মত করেছ বর্ষণ
অজস্র ভাবের ধারা কী শীতল জ্বালাহরা,—কী প্রশান্ত আনন্দ ভাষণ !
এ বরষা আঁধিয়ার কেঁদে মরে আরবার, কোথা তুমি দুলাল সন্তান,
এস পূর্ণ সত্য কবি, গাও গান আঁক ছবি কল্পনায় করিয়া সন্ধান।
সাহিত্য-সমাজ হতে যে কেহ কালের স্রোতে ভেসে গেছে লভিয়া মরণ
তাহারি কল্যাণ তরে ভক্তিশ্রদ্ধাভরা স্বরে তুমি নিতি করেছ তর্পণ

আজি তুমি স্বর্গলোকে, রুদ্ধ বুক তব শোকে কে তোমারে করিবে অর্চ্চন,
কে তোমার স্নিগ্ধ-গীতি উচ্ছল স্বদেশ-প্রীতি পিয়ে তোমা করিবে বন্দন ?

সমাজের অবিচার শাসকের অত্যাচার মর্ম্মে তব তুলেছে ক্রন্দন,
তাই শত কবিতায় তীব্রতম বেদনায় সে কলুষ করেছ ছেদন।
মনে পড়ে সেই দিন স্নেহলতা স্নেহহীন হয়ে যবে বরিল মরণ—
তুমিই ব্যথিত বুকে নির্দ্দয়-লেখনী মুখে ঢেলেছিলে তীব্র হুতাশন।
আজো কত স্নেহলতা নির্য্যাতন-অবনতা কত বধূ করে আর্ত্তনাদ,
তাদের হৃদয়-ক্ষত কাহারে কাঁদাবে তত, বেদনায় কে দিবে সংবাদ ?
ভণ্ডামি ও ক্ষুদ্র কথা তোমারে দিয়েছে ব্যথা, তীব্রতম দেছ প্রতিবাদ,
ন্যায়ের নির্ভীক বাণী তোমার শায়ক হানি' কত ভণ্ডে দিলে অবসাদ।
স্বদেশের অকল্যাণ যে করেছে ক্ষুদ্র-প্রাণ তুমি তারে শাসিয়া কঠোর
কর্ত্তব্য দেখায়ে দেছ সত্য পথ চিনায়েছ, হে তেজস্বী হে সত্য-বিভোর ;
ডায়ারের অপকীর্ত্তি পঞ্জাবে সে দস্যুবৃত্তি, তুমি তার দিলে পরিচয়—
ছাড় নাই খুনীটারে পলাইতে অহংকারে, শিক্ষা দিলে নির্ম্মম নির্ভয়।

মহাদ্রুম বনস্পতি যে আজ সাহিত্য-পতি পেলে তাঁর স্নেহছায়াদান,
সে রবি ভুবন-জ্যোতি, তুমি যেন নিশাপতি আহরিলে তাঁরি আলো প্রাণ ;
সে স্নেহে অন্তর ভরি' নিজ শির উচ্চ করি' নিজ শক্তি করিলে প্রকাশ,—
অফুরন্ত সে কবিত্ব অফুরন্ত মনুষ্যত্ব অফুরন্ত বিচিত্র বিকাশ !
বাজাইলে বেণু বীণা, জাগাইলে ক্ষুব্ধমনা হতাশ্বাস বাঙালী সন্তান,
কোমলে গেয়েছ গান, বজ্রের তুলেছ তান, হে কুসুম-কুলিশ-পরাণ !
উজাড়ি' আপন শক্তি ঢেলেছ সাহিত্য-ভক্তি, তবু তব মিটেনিক আশ,
দেশ-দেশান্তর ছুটে মধুপের মত লুটে আহরিলে মধু বারোমাস ;
ছন্দে তব চিত্ত নাচে, বেণু বীণা কুহু বাজে, যাদুকর মোহে যেন মন—
কভু লঘু কভু গুরু কভু বাজে দুরুদুরু মাদল মৃদঙ্গ অগণন।
অক্ষয় অক্ষয়-কীর্ত্তি তাঁরি তুমি শক্তি-পূর্ত্তি, আজি তোমা করি হে বন্দন,
হে বাংলার ভক্ত ছেলে, স্বর্গ হতে হস্ত মেলে ক্ষুদ্র পূজা কর হে গ্রহণ।

কলিকাতা ৯ই আষাঢ় ১৩২৯

অতীত ভারত

দেশের মাটি সোনা খাঁটি ধাত্রী প্রাণদাত্রী আমার,
তোমার মাঝে যে প্রাণ আছে জাগাও তারে জাগাও আবার ;-
সুপ্ত হরষ লুপ্ত বরষ জাগাও মহিমাময় দিবা
জাগাও শক্তি অবাধ মুক্তি জাগাও তব দিব্য বিভা !
কুরুক্ষেত্র হেরুক্ নেত্র হেরুক ভীষ্ম দ্রোণাজ্জুর্ন,
হেরুক শক্ত স্বদেশভক্ত যোদ্ধা প্রবল পূর্ণ-তূণ।
কাঞ্চি কোশল মদ্র কেরল ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনা,
মৎস্য মিথিল সুরাট দ্রাবিড় কান্যকুব্জ দক্ষিণা
সিন্ধু প্রয়াগ কেকয় সে প্রাগ অবন্তী ও বিদর্ভ
মল্ল কাশী পুণ্যহাসি কর্ণাট সে সুগর্ভ—
জাগুক্ তারা জাগুক সারা ভারত জুড়ে লুপ্ত দেশ
দীপ্ত স্বাধীন গৌরবলীন হরষান্বিত মুক্ত-ক্লেশ
বিজয়বিলীন দাসত্বহীন উন্নত শির সগর্ব
দৃপ্ত-চরণ উন্মাদ মন শত্রুহারা সদর্প
দিগ্বিজয়ী আত্মজয়ী ক্ষমী এবং জীবন্ত
ধর্ম্মী ন্যায়ী মুক্তিবাহী প্রাণের স্রোতে চলন্ত ;
জাগুক্ ভারত মহা ভারত ঘুচিয়ে কঠোর দাসত্ব
ঘুচিয়ে কাঁদন কলুষ-বাঁধন ঘুচিয়ে আলস জড়ত্ব !
এই যে ধূলি দেশের ধূলি আজ দলিত অবজ্ঞায়—
জানিস্ কি মন, ছিল এমন দিবস যাহা গত, হায়,
এই মাটিতে লক্ষ ভিতে উঠলে জেগে দুর্দ্দমন
লক্ষ তনয় মুর্ত্ত বিজয় লক্ষ অটল কর্ম্মী জন।
জাগরে পরাণ সুপ্ত পরাণ সেই ভারতে চল্ রে আজ
জন্মে' নব অভিনব আনন্দেতে ডুবিয়ে লাজ,
অযোধ্যাতে ইন্দ্রপ্রস্থে উজ্জয়িনী হস্তিনায়
জাগ্ আহবে ভেরীর রবে বীরের অসিঝঞ্জনায়,
ওঠ্ রে জেগে, পুণ্য যাগে রাজসূয়েতে হ' ঋত্বিক,
অশ্বমেধের অশ্ব-সাথে ঘোর পৃথিবী দিগ্বিদিক,
জন্মে' আজি অনুজ সাজি' যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাবান
ধর্ম্মী ন্যায়ীর আজ্ঞাবাহীর আনন্দেতে ভর্ পরাণ—

বিনয়-আশয় মাদ্রী-তনয় যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ
তাঁহার স্নেহ জুড়াক্ দেহ তাঁহার প্রেমে গরিষ্ঠ।

ঐ যে হেরি ঘেরি' ঘেরি' কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধাদল—
ভীষ্ম মহান্ দ্রোণ বলীয়ান কর্ণ অটল অচঞ্চল,
জন্মা' রে আজ সে যুদ্ধ মাঝ জন্মা' হয়ে ধনঞ্জয়
গাণ্ডীব হাতে কৃষ্ণ সাথে,—সর্ব্বনাশা ও দুর্জ্জয়,
শত্রু শত হউক নত, বাজুক ভেরী শঙ্খ ঢাক,
বীরোল্লাসে জয়োল্লাসে কর্ণ ভরুক্ তন্দ্রা যাক্
ভীষ্মে দ্রোণে কর্ণে রণে কাট্‌ব শ্রেষ্ঠ বীরের শির,
পৃথ্বীজয়ী আত্মজয়ী পার্থ আমি শ্রেষ্ঠ বীর,
যাই পাতালে নভস্তলে যাই বিজয়ে লক্ষ দেশ,
প্রবল বলে সকল দলে' জিনব দিশি নাইক শেষ,
অগ্নি-বাণে বরুণ-বাণে রচ্‌ব আগুন, সমুদ্র—
মৌন জগৎ স্তম্ভিতবৎ, শত্রু ভাবে—কী রুদ্র!
সরিয়ে রাখি নাগ বাসুকী ধর্‌ব ধরা গাণ্ডীবে
ইন্দ্রে শাসি' অগ্নি তুষি' করব দাহন খাণ্ডবে,
বিরাট-দেশে ছদ্মবেশে গোধন একা রক্ষিব
শতেক বীরে তীক্ষ্ণ তীরে কর্‌ব মোহে নিজ্জীব
কঠোর তপে শরীর স'পে' ঊর্দ্ধ-বাহু ঊর্দ্ধ-পদ
আত্মজোরে আন্‌ব হরে' পশুপতির পাশুপত,
লক্ষ ভেদি' শত্রু বধি' আনব জিনে' পাঞ্চালী,
সুভদ্রারে আন্‌ব হরে' শূন্যে সমর সঞ্চালি',—
অর্জ্জুন আমি যোদ্ধা যমী ক্ষিপ্ত এবং প্রশান্ত
দুষ্টনাশী ন্যায়নিবাসী স্বল্পভাষী সুকান্ত।

ভরত হয়ে রাজ্য পেয়ে ভজ্‌ব না ক সিংহাসন,
জ্যেষ্ঠ চরণ নিত্য শরণ তার পূজাতেই লিপ্ত মন।
রামের পিছে বিপদ মিছে গণ্য করে' গহন বন
দুঃখ সহি' আজ্ঞাবাহী চল্‌ব নিতি সে লক্ষ্মণ
রামের বেশে মুনির দেশে কান্তারে ও লঙ্কাতে
রাক্ষসেরে ধ্বংস করে' ঘুষ্‌ব বিজয় ডঙ্কাতে।

লুপ্ত ভারত সুপ্ত ভারত তার দেশে ও সন্তানে
জন্ম লব নিত্য নব কল্পনারি সন্ধানে,—
আনন্দে তার মুক্তিতে তার শক্তিতে তার উল্লাসে
উদ্দীপিত উজ্জীবিত জাগতে চাহি উচ্ছ্বাসে ;
হেরব নবীন হেরব স্বাধীন হেরব বিরাট মন্দ্রিত
কল্লোলিত উদ্বেলিত ভারত সাম-ঝঙ্কৃত,
কর্ম্মী ভারত ধর্ম্মী ভারত উদাত্ত ও সংযত
যোদ্ধা ভারত ন্যায়ী ভারত ত্যাগী ভারত সংহত।
মর্ম্ম দহে অশ্রু বহে—আজকে ভারত লাঞ্ছিত,
মুক্ত ভারত দৃপ্ত ভারত আজকে শাসক-শঙ্কিত !
মুক্তি-ব্যাকুল পরাণ আকুল এই ভারতে তৃপ্ত নয়,
যায় সে ভেসে মুক্ত দেশে লুপ্ত ভারত-বক্ষময়।

কলিকাতা ৫ই শ্রাবণ ১৩২৯

রামায়ণ ও মহাভারত

ভারতের শৌর্য বীর্য্য শকতি মহান্
উত্তাল-জীবন-লীলা মত্ত বেগবান,
উচ্ছ্বসিত-প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-অভিনয়,
মুক্তির আনন্দ আর সাহস দুর্জ্জয়
দুই কাব্য-মহাদ্রুম রচেছে—অপার
বিশাল বিপুল সৌম্য যোজন-বিস্তার
স্নিগ্ধচ্ছায় পল্লবিত শ্যামল তরুণ
উদ্দাম দুর্ব্বার দীপ্ত উদার করুণ
নিদাঘ-তাপিত লক্ষ-মানব আশ্রয়,
লক্ষ-শাখা-বাহু মেলি' রচেছে আলয়।
ক্লিষ্ট আতুরের ; পত্রে পত্রে মর্ম্মরিয়া
উঠিছে আনন্দ-ভাষে আজো কল্লোলিয়া
বিগত-ভারত-প্রাণ, বিজয়-বারতা,
সমর-দুন্দুভি শত, স্নেহ-প্রেম-কথা !
বিপুল অযোধ্যা রাজ্য হরষে উতল

শ্রীরামের অভিষেক, ক্রন্দন-বিহ্বল
ক্ষণ পরে, বনযাত্রী রামের সংবাদ—
গৃহে গৃহে, বৃদ্ধ-রাজ-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ !
নিবিড় কান্তার, কলকল গোদাবরী
কল্লোলিয়া চলিয়াছে দিবস-শর্ব্বরী
সঙ্গীত-মুখরা, তারি শ্যাম তীরে ভাসে
মঞ্জুল গুঞ্জনে আর সকৌতুক হাসে
রাম-সীতা-প্রেম-আলাপন, দূরে ধীর
ভ্রাতৃহিতপরায়ণ সে লক্ষ্মণ বীর
বিনয়-আশয়। অশোক কানন হেরি—
বিকটদশনা রুষ্টা চেড়ীবৃন্দে ঘেরি'
ক্রন্দন-বিধুরা সীতা, জুড়ায়ে শ্রবণ
সাগর লঙ্ঘিত হনুমানের ভাষণ
তাঁরি কাছে আকাঙ্ক্ষিত রামের কুশল।
সেতুবন্ধ সাগরের মত্ত কলকল।
স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী সংগ্রামে মুখর,
সিংহাসনে দশানন ব্যথিত কাতর,
হত পরিজন, হত পুত্র মেঘনাদ,
শোকমৌন সভারে আলোড়ি' উঠে নাদ
"জয় রাম।" অযোধ্যার দ্বারে প্রত্যাগত
বনবাসী রামচন্দ্র, আনন্দ-নিরত
লক্ষ-নর-নারী-কণ্ঠে উঠে সম্বর্দ্ধন ;
হোথায় গোপন কোণে বৃশ্চিক-বেদন
অন্তরে চাপিয়া কাঁদে কৈকেয়ী মহিষী—
অনুতাপে জর্জ্জরিতা পিষ্টা দিবানিশি
আত্ম-গ্লানিভারে, নহে আগুয়ান
সাহসে হেরিতে নারে রামের বয়ান।
শান্ত সাম-মুখরিত সৌম্য তপোবন
বাল্মীকির, তারি মাঝে সীতার ক্রন্দন—
আশ্রয়বিহীনা ত্যক্তা স্বামী-অনাদৃতা
তবু রামপরায়ণা ! আবার আনীতা
রামচন্দ্র-সভাতলে পরীক্ষার তরে,

অভিমান-উদ্বেলিতা সরমেরে দলে'
পরীক্ষা ধিক্কারি' কাঁদি' ডাকিছে জননী-
"লজ্জা হর, দ্বিধা হও, হে মাতা ধরণী,
অঙ্কে লও।"
আবার ধ্বনিছে অবিরত
শক্তিমত্ত কল্লোলিত সে মহাভারত
উদ্দাম উদার।—পিতামহ ভীষ্মবীর
তেয়াগি' সংসার-সুখ সংযমী ও ধীর
করিছেন মেঘমন্দ্র প্রতিজ্ঞা অটল।
দিগ্বিজগীষু সে পাণ্ডুর রথের ঘর্ঘর।
বসন্ত-প্রফুল্ল দিন, শ্যাম তরুলতা
কুসুম-সম্ভারে নম্র সুগন্ধ-নিরতা,
গাহিছে বিচিত্র পক্ষী, ঝরে নিঝর্রিণী,
নির্জ্জন পর্ব্বত-পার্শ্বে একক সঙ্গিনী
রাজ্ঞী মাদ্রী, পাণ্ডুরাজা বিহ্বল-হৃদয়
প্রেমের আবেগ-ভারে, ভুলিয়া নির্দ্দয়
ঋষি-সুত-অভিশাপ করিল চুম্বন
মাদ্রীর তপত ওষ্ঠে, সহসা মরণ!
বিবাদ ঘনায়ে আসে পাণ্ডবে কৌরবে,
কর্ণবীর দম্ভভরে আনন্দে গৌরবে
লয়েছে কৌরব-পক্ষ, জানে না সে মনে
রক্তের বন্ধন আছে পাণ্ডবের সনে,
স্নেহশীলা কুন্তীদেবী তারে নদীতীরে
লজ্জায় হরষে ভয়ে বলে ধীরে ধীরে—
"আমি যে জননী তব কুমারী-জীবনে,
আয় বক্ষে, আয় ভ্রাতা-পাণ্ডব-সদনে।"
যুধিষ্ঠির-রাজসূয়, করিতে বিজয়
লক্ষ দেশ চলিয়াছে ভীম ধনঞ্জয়
নকুল ও সহদেব, লক্ষ নরপতি
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞদ্বারে করিছে প্রণতি
নম্র-শির, উঠিছে কল্লোল অবিরাম।
আবার হোথায় বনে অনাহারী ম্লান

পঞ্চ ভাই, অহঙ্কারী রাজা দুর্যোধন
চলেছে বখানি' রত্ন-মাণিক্য-ভূষণ
ঘোষযাত্রাছলে ব্যথিতে পাণ্ডবে, তার
বন্ধন গন্ধর্ব-হাতে লাঞ্ছনা অপার,
যুধিষ্ঠির পার্থে কন—"মুক্ত কর আজ
কুরুরাজে, অন্যে যবে বংশে দেছে লাজ
আমাদের, নহি মোরা শুধু পঞ্চ ভাই,
একশত পঞ্চ ভ্রাতা মোরা, দ্বেষ নাই।"
নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শায়িত অর্জ্জুন
সুরপুরে নিদ্রাতুর, ধ্বনি রুনুঝুনু
কিঙ্কিণী-কাঁকনে বাজে, আসলা উর্ব্বশী
প্রণয়-বেদন-পিষ্টা—অন্তর উচ্ছ্বাসি'
জাগে লজ্জা ভয় সুখ, জাগায়ে ফাল্গুনী
কহে—"আজি সভাতলে আমারে, হে গুণী,
হেরিয়াছ বার বার, বল কি কামনা ?"
অর্জ্জুন বিনম্র শিরে কহিছে—"ললনা,
ক্ষম মোরে, হেরিয়া ভেবেছি—এই তুমি
মাতৃসমা, পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি !"
কুরুক্ষেত্রে উঠিছে আরাব, শান্তিক্ষুপ্ত
মদমত্ত প্রবল অটল তেজোদীপ্ত
কোটি কোটি বীরের উল্লাস, সে দুর্ব্বার
পৃথ্বীজয়ী অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-টঙ্কার
লক্ষ-বীর-ভীতিকর। হোথা স্বামীহানা
নির্ব্বান্ধবা নিরাশ্রয়া বিলাপবিলীনা
লক্ষ-কুরু-রমণীর করুণ ক্রন্দন।
তারি পাশে অশ্বমেধ। ত্যজি' রাজ্য ধন
স্বর্গগামী যুধিষ্ঠির।

দুই ইতিহাস—

দুই মহামানবের বিচিত্র বিকাশ—
কখনো করুণ শান্ত, কভু বীর্য্যবান
মত্তবল উচ্ছৃঙ্খল, কভু বা কল্যাণ-
স্নেহ-প্রীতি-সুধাময় আনন্দ-উজ্জ্বল,

ক্ষমায় নমিত কভু, বিক্রমে বিহ্বল,
শোকে তাপে ব্যথাময়, প্রেমে গরীয়ান,
কর্ম্মে নম্র, ধর্ম্মে সৌম্য, শাসনে মহান,
মনুষ্যত্বে শান্তরসে বীরত্বে বিজয়ে
ভ্রাতৃপ্রেম-সত্যনিষ্ঠা-ঔদার্য্য-বিনয়ে
সংযমে সাধনে ন্যায়ে নিতি উজ্জীবিত
নিয়ন্ত্রিত লীলায়িত চির-উদ্দীপিত
চির-শ্যাম চির-স্নিগ্ধ।
কর্হি নমস্কার
হে মহামানব-ছবি আনন্দ-আগার,
নহ শুধু ভারতের জীবন-দর্পণ,
নিখিল মানবে দোঁহে করেছ তর্পণ ;
বিশ্ববাসী মানবের দুঃখ সুখ আশা
দোঁহায় হয়েছে মূর্ত্ত, লভিয়াছে ভাষা।

কলিকাতা
৩০শে শ্রাবণ ও ৯ই ভাদ্র ১৩২৯

মা

মনে পড়ে সেই দিন
অন্ধকার মাতৃগর্ভে হয়ে আছি লীন
হাত পা গুটায়ে—
নাহি চক্ষু নাহি বল, পত্রের কুলায়ে
শক্তিহীন পক্ষীশিশু মত,
ঝরে অবিরত
জননীর শত শিরা উপশিরা হ'তে
অবিরাম অনাবিল স্রোতে
আমারি বয়ান পরে অমৃতের জীবন-স্ফুরণা—
জননীর অন্তরের উৎসারিত স্নেহের ঝরণা।
তাঁরি খাদ্য তাঁরি পুষ্টি তাঁহারি শর্কাত
পীযূষ-নির্ঝর হয়ে উচ্ছ্বসিত গতি
আমারে দিতেছে প্রাণ,

তাই করি' পান
দিনে দিনে আপনারে পাই,—
জননীর দেহ হতে আপনার দেহেরে কুড়াই ;
পাই দেহ পাই প্রাণ আর পাই বল,
আনন্দ উজ্জ্বল।
তিলে তিলে জননীর সর্ব্বস্বেরে নিয়ে
তারি দেহ কেটে নিয়ে আমি উঠি জিয়ে ;
আমার মূরতি
তাঁহারি জীবনাবেগ-জাগ্রত প্রতি ;
তাঁরি হর্ষ তাঁরি সুখ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার
দিনে দিনে মোর রূপে ধরিল আকার।

তারপর এনু বাহিরিয়া
জগতের এক কোণে নগ্ন অজ্ঞ-হিয়া
অসহায়,
বক্ষের কারায়
দুইটি বাহুতে রচা সুদৃঢ় বেষ্টন
আমারে ঘেরিয়া নিতি করিছে রক্ষণ।
দুঃখ-ব্যথা-উদ্বেলিত জগৎ-সংসার—
তারি পারাবার
ধেয়ে আসে তরঙ্গ দোলায়ে,
আমারে লুকায়ে
বক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গে জননী দাঁড়ায়—
ভীতা ত্রস্তা, ঝাপটে জড়ায় !
বক্ষের শীতল কান্ত নিবিড় আশ্রয়ে
অনন্ত নির্ভয়ে
পান করি স্তন্য মধু-ক্ষরা
বার বার আসে সুধাভরা
মুখে আর ভালে মোর অযাচিত অজস্র চুম্বন
প্রাণ-সঞ্জীবন।
দুটি আঁখি—দুইটি প্রহরী
সতর্ক একাগ্র হয়ে নিশিদিন ধরি'

রহে পাছে রহে পাশে রহে চারিদিকে ;
মোর হাসিটিকে
করিছে উজ্জ্বল দিয়ে চুমা দিয়ে আরো হাসি,
নয়ন-সলিলে যবে ভাসি
আমারে ভুলায় হয়ে আনন্দ-ভাষিণী
সন্তাপ-নাশিনী।

আজি দৃপ্ত বলবান হেরিয়া আমায়
ভাবি হায়,
অসহায় নগ্ন শিশু ক্রন্দন-সম্বল
আমারে কে করিল সবল
জগতের বক্রপথে চলিতে সাহসী
আপনার শকতি বিকশি' ?—
জননী সে স্নেহশীলা জীবন-দায়িনী
প্রসন্ন-হাসিনী
আনন্দ-দায়িনী শুভা করুণা কল্যাণী
তারি সব দানি'
গড়েছে আমায় এই ;—
আজি আমি মুক্ত শক্ত দ্বিধাহীন, কোন শঙ্কা নেই
কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠে
যেতে চায় ছুটে
হয়ে অসহায়
জননীর বক্ষের কুলায়।
স্বর্গগতা জননী আমার,
আজি বার বার
সাধ যায় পুনরায় জন্ম লই গর্ভেতে তোমার
ক্ষুদ্র-দেহ-ভার,
অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে পান করি সুধা
মিটাইয়ে ক্ষুধা ;
তব বক্ষে বাহুতে লুকায়ে
আকাঙ্ক্ষা মিটায়ে
পান করি স্তন-দুটি,

সম্মুখে রহুক্ ফুটি'
করুণ নয়ন তব
চিরদিন, অপূর্ব্ব অভিনব
চুমা চুমা চুমা
চুমা দিয়ে হাসি দিয়ে বল—"ঘুমা, ঘুমা";
অভিমানে কাঁদি—
বল সাধি' সাধি'
"কাঁদিস্ নে আর বাছা, আয় বক্ষে আয়",
ভুলে গিয়ে সকল ব্যথায়
বাস করি বক্ষের নিলয়ে
আনন্দে হরষে সুখে অপার নির্ভয়ে;
জননী আমার,
তোমার অন্তর-মাঝে ডাক মোরে লহ আরবার।

কলিকাতা ১৮ই ভাদ্র ১৩২৯

পাণ্ডু ও মাদ্রী

(পাণ্ডু বনচারী হইয়া বহু বৎসর শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ঋষিগণের নিকট বাস করেন। ঋষিপুত্র কিন্দমের অভিশাপ ছিল যে পাণ্ডু স্ত্রী-সংস্পর্শে প্রাণত্যাগ করিবেন। বসন্তকালে একদিন একাকিনী মাদ্রীকে সম্ভাষণ করিতে গিয়া পাণ্ডুর মৃত্যু ঘটে।)

পাণ্ডু।— সুন্দর প্রভাত আজি, সুন্দর আকাশ
তরল-সুবর্ণ-সিক্ত, চঞ্চল বাতাস
ধেয়ে ধেয়ে নেচে নেচে স্বনিছে পাগল,
পত্রে পত্রে ফুলে ফুলে করিছে চপল
আপনার পুলক সঞ্চারি', কভু ধায়
উচ্চশীর্ষ তরু-শিরে, কভু বা হেলায়
নোয়াইয়া তৃণটিরে ছড়ায় শীকরে
গিরিগাত্রবাহী ক্ষীণ সলিল-নির্ঝরে;
ফাল্গুনের চুম্বন-আবেশে অবনত
উচ্ছ্বসিত প্রফুল্লিত তরু শত শত—
কুসুমে ও কান্ত কিশলয়ে কুরুবকে
কেতকী করবী যূথী পলাশে চম্পকে

পারিভদ্রে অশোকে কেশরে ; কলকলি'
কোকিল-কোকিলা গাহে, পুষ্পে পুষ্পে অলি
চুমে চুমে পিয়ে পিয়ে পুরায় বাসনা ;
আকাশে বাতাসে আজ জাগিছে কামনা
একখানি নবীন সজীব, ধরা-বুকে
অজস্র সম্ভারে আর অফুরন্ত সুখে
জাগে যেন আশা এক তৃপতি-ব্যাকুল
অনুরাগী প্রার্থী ও উতল ;—নাহি কূল
নাহি সীমা এই আনন্দের—ফুটে টুটে
নৃত্যশীল, দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে ওঠে
মিলন-ব্যাকুলা দীর্ঘ বিরহ-কাতরা
তরুণীর মত—ক্ষিপ্রা স্তব্ধা মুখরা
নীরবা ; মাদ্রী, আজি আনন্দ-পূরিতা
শ্যামলা নবীনা ধরা, আশায় কম্পিতা
প্রিয়-পার্শ্বে প্রেয়সী সে চুম্বন-আগ্রহী !
তপঃক্লিষ্ট চিত্তে মোর আজ রহি' রহি'
পুলক-পরশ লাগে, আজ করি পান
ধরণীর পুলকিত উথলিত প্রাণ।

মাদ্রী।— ঐ হের গিরি-গাত্রে তুষারে আলোক
রচিয়াছে মোহময় কিবা স্বপ্নলোক
বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে আধ তরুশির
সে আলোকে শোভাময়, আধেক শিশির-
মাণিক্য-লগ্ন— ঝলমল শ্যামলে রূপায় !
চল ঐ তরুতলে, বসিয়ে হোথায়
হেরিব বাসন্তী শোভা চারু কমনীয়।

পাণ্ডু।- বড় প্রিয় বড় প্রিয় আজি অতি প্রিয়
হাস্যময় প্রফুল্ল দিবস ; চেয়ে চেয়ে
আজি প্রাণ ভরে' আসে, পাখী গেয়ে গেয়ে
কল্পনা জাগায় মোর অন্তর-কন্দরে ;
বাধা-বন্ধ ছাড়ি' প্রাণ আজিকে সন্তরে
আনন্দের মুক্ত পারাবারে। মাদ্রী, প্রিয়া,
অতৃপ্ত সংযম-নম্র সংবদ্ধ এ হিয়া

উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত আজি, জানি না ক
কি এক অজ্ঞাত সুখ বলে—"রাখ, রাখ
দূরে আজ তপোবন্ধ কঠোর জীবন,
চাপল্যে জাগ্রত হও পুলক-মগন।"
মাদ্রী, আজি রূপময়ী হেরিয়া ধরায়
তোমার বিকচ রূপ অপূর্ব শোভায়
নয়নে জাগিয়া উঠে,—হেরি বার বার
তোমার ও তনু-মাঝে যৌবন-সম্ভার
ধরণীর, উদ্ভাসিত তব আঁখি-দুটি
পুষ্প চোখে ধরণীর ব্যগ্র আশা ফুটি'
রহে যেন, ঢল ঢল কান্ত-তনু-রূপ
ধরিয়া রেখেছে যেন রূপ অপরূপ
প্রকৃতির উজ্জ্বল নবীন, হাসিখানি
তব মুখ 'পরে মনে মোর দেয় আনি'
ধরণীর শুভ্র প্রফুল্লতা, জেগে রয়
তোমার মোহন দেহে আজি অভিনয়
বসন্তের ; আজি ভালবাসি ভালবাসি
তোমার সর্ব্বস্ব আমি, ওই মুখ-হাসি ;
সাধ যায় ভেঙে দিই তপস্যা-সংযম,
একটি চুম্বন করি ওই অনুপম
অধরে তোমার—ব্যগ্র আশায় উন্মুখ।

মাদ্রী।— প্রতি তন্ত্রী কাঁপে মোর, থরথরে বুক
স্মরি যবে নিদারুণ সেই অভিশাপ!
পাণ্ডু প্রিয়, জানি মনে নাহি কোন পাপ
ব্যাকুল অন্তর যদি জাগে প্রীতিমান ;
কিন্তু মনে রেখো তার তীব্র প্রতিদান—
নির্দ্দয় মরণ!

পাণ্ডু।— মাদ্রী, প্রিয়া, নারী, তুমি,
আনন্দের জীবনের তুমি জন্মভূমি!
তাপময় কঠোর ধরায় নির্ঝরিণী
শীতধারা, প্রেম-ব্যথা 'পরে প্রবাহিনী
তৃপ্তি সমা, আশার পূর্ণতা সুখময়ী,

বাসনার ক্ষিপ্ত বক্ষে সুধাময়ী, অয়ি,
শান্ত কর বুলাইয়ে শীতল পরশ,
শিশুর ক্রন্দনে তুমি ঢালিয়ে হরষ
কর হাসি, আকাঙ্ক্ষা-বেদনা-পরিতাপে
জগতের দুঃখ-ব্যথা-শোকে অভিশাপে
আলোড়িত উদ্বেলিত ক্রন্দনের মাঝে
মূর্ত্তিমতী হর্ষ আর সুখ সম রাজে
তোমার ও কান্ত রূপ ; তুমি মহিয়সী
ক্রন্দন-বেদন 'পরে আকুলি' উচ্ছ্বসি,
ঢেলে দাও শীতরাগ তোমার গরিমা,—
স্নিগ্ধ-জ্যোতি সুবিমল সে দিব্য মহিমা
ক্রন্দনে করিছে সুখ, বেদনে মহান,
ক্ষুদ্রতারে নিশিদিন করে গরীয়ান,
দারিদ্র্যে উজ্জ্বল। সৃষ্টির প্রথম হতে
চলেছে পুরুষ তার ক্লেশে দৈন্য-পথে
অসহায় কেঁদে কেঁদে ক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল
গৃহহীন শান্তিহীন অতৃপ্ত চঞ্চল
রৌদ্রক্লিষ্ট পথহারা পথিক সমান,
খুঁজে খুঁজে ক্লান্তপদ, করিছে সন্ধান
তবু কার,—সহসা হেরিল একদিন
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তুমি নারী—শান্তিলীন
উজ্জ্বল প্রসন্ন বিভা লয়ে, সুধাময়
আঁখি-ভাতি জুড়াল বেদন, দুঃখ-ভয়
দূরে গেল শুনে তব অমৃত-ভাষণ,
কল্যাণ-কোমল তব কর-পরশন
আকাঙ্ক্ষা নিভায়ে দিল, দিলে আলিঙ্গন
প্রিয়ারূপে, ললাটেতে করিলে চুম্বন
মাতা হয়ে, ভগ্নী হয়ে জুড়ালে ব্যথায় ;
চমকিয়া তোমা পানে চাহিয়া দাঁড়ায়
পুরুষ অতৃপ্ত ক্লিষ্ট, হৃদি ভরে তার,
শিরা-উপশিরা মাঝে পুলক-সঞ্চার
জেগে ওঠে অভিনব ; তুমি হাত ধরে,

বন্ধন-হারারে নিজ প্রেম-প্রীতি-ডোরে
প্রদানিলে শীতল আশ্রয় স্নিগ্ধচ্ছায় ;
সেই হতে আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথার দোলায়
তারে বক্ষে রাখিয়াছি, রচি' স্বর্গখানি
বন্ধনে অমৃত-রস দিলে তুমি আনি'।
তুমি নারী পুরুষের হৃদয়-বাঞ্ছিতা
আকাঙ্ক্ষা-কমল-দলে আজন্ম-পূজিতা।
মাদ্রী, সেই প্রেমময়ী অপূর্ব্বা রমণী
তব রূপে হেরি আজ, হৃদয় ধমনী
পুলকে আনন্দে নাচে, দাও ধরা দাও,
অতৃপ্ত-বক্ষেরে আজ জুড়াও জুড়াও
একটি নিবিড় আলিংগনে।

মাদ্রী।— ক্ষান্ত হও
সর্ব্বনাশ করো না প্রাণেশ ! মনে লও
আলিংগন গর্ভ মাঝে রেখেছে মরণ
কুসুমে সর্পের মত। যদি এই ক্ষণ
মত্ত বাসনায় তব ঢালে বিন্দু জল
পর ক্ষণ মনে রেখো, নিস্তব্ধ নিশ্চল
এনে দেবে মহা শূন্য, মহা অবসান,
সর্ব্ব বাসনার শেষ ; শান্ত কর প্রাণ,
ক্ষমা কর।

পাণ্ডু।— জানি, প্রিয়া, জানি সে মিলন
দেবে মৃত্যু তবু প্রাণ মানে না বারণ !
একটি পুলকাবেগ-পূরিত চুম্বনে
ভরে' যাবে জীর্ণ হিয়া, আবেশ-স্বপনে
শোণিতে জাগিবে সুখ ; মৃত্যু তার পর
সে মরণে স্নিগ্ধ তৃপ্ত আনন্দ-সাগর !
মাদ্রী, মাদ্রী, নাহি মৃত্যু, নাহি ভয় আজি,
চিত্তের সুগুপ্ত সুপ্ত বাসনার রাজি
উল্লাসে মেতেছে আজ ; দাও সে চুম্বন
প্রথম-পুরুষ যবে আনন্দ-মগন
দিল চুমা প্রথমা নারীর মুখে।

মাদ্রী। —   হায়!
সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! ছিন্ন হয়ে যায়
পাণ্ডুর উত্তপ্ত বক্ষ! খসে আ লগন,
কণ্ঠে মোর সে নিবিড় বাহুর বেষ্টন
খসে' পড়ে! মৌন নম্র সে স্মিত আনন!
পাণ্ডু, পাণ্ডু, কোথা তুমি? এই কি মরণ?
সব শেষ? পাণ্ডু নাই? ক্রুর অভিশাপ!
পাণ্ডু, প্রিয়, ওঠ, জাগ! অসহ সন্তাপ!

কলিকাতা   ২১শে ভাদ্র ১৩২৯

কোজাগরী

কোজাগরী

কো জাগর ?—কে জাগ রে ?—কে জাগে আজ এই নিশিতে ?
যে জাগে সে সত্য কবি, সে-ই জানে প্রাণ মিশিয়ে দিতে
বিশ্বপ্রাণের লীলার সাথে ; সে-ই জেনেছে পিইতে মধু ;
সে-ই জেনেছে দেখ্‌তে কিরূপ রূপ-গরবা বিশ্ববধূ।
রাত তো এ নয়,—এ যেন রে শুভ্র শোভার মূর্ত্তিখানি ;
আকাশ-রাজার স্বপ্নে-দেখা স্বপ্নময়ী এ এক রাণী।
ফুলের হাসি, নারীর শোভা, প্রভাত-বিভা, সাঁঝের মায়া—
টুক্‌রো শোভা ছড়িয়ে যা' রয় সে এই রাতির ক্ষুদ্র ছায়া।
সব শোভারি পূর্ণ-মিলন পূর্ণ-বিকাশ কোজাগরী ;
বিশ্বহিয়ার রূপের তৃষা কি রূপ ধরে—মরি মরি !
বর্ষা-শ্যামল বিশ্ব-দেহে লাগ্‌ল জোয়ার যৌবনেরি ;
তাই এল আজ নিশার রূপে প্রিয়া তাহার, ঘেরি' ঘেরি'
সবটা তারি প্রীতি দিয়ে শুভ্র উজল প্রীতির সুধায়,—
পিয়ে পিয়ে বিশ্ব বিবশ, সুখ ছাপে তার হিয়ার কানায়।
বর্ষা স্নেহ বিলিয়ে গেল, জাগিয়ে গেল প্রাণের সাড়া,
সে-প্রাণ পেল পরিণতি তৃপ্তি ধৃতি প্রীতির ধারা।
শোভার সেরা শরৎ-শোভা, সেই শরতের হৃদয়-রাণী
জুড়িয়ে দিল সকল হৃদয়, মুছিয়ে দিল সকল গ্লানি।

এই ধরাতে হিংসা আছে, লোভ আছে দ্বেষ, মারামারি—
সব ভুলে যাই যতই হেরি কোজাগরীর সাগর-বারি।
রৌদ্র আছে, ঝঞ্ঝা আছে, আছে কাঁটা, দুঃখ শত—
সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই, চিত্ত অগাধ-তৃপ্তি-রত।

কোজাগরীর রূপ-সাগরের জোয়ারে আজ ভাস্‌ছি একা,
যাক নিয়ে যাক, যাক রে নিয়ে, ধরার সাথে আর না দেখা ;
আর না আসা দুঃখ-শোকের ঘূর্ণিপাকে বিষম খেতে ;
আর না আসা কোলাহলের আঘাত নিতে বক্ষ পেতে ;
আর না আসা চোখের জলে কর্‌তে বরণ ভাগ্য রূঢ় ;

আর চাহি না জানতে দুখের অন্তরেরি তত্ত্ব গূঢ়।
দে রে ছুটি দে রে ছুটি আজকে রাতের সঙ্গে ছুটি;
দু'পায়ে আজ দুঃখে দ'লে সুখ লুটি রে সুখ সে লুটি।
দীর্ঘা রহ দীর্ঘতমা, হে পূর্ণিমা কোজাগরী,
দিবসে আর জাগিও নাকো, তোমার বুকেই যাই গো মরি'।
কিম্বা নিয়ে চলো আমায় যেথায় তুমি চিরন্তনী,
অমর ক'রে রেখো সেথায় পিইয়ে সুধা সঞ্জীবনী।
রূপের নেশায় করলে পাগল, এ নেশা মোর ভেঙো নাকো,
এই নেশাতেই নিবুক জীবন, এই স্বপনেই রাখো ঢাকো।

কোজাগরী লো শর্ব্বরী, চিত্তক্ষুধার পরম সুধা,
পিয়ে পিয়ে তোমার সুধা কাঙাল হিয়ার জুড়ায় ক্ষুধা।
যাই ভেসে আর পান ক'রে যাই, একলা আমি, নাই রে কেহ;
কোজাগরী শয়ন আমার বিলাস স্বপন পেয় গেহ।
ভেসে ভেসে চলছি আমি রূপ-সাগরে ভেসে ভেসে,—
রূপের সে ঢেউ আছড়ে গায়ে যাচ্ছে ভেঙে শুভ্র হেসে।
চলছি ভেসে অবাধ সুখে—ধরার ছেলে নই রে আমি,
রূপ-সাগরের ফেনা আমি, তার গতিরই অনুগামী;—
কখন্ ভুলে উঠেছিনু ধরার কূলে—কে তা জানে?
দূর আবাসের আভাস পেয়ে আজ ছুটেছি তাহার টানে।
দোল দে রে ঢেউ, দে রে দোলা, নয়ন মুদে আজকে বুঝি —
এলাম ভেসে যেখান হ'তে চলছি সেথা সোজাসুজি;—
কোথা সে ঠাঁই জানি নাকো, জানি আমি হাসির ছেলে,
সুন্দরেরি ছেলে আমি, তার বুকে যাই বক্ষ মেলে।

* * *

কো জাগর?—কে জাগে রে?—কে জাগে আজ এই নিশিতে?—
কবি জাগে, কবি জাগে, সে জাগে প্রাণ মিশিয়ে দিতে।

পাতার দোলা

অদূরে ধীর বায়ে উজল রোদ মেখে
অশথ-পাতাগুলি দুলিছে থেকে থেকে।
সবুজ পাতাগুলি
করিছে কোলাকুলি—
চপল ভাইগুলি যেন রে নেচে নেচে
এ ওরে ভালবাসে কত না যেচে যেচে।
পাতার দোলাদুলি
দিল রে প্রাণে তুলি'
গোপন কোন্ বাণী প্রকৃতি-প্রাণ হ'তে,
কি যেন দূর কথা এল রে ভাব-স্রোতে॥
এই যে আমি চলি,
হাসি ও খেলি, বলি,
এই যে মোর মাঝে প্রাণের মাতামাতি—
এই এ ছোট প্রাণ
মহতো মহীয়ান্
সবার পিছে রহে তৃণে ও ধূলাসাথী।
ফুল যে হাসে, ফোটে,
তরু যে ঠেলে ওঠে,
তৃণ যে দোলে, নাচে, পাতারা করে খেলা,—
এক সে একই প্রাণ
বিকাশে অফুরাণ,
মানুষে জীবে তৃণে তাহারি লীলা মেলা।
অশথ পাতাগুলি
করিছে কোলাকুলি,
দোলে রে দোলে তারা, পরাণে দেয় দোলা;
আজিকে প্রাণে মনে
শোণিত-গতি সনে
ও দোলা মিশে দোলে, বুঝি তা ভাব-ভোলা।

বুদ্ধগয়ার পথে

আজ চলেছি সকালবেলা বুদ্ধগয়ার শুদ্ধ পথে,—
মন রে আমার, শান্ত থেকো, ক্রুদ্ধ নহে কোনো মতে।
বাম দিকেতে ফল্গু রোগা বইছে ধীরে ঝিরি ঝিরি,—
শিয়রে তার বিরাট-বপু পাহারা দেয় বিন্ধ্যগিরি।
কোন্ সে গিরি ফল্গু-জনক ?—কার স্নেহে সে বক্ষ ভরে ?-
নিদয় তাহার এ কি পিতা! নেই কি স্নেহ ফল্গু তরে ?
কাতর চলে করুণ সুরে ফল্গু চলে বিষাদিনী—
বালির তটের বুক মেলে সে ভাব্ছে উদাস—কি না জানি!

বট-অশথে আমের গাছে বুদ্ধগয়ার পথটি ঢাকা—
এ কি মোহন, এ কি শীতল, এ কি আঁচল স্নেহমাখা!
কোন্ বেদনা কাহার প্রভাব আজকে এরা বক্ষে রাখে!
যতই চলি ততই ভুলি কার সে অপার অনুরাগে!
এই এ শীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় ঢাকা যেন কাহার বাণী—
এ বাণী কি সেই মানুষের, সে নর-দেবের ?—বেদন মানি'
দুঃখ মানি' দৈন্য মানি' চিত্ত যাহার জিনল সবে,
আত্মবলের শিখায় যাহার পুড়্ল যত শঙ্কা ভবে ?

ফল্গুনদীর এই জলে কি পথশ্রমে কাতর-হিয়া
সে রাজতনয় কর্‌ল পরশ, হর্‌ল তৃষা এ জল পিয়া ?
যতই চলি চিত্তে আমার উঠ্ছে জেগে সেই সে কথা—
সেই সে শুদ্ধোদনের তনয় ঘর ছেড়ে চায় নির্জনতা;
নির্জনতা কোথায় মিলে ?—কোথায় মিলে একটি কোণে
সবার আড়ে একটু সে ঠাঁই গুহায় কিবা গহন বনে—
যেথায় ব'সে বুঝ্তে পারে জগৎ-জোড়া দুঃখ-ব্যথা,
জগৎজন-বেদন-পেষণ, দুষ্ট-শোকের কঠোরতা,
মৃত্যু-দানবেরি দলন, অত্যাচারের নির্দয়তা,
ছোটর 'পরে বড়'র পেষণ, অহঙ্কারের প্রমত্ততা,
মানব-প্রাণ-দলন শত দুঃখ পীড়া দৈন্য কিবা,
যেইখানেতে চিত্ত মাঝে জম্‌বে গভীর রাত্রিদিবা,

জমবে এবং ভাবিয়ে যাবে—কেনই আসে, শেষ কেমনে ?—
কেমন ক'রে জিনবে মানুষ এই বেদনে এই পীড়নে ?
কোথায় সে কোণ কোন্ গহনে, কোথায় সে কোন্ গিরিমূলে,
বসবে যুবক রাজার তনয় চিত্ত বেঁধে বিলাস ভুলে ?—
কোথায় পাব, কোথায় সে ঠাঁই ?—এই তৃষাতে যাচ্ছে যেন
শুদ্ধোদনের শুদ্ধ তনয়, বৎসহারা হরিণ হেন।

* * *

আজকে বুদ্ধগয়ার পথে আড়াই হাজার বর্ষ-কথা
মনের মাঝে উঠ্‌ছে ভেসে—ভাব্‌ছি এই সে নির্জনতা,
এইখানে তো ব্যাকুল বুকে এল ব্যাকুল যুবক ঋষি,
বন খুঁজেছে নদীর তটে পাহাড়-মূলে দিশি দিশি।
এই পথে সে গিছল না কি ?—আছে সে পথ আজও বেঁচে ?
এই বনে কি লুকিয়েছিল দুঃখ-মোহ-মুক্তি যেচে ?
কে আজ মোরে বল্‌তে পারে—পারে কি ওই নির্বাক্ গিরি ?
সেই যুবকের বেদন-ব্যথা রাখে কি ঐ ফল্গু ঘিরি' ?
আছে কি গাছ পরশ-পাওয়া, ফল দিল যে সেই যুবারে ?
এই মাটি তার চরণ-পরশ লুকায় কি ও ধূলার ভারে ?
চল্‌ছি ধীরি, মনটা যেন কিসের ভারে পড়্‌ছে নুয়ে,
সেই সে মহান্ বিরাট্ প্রাণের আভাস মোরে যাচ্ছে ছুঁয়ে,
যাচ্ছে ছুঁয়ে ধূপের মত !—উথ্‌লে ওঠে, নুইয়ে পড়ে
পরাণ আমার চিত্ত আমার কোন্ প্রীতিতে ভক্তিভরে !
আজ জেনেছি, আজ পেয়েছি পথের মাঝে সেই পুরুষে,
আজ বুঝেছি বেদন তাহার কর্‌তে ছেদন—সব কলুষে।
গাছের ছাওয়া, নদীর গাওয়া, বিন্ধ্যগিরির মৌন চাওয়া—
সব মিলে আজ চিত্তমাঝে বইয়ে দিল দূরের হাওয়া—
দূরের হাওয়া, দূরের কথা, সুদূর লোকের পরম মাভৈঃ
সেই যুবকের চিত্তে জাগা ;—কোথায় ব্যথা দুঃখ বা কই !

* * *

চল্‌ছি আমি চল্‌ছি আমি বুদ্ধগয়ার শুদ্ধ পথে,
শুদ্ধ পথে শুদ্ধ বনে, বুদ্ধদেবের প্রেমের-রথে
ডাক এসেছে, ডাক এসেছে, বইবে যেন আমায় তাহা—
কোন্ সে লোকে !—কী সে আলো !—কী সে পরম জ্যোতি আহা !

চিত্ত জাগে, চিত্ত দোলে, চিত্ত ভাসে আলোর স্রোতে—
দুঃখ-ব্যথার অতীত আলো মুক্ত জগৎ-কলুষ হ'তে।
এতটুকু নেইক গ্লানি, নেইক তাতে আবিলতা,
মন ভরেছে, প্রাণ ধুয়েছে সেই আলোরি অমলতা।
বুদ্ধ পরম! বুদ্ধ গুরু! সকল দুখের কারণ জ্ঞাতা!
দুঃখ সয়ে দুঃখ জেতা! বেদন-নত জনের ত্রাতা!
আজ পেয়েছি অভয় বাণী, পথ সে কোথায় বল মোরে,
কেমন ক'রে জিনব ব্যথা জড়িয়ে থেকে ব্যথার ডোরে?
শক্তি সে দাও, দাও সে আশা, দাও সে পরম বুদ্ধি তব
বুদ্ধগয়ার ক্ষুদ্র কোণে জাগল যাহা অভিনব!

* * *

আজ চলেছি ধীরি ধীরি, ফল্গু বহে, বিন্ধ্য চাহে;
বুদ্ধগয়ার পথখানিতে লুটিয়ে থাকি শীতল ছায়ে;
লুটিয়ে থাকি, মিশিয়ে থাকি, যুগ-যুগান্ত আঁকড়ে থাকি,
সেই যুবকের দুঃখ-নাশের ব্যাকুল বেদন বক্ষে রাখি'।
ফল্গু চলুক, বিন্ধ্য দেখুক, সেই অতীতের সাক্ষী যারা,
এই পথে মোর ক্ষুদ্র পরাণ সেই পরাণে হউক হারা;
হউক হারা, হউক সারা, পার হ'য়ে যাক সকল ক্লেশে—
এ পথ মোরে যাক নিয়ে যাক সেই মহানের মানস-দেশে।

আলোক-স্তুতি

দৃপ্ত উজল দীপ্তিমান
জাগিল প্রভাত জগৎ-প্রাণ।
নাই নাই নাই নাহি রে ভয়!
প্রণমি আলোক, আলোক জয়।

রশ্মি-শায়ক তীক্ষ্ণ ধায়,—
আঁধার-বক্ষ ভেদিয়া যায়।
লুটায় আঁধার রক্তময়!
বিজয়ী আলোক, আলোক জয়!

বিরাট্ অটল অন্ধকার
এ শিশু-হস্তে লভে প্রহার।
কৃষ্ণ পূতনা করিছে ক্ষয় ;
হে বীর আলোক, তোমারি জয়।

আঁধার করিল স্তন্যদান,
তাহারি গর্ভে লভিলে প্রাণ,—
তাহারি আজিকে করিছ লয়.
হে মহাবিজয়ী, তোমারি জয়।

জীবন জীবন দৃপ্ত-বুক !
মৃত্যু লুটায়, লুকায় মুখ !
জাগো জাগো জাগো,— নিদ্রা নয় !
জীবন এসেছে, আলোক জয়।

সত্য নিত্য মিথ্যা-ত্রাস,
জীবন-জনক, সুপ্তি-নাশ,
মুক্তি মুক্তি দীপ্ত-হাস,
মূর্ত্ত অভয় ও উল্লাস !

শক্তিধারক, হাস্যময়,
জিনিছে জড়তা, জিনিছে ভয়।
বিশ্বজীবন আলোক জয় !
নবীন আলোক আলোক জয়।

বিদ্রোহী কবি মধুসূদন

হে বিদ্রোহী উচ্ছৃংখল হে বাংলার দুরন্ত সন্তান !
মাননি শাসন কোনো, চূর্ণ করি' নিষেধ-পাষাণ,
সমাজ-বাঁধন ভাঙি', করি' ভেদ ধর্ম্মের নিগড়
উন্মত্ত-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অগ্রসর !

ছুটেছ আশার পিছে,—সে আশা কভু বা মরীচিকা—
ক্ষণেকে মোহিয়া আঁখি ক্ষণ পরে যাহা বিভীষিকা !—
তারি পিছে ছুটে গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহীন ;
ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ ।
যে-আশা ছুটেছ ধরি' মেটেনিক সে তোমার আশ,
তবু চির-অভিলাষী, তবু ছিল উল্লাস-উচ্ছ্বাস !
শান্ত বঙ্গ-গৃহে স্নিগ্ধ জ্বল নাই প্রদীপের শিখা,
বৈশাখের মেঘে তার দীপ্ত তুমি বিদ্যুতের লিখা !

হে দুরন্ত দৃপ্ত কবি ! বিদ্রোহ-পাগল সেই প্রাণ
নৃত্যতালে প্রসারিয়া করি' দিলে নব-গতি-মান্
ক্ষীণা সে কাব্যের নদী—শৈবালে জঞ্জালে হত-বল
সনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল ।
বিশ্ব-সাগরের বার্ত্তা তারি গতি করি' আহরণ
শীর্ণ ভাষা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নর্ত্তন !
বাল্মীকি ব্যাসের সাথে মিলাইলে ভার্জ্জিলে হোমারে,
কৃত্তিবাস কাশীদাস জেগে ওঠে প্রতীচ্য-হুঙ্কারে !
বঙ্গের শঙ্খের সাথে বেজে ওঠে পশ্চিমের ভেরী,
কাব্যের চরণ হ'তে খ'সে পড়ে জড়তার বেড়ী !
নিত্য নব আশা পানে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান ;
এক আশা বঙ্গ-ভাষা তাতে তব একান্ত ধেয়ান !
আজ ভাবি—সেই ভালো, নৈরাশ্যে নৈরাশ্যে বল লভি'
ব্যগ্র আশে পূরিয়াছ আমাদের আশা তুমি, কবি !
যে-তৃপ্তি খুঁজেছ নিতি পেলে তাহা হ'য়ে যেত শেষ,
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত সুখের উদ্দেশ ?
তুমি রচি' গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে,—
আজি সে পথের 'পরে রবির অমল জ্যোতি জ্বলে ।
দেব-ত্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুসূদন,—
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কবি জড়তা-দলন !
সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধর্ম্মে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে ;
দরদ দিয়েছ তবু জাতির অভাব-বেদনাতে ;—
মাতৃ-ভাষা-জননীরে, হে দরদী, রাখনিক দূরে—

প্রাণরসে পুষ্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ত-পুরে।
মুক্তি পেল বন্ধ যাহা সুপ্তি-মাঝে শুনি' মেঘনাদ
নবছন্দে নেচে এল নবীনের বিচিত্র সংবাদ!
আজি তব জন্ম-দিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান্!
নমস্কার সে বিদ্রোহে যে-বিদ্রোহ আনিল কল্যাণ!

প্রিয়া-স্মৃতি

অফুরন্ত সুগভীর সীমাহীন প্রেম-পারাবার
আজি মোর চিত্তমাঝে এপার ওপার
অবিরাম ফুলে' ফুলে' দুলে দুলে উঠে পড়ে সহাস্য গর্জ্জনে,
উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের আনন্দ-নর্ত্তনে।
কমলার মূর্ত্তিখানি গর্ভ হ'তে তুলিয়া আদরে
আদিম সমুদ্র যথা মুগ্ধ তৃপ্তিভরে
ফুলে' ফুলে' ঢেউএ ঢেউএ ছুটে এল পদযুগ করিতে লেহন,-
তেমন এ চিত্তমাঝে যেই অগণন
একান্ত আপন মোর প্রেমভোলা প্রেমভরা প্রিয়া
প্রভাত-অরুণ সম উদিছিল জ্যোতি বিচ্ছুরিয়া—
তাদেরি চরণ-মূল চুমিতে বেড়িতে, বিথারিয়া
উদ্বেল-প্রণয়-সিন্ধু উল্লাসে মেতেছে আজি হিয়া।

পথে পথে নিশিদিন করি' আহরণ
নয়ন-হইতে-ঝরা হৃদয়-হইতে-গলা সকরুণ প্রেম-নিবেদন,
জমায়ে জমায়ে চিত্তে যা রেখেছি তুলি'—
আজি তারা রচিয়াছে পূর্ণ সিন্ধু—সেই বিন্দুগুলি।
কবে কারে বেসেছিনু ভালো—
গবাক্ষের ক্ষুদ্র পথে আশা-দেওয়া নয়নের মৌন-প্রেম-আলো
অন্তরের অন্তস্তলে আঁধারের খুলিল কপাট।

কোন্ জনতার হাট
অতিক্রমি' চলে গেছি—তারি মাঝে একখানি মুখ—

সরমে-হাসিতে-আঁকা মূর্ত্তিধরা সুখ—
কোমল করুণ আঁখি সাথে
জীবনের ইতিহাসে লিখন রাখিল রেখাপাতে।

নয়নে নয়নে নাহি কথা—
কবে কোন্ নিরালায় লজ্জায়-আনতা
মুখখানি হেরে' হেরে' সাধ গেছে হেরি হেরি আরো।
কল্পনারে কহিয়াছি—আঁকো যত পারো
এ মুখের অভিনব-মোহন লিখন,
এঁকে বুকে রেখেছিনু করিয়ে যতন।

কারে বা বেসেছি ভালো, কাছে গেছি বার বার, সাধ গেছে শত
শুধু শুধু একবার, শুধু নিমেষের তরে চিরদিন মত
বক্ষে তারে চেপে ধরি—ওষ্ঠে ওষ্ঠে ঢেলে দিই প্রাণ—
একটি চুম্বনে শুধু হ'য়ে যাক্ আদান-প্রদান;
ব্যগ্র হিয়া তাও লভিয়াছে।
আবার কোথায় কোন্ উৎসবের কোলাহল মাঝে
আমারেই বারবার হেরিয়া সে তরুণী পিয়াসী
ব্যস্ত ত্রস্ত অঞ্চলেতে প্রেম-বাহু চকিতে উচ্ছ্বাসি'
পরশ দিয়েছে মোরে—
পড়েছিল বাঁধা প্রাণ সেই স্পর্শ-সুখ-প্রেম-ডোরে।

আবার সে একদিন কোন্ এক সখী
অতিনম্রা অতিধীরা—আড়ে আড়ে আমারে নিরখি'
নয়ন করেছে নীচু—মেলেনি নয়ন,
ফিরিয়া চলিয়া গেছি—রহিয়া গোপন
হেরিয়াছি খোঁজে সে-ই মোরে বারবার—
কাছে গেছি—আঁখি দুটি নত হ'ল তার,—
আঁখিতে ফেলেনি আঁখি-লেখা—
তবু মোরে চেয়েছিল—তারপর গেছি একা একা।

আবার সে কার সাথে ঘন ঘন মৌন পরিচয়—

বহুদিন ধ'রে ধ'রে নয়নে হৃদয়-বিনিময়
হয়েছিল সুনিবিড়—
দেখা শুধু দেখা দেখা কামনা-অধীর।
না দেখে পেয়েছি ব্যথা দোঁহে,
না-দেখা হয়েছে শোধ দীর্ঘ-দেখা-তৃপ্তির অচপল মোহে।
গেল চ'লে একদিন—গণ্ডে তার হেরিয়াছি নয়নের জল,
সে-জল হৃদয় মাঝে তুলেছিল নদীস্রোত আবেগ-উচ্ছল।

আবার পেয়েছি কারে সুচতুরা সুচপলা সুকৌতুকময়ী—
আশা দেছে, হাসি দেছে,—সবার গোপনে রহি' রহি'
চুমা দেছে, নেছে সেধে সেধে,
অভিমানে আলাপনে রেগে হেসে কেঁদে
আমারে বেসেছে ভালো—প্রসারিয়া বাহু দুইখানি—
প্রেমের দুইটি ডোর— বুকেতে নিয়েছে মোরে টানি।'
কখনো বা কোনো নিরালাতে
পিছু হ'তে চুপে চুপে এসে মোর আঁখি দু'টি টিপে দুই হাতে
বাম গণ্ডে সুনিবিড় চুমা দেছে আঁকি'—
পলায়েছে, সেদিন দেয়নি ধরা,—আজো
সেই আধা ধরা, আজ সে যে ফাঁকি!

আজি স্মৃতিভরা বক্ষে সেই যত পুঁজি
আকুলি' বিকুলি' ঘোরে মোরে খুঁজি' খুজি'
সেই মোরে—প্রেমাতুর, ভালোবাসা-সুবিলাসী, প্রণয়-প্রবণ!
আমি হাসি ব'সে দূরে, হাসে মোর মন।
হাসিছে গোপনে বসি' অভিলাষী চপল হৃদয়।
সেই অযাচিত পাওয়া সেই অযাচিত-দেওয়া প্রেম-অভিনয়
চিত্তে মোর ঘুরে ঘুরে ভাসে ভাসে হাসে,
পরতে পরতে পরশিয়া তরুণ উল্লাসে।
প্রাণ-পথে-আলো-দেওয়া, হৃদয়ের বন্ধমুক্তকারী,

স্নিগ্ধজ্যোতি সুমধুর অতিমনোহারী,
ক্ষণিকের তবু যারা চিরদিনকার,

আনন্দের হরষের সোনার জীয়নে জাগা দিল বারম্বার,
অভিষেক-বারি-দানে জাগাইল হৃদয়ের প্রণয়-সম্রাট,—
নিমেষের দানে, তবু সে দান বিরাট্,—
আজি সেই অগণনা লাজনম্রা স্মিত-স্নিগ্ধ-আঁখি
প্রেয়সীর প্রেমাশীষ শিরে মোর রাখি'
চ'লে যাই চ'লে যাই—যেতে হবে দূর,
হে মোর তরুণী তন্বী প্রাণপ্রিয়া প্রিয়াগণ!
জেগে রহ অনিবার সেই প্রেমাতুর
তোমাদের স্নিগ্ধ আলো এই পথে পাথেয় আমার;
সৌন্দর্য্যের কণাগুলি! পরিপূর্ণ সে সৌন্দর্য্য
বল কোথা অতুল অপার?

শ্রাবণ-মধ্যাহ্ন

মধ্যাহ্ন কি মধ্যরাত্রি নাহি পাই ঠিক,
সান্দ্র অন্ধকারে লুপ্ত গুপ্ত সর্ব্ব দিক্।
স্তব্ধতা বিরাজে সৌম্য নিবিড় স্তব্ধতা,
নাহি শব্দ শিহরণ চঞ্চলতা কথা!
জনহীন পথ আর বায়স নীরব;
ব্যোমবুকে গুরু গুরু নীরদ সরব।
সে-রবে জাগিছে বিশ্বে ভীতি-শিহরণ;
জানায়—নহেক লুপ্ত বিশ্বের জীবন।

গৃহে বসি' হেরি এই জীবন্ত আঁধার,—
জীবন ও মরণের লীলা-পারাবার।
হেরি আর ভাবি আমি এমনি বিলয়,
জীবনে মরণে দ্বন্দ্ব বড় মধুময়।
চঞ্চলতা সাথে সুপ্তি, রৌদ্রে অন্ধকার,
অশান্তিরে ধরে শান্তি, আনন্দ অপার।

কৈকেয়ী

[দশরথ, কুলপুরোহিত, পৌর-নর-নারীগণ প্রভৃতি সকলের কাতরতা অগ্রাহ্য করিয়া হিংস্র অটলতার সহিত কৈকেয়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন।]

বলে বলুক মন্দ লোকে, নেইক লজ্জা, নেইক ভয় ;
কিসের আবার মান অপমান ? লভেছি আজ কাম্য জয় ;
জয় লভেছি আত্মপ্রসাদ !—বহু দিনের বাঞ্ছা মোর
পূর্ণ যে আজ, তৃপ্ত এ বুক ! দুখের নিশা আজকে ভোর !
লক্ষ কথা বল্‌বে সতীন,—বলুক, তাতে ভয় কি পাই ?—
তাই ব'লে কি টল্‌বে এ মন ? নেইক মনে ভয়ের ঠাঁই।
খাঁড়ার মত রূপ দিয়ে যে-ই জয় করেছে রাজার মন,
তার আশা বল্ রুধ্‌বে কে বা ? মন করে তার কে-ই দমন ?
আজ যা ভাবি কাল তা করি, অপূর্ণ নয় মনের সাধ ;—
কৈকেয়ীকে দাবিয়ে দেবে ? ঘট্‌বে যে তার বিষম বাদ।
চোদ্দ বছর ঠিক সে গোনা, একটি দিনও কম্‌তি নয় !
রামকে ভালোবাস্‌তে পারি, তাই ব'লে কি কর্‌ব লয়
মোর ভরতের পরম সুদিন আশার মুখে চাপিয়ে ছাই ?—
কৈকেয়ী নয় তেমন মেয়ে, লজ্জা তাহার নেইক নাই।
নাই গ্লানি তার, চায় না সুনাম, চায় মেটাতে প্রাণের আশ ;
রাজার বেশে ভরত !—কী সুখ !—হৃদয় ভরে কী উল্লাস !
তাই দেখে' তো জুড়োবে প্রাণ, সুখ সে পরম অগাধ সুখ !—
সেই সুখেরি স্বপন আমার ভাসায় গ্লানি, বাঁধ্‌ছে বুক—
বাঁধ্‌ছে বুকে কর্‌তে বিলোপ সব অপবাদ, সব ঘৃণা ;
আমায় বলে স্বার্থ-ভরা—কে রয় আপন সুখ বিনা ?
যুদ্ধক্ষত—কৈকেয়ী তা চুষুক সেবুক সারিয়ে দিক ;
উপহার তার নেইক কিছুই ?—ধিক্, দশরথ, কথায় ধিক্ !
মনটা যদি এতই চপল, কর্‌লে কেনই প্রতিজ্ঞা ?
দেবো ব'লে চাও ঠকাতে ? কুণ্ঠা দিতে দেবার যা' ?
কৈকেয়ী নয় তেমন নরম গলাবে তায় চোখের জল !
বল্‌লে, দেবো, তাই চেয়েছি ;—এতেই হ'লাম কপট খল ?
হই না কপট, হ'লাম বা খল,—ঘৃণাই যদি, যাও ছেড়ে।
আমার ভরত রাজ্য পাবে—এ সুখ নেবে কে-ই কেড়ে ?

মান্‌বে শাসন, কর্‌বে সে ভয় ?—কৈকেয়ী সে পাত্র নয় !
চিরদিন যে জয় পেয়েছে আজ নেবে সে পরাজয় ?
কানাকানি, উগ্র কথা, চোখের জলে টল্‌বে না,
যতই ছড়াও রোষের সে বিষ, কৈকেয়ী তায় মর্‌বে না ।
রাজার রাণী, নইত দাসী, বল্‌বে যে যা শুন্‌ব তাই ?
রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার মাতাও হ'তেই চাই ।
সতীনের প্রেম—চাই নাকো তা' ; স্বামীর সোহাগ—পেলাম ঢের ;
আত্মীয়েরি ভালবাসা ?—যাক্‌ তা চুলোয়, আস্‌বে ফের,
সবই ফিরে আস্‌বে সে-দিন আস্‌বে যে-দিন সুদিন মোর,
ধুয়ে মুছে কর্‌ব বিলোপ এ হিংসা দ্বেষ, আঁখির লোর ।
রামের হবে রাজ্যাভিষেক, ভরত আমার রইল দূরে,—
কাঁটা সে কি ?—তাড়িয়ে দিলে তাকে হ'তে রাজ্যপুর ?
ফন্দী তোমার সব বুঝেছি, সব চাতুরী, দশরথ !
কাঁটা ভেবে সরাও তারে,—কাঁটায় তোমার ভর্‌ব পথ !
মন্থরা ! তুই ঠিক বলেছিস, রামকে দিয়ে রাজ্য-দেশ
আমায় এরা কর্‌বে নীচু, শাস্‌বে আঁখি রাঙিয়ে বেশ ।
শোধ নেবে সব হিংসা যত, কর্‌বে আমায় গর্ব্বহীন ;—
কেমন ক'রে হয় তা দেখি ।—কৌশল্যা আর সব সতীন—
পায়ের নীচে রাখ্‌নু যাদের আমায় তারা দল্‌বে পা'য় ?
কৈকেয়ী এ ক্রুর নাগিনী, ছোবল দিতে সুখ সে পায় ।
না, না, আমার নেইক তো প্রেম, রামকে ভালোবাস্‌ব না ;
পরের ছেলে ভালোবেসে নিজের ছেলে ঠেল্‌ব না ।
পুত্রশোকে মর্‌বে রাজা, কাতর হবে প্রজার দল
রাম গেলে বন ।—ভরতকে কি আন্‌ল টেনে বানের জল ?
সে যদি হয় রাজা, তাতে দুঃখ বুড়োর হয় কিসে ?
প্রজাই এত কাতর কিসে ? রাজার ছেলে নয় কি সে
ভরত আমার ? আছি য'দিন দেখ্‌ব কেমন কে পারে
রুধ্‌তে তারি রাজা হওয়া !—কর্‌ব আমি ঠিক তারে
অযোধ্যা-রাজ-সিংহাসনের একচ্ছত্র রাজার রাজ ;
কৈকেয়ী নয় কোমল মেয়ে, ইচ্ছা যা তার হয় তা কাজ !
কাঁদুক বুড়ো, কাঁদুক সতীন, কাঁদিয়ে আমায় কর্‌বে সুখ !
আমার মুখে ঢাল্‌বে কালি ?—কর্‌ব কালো সবার মুখ !

(২)

[দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া ভরত কৈকেয়ীকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কৌশল্যার নিকট গমন করেন।]

স্পর্দ্ধা আমার ! আছেই তো তা, থাক্‌বে তো এই অহঙ্কার ;
সাধ করেছি যখন যা তা ঠিক করেছি ; সাহস কার
রুধ্‌তে মোরে, ঠেল্‌তে মোরে ?—মানুষ আমি জন্তু নই !
কিন্তু ভরত ভৎর্সনা করে !—শুনুনু তাও ? কারেই কই ?
আমায় বলে রাক্ষসী সে ! আমায় বলে স্বার্থপর !
আমায় বলে পিশাচী সে ! সাপের সমান বিষধর !
আর যে বলে বলুক এসব ; ভরত ! তুইও বল্‌বি সেই ?
বুকের রক্তে করনু মানুষ,— তার কি কোনোই মূল্য নেই ?
কর্‌ব আমি তোর অশুভ ?—কেমন ক'রে বুঝ্‌লি তাই ?
সৎ-মা হ'ল আমার সেরা ? আমার মুখে ঢাল্‌লি ছাই !
যার জন্যে সব সয়েছি সে আজ মোরে দল্‌ল পা'য় !
স্বামীর সোহাগ ত্যাগ করেছি, সতীন-সোহাগ—ছাড়নু তায় ;
দাসদাসীদের মৌন ঘৃণা, অযোধ্যারি রোষের বিষ
তোর তরে যে সইনু সবি ! তুই আজ মোরে এ কি দিস্‌ !
সেই অবজ্ঞা ! সেই হলাহল ! সেই অনাদর ! অপমান !
সব পীড়া প্রাণ সইতে পারে, তোর অপমান সয় না প্রাণ !
পেটের ছেলে হাতের মানুষ, সেই ভরত আজ এ কি তুই !
শুভই যা তা ভাব্‌ছি সদা ;—একটি যে তুই, নেইক দুই !
সিংহাসনে তোরে, মাণিক, দেখ্‌ব সে যে অগাধ সাধ ;
সব আশা মোর নিভিয়ে দিলি ? ঘটিয়ে দিলি কী প্রমাদ !
দুঃখ ঘৃণা সইনু সবি, ভাব্‌নু পাবি রাজ্যধন,—
সেই সুখে মোর রইল পরাণ, হর্ষে-ভরা রইল মন।
সে ভরত আজ ত্যাগ করেছে, সে বলেছে—'রাক্ষসী !'
রাখ্‌নু চেপে যে-সব ব্যথা আজ উঠে সব উচ্ছ্বসি'
যাক অযোধ্যা যাক রসাতল, আর রে প্রলয় গর্জ্জে আয়.
আমার স্বপন ভগ্ন যখন প্রাসাদ কেন, কে আর চায় ?
যাক ভেসে যাক আজকে রাতে অযোধ্যাদেশ লুপ্ত হোক্‌,
লুপ্ত হোক্‌ ও হাজার লোকের ঘৃণায়-ভরা ক্রুদ্ধ চোখ !
কৈকেয়ীকে কাঁদিয়েছে আজ ভরত তারি পেটের পুত,

যে চোখে কেউ জল দেখেনি সে চোখে জল—শোকের দূত !
কাঁদ্‌বো আমি, নেই দুখ তায় ;—এ কান্নারি সঙ্গে আজ
যত্নে-রাখা এ রাজ্যপাট যাক রে নেমে পাতাল মাঝ।
আজকে হ'তে কৈকেয়ী সে ভাব্‌বে তাহার ছেলেই নেই।
ভরত—সে তো শত্রু তারি !—মরেছে সে, নেইক সেই।
নেবে না সে রাজ্য ও ধন, আন্‌তে রামে ছুট্‌বে বন।
আপন মাকে এই অপমান কর্‌লে ভরত ! কী ভীষণ !
দুঃখ সয়ে যার তরে আজ কিন্‌নু আমি বিপুল সুখ,
বুক দিয়ে যা'য় কর্‌নু মানুষ, সে এই আমার রাখ্‌ছে মুখ !
যে গর্ব্ব মোর দাঁড়িয়েছিল উচ্চশিরে আকাশ-গায়,
ভরত ! তারে নুইয়ে ধুলোয় কর্‌লি গুঁড়া অবজ্ঞায় !

(৩)

[ঘৃণায় ও বিদ্রূপে জর্জ্জরিতা কৈকেয়ী প্রাসাদ-কোণে গোপনে অনুতাপে চতুর্দ্দশ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। রামের অযোধ্যায় ফিরিবার সময় তাঁহার অনুতাপ প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠে। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ না থাকিলেও কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম 'মা' বলিয়া না ডাকিলে বিষাক্ত লাড়ু খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কৈকেয়ী এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন।]

চোদ্দ বছর রাম গেছে বন—আস্‌ছে নাকি কাল সে ফিরে,
বাহন তারি কোন্‌ হনুমান জানিয়ে গেল। কালকে কি রে
এই পোড়া মুখ তুল্‌বে আমি সেই সে রামের চোখের 'পরে,
হিংসা-বিষে জ্বলিয়ে যারে তাড়িয়ে দিনু সুখের তরে ?
তাড়িয়ে দিনু গহন বনে— রাজ্য-সুখ ও স্নেহের সুখ
সকল কেড়ে কর্‌নু কাঙ্গাল, শাস্তি দিনু কঠোর দুখ।
চোদ্দ বছর প্রতিটি দিন রামের ব্যথা বাজ্‌ল মোর
পাষাণ বুকে ; বনচারী তার নয়নের তপ্ত লোর
অগ্নিবিন্দু সমান আমার বুকের মাঝে রাত্রিদিন
বোধ করেছি, জ্বালিয়ে দেছে, পুড়িয়ে মোরে কর্‌ল ক্ষীণ।
সেদিন আমি ভুলিনি যে, আমিই যেদিন পাঠাই বনে
সাশ্রু চোখে মোরই কাছে বিদায় নিল মোর চরণে !
তখন মনে দিইনি আমল তার সে কাতর করুণ ছবি,
ভরত আমায় ছাড়্‌ল যেদিন, সেদিন হ'তে বুঝ্‌নু সবি
রামের বেদন, তার সে ছবি রইল জেগে ব্যথার সাথে,

সে-ব্যথা মোর নিত্য সাথী স্বপ্নে জেগে দিনে রাতে।
ছাড়্‌ল সতীন, পৌর-নারী, ছাড়্‌ল দাসী, রাখ্‌ল দূরে
ক্রূর নাগিনী কৈকেয়ীরে শিউরে ভয়ে বিজন পুরে।
বিরাট পুরীর একটি কোণে বর্‌নু কঠোর নিস্তব্ধতা,
দিনের পরে দিন চ'লে যায়, বক্ষে জমে বিরাট্ ব্যথা।
ক্রূর নাগিনীর বিষের সে দাঁত ভাঙ্‌ল ভরত, জান্‌বে কে তা?
পুড়্‌ছে গরল দুখের দাহে, বুঝল না কেউ, কেউ না হেথা!

রাম-বনবাস-ষষ্ঠ-দিনে দশরথ তো ত্যজ্‌ল দেহ,
ভরত দিল ভর্ৎসনা মোরে, রইল কে আর কর্‌তে স্নেহ?
কার কাছে আর দাবী আমার, কার কাছে মোর গর্ব্ব রবে,
শাসিয়ে যারে ভুলিয়ে যারে কৈকেয়ী তার ক্ষমা লবে?
সেদিন হ'তে নেই কেহ নেই, রইনু কোণে ঘৃণ্য একা;
লক্ষ লোকের মনে কেবল হিংসা আমার রইল লেখা!
হিংসামূলে ঘুণ ধরেছে, বোঝেনি তা কেউ দরদী;
কেউ আসেনি জান্‌তে কি তাপ কর্‌ছে শোষণ নিরবধি।
আপন-গড়া দুঃখ আমার আপন হ'য়েই রইল নিতি,—
জান্‌ল না কেউ,—পেলাম শুধু নিদয় ঘৃণা, নিদয় ভীতি।
বনে বনে রাম ঐ ঘোরে দুঃখে ক্লেশে,—আমার হিয়ায়
সে ব্যথা যে বাজ্‌ল কী ঘোর কী পীড়াময় বুঝ্‌বে কে তায়?
আমায় সে যে 'মা' বলেছে—সে কথা কি ভুল্‌তে পারি?
পাষাণ ছিনু সে এক দিনে,—তাই ব'লে কি নইক নারী?
ছয় ছটা দিন পাশের ঘরে দশরথের আর্ত্তরবে
প্রাণ গলেনি,—আশায় ছিনু প্রাণের ভরত বস্‌বে যবে
অযোধ্যারি সিংহাসনে, মিট্‌বে আমার সকল গ্লানি;
তার পরে সব উল্টে গেল,—ভরত দিল বজ্র হানি'!—
সেই আঘাতে গর্ব্ব গুঁড়া, সেই আঘাতে বুঝ্‌নু আঘাত
রামের বুকে দিলাম যাহা—ঘট্‌ল যাহে রাজার নিপাত।

গভীর রাতে রোজ মনে হয়—দাঁড়িয়ে যেন সেই দশরথ
সাম্‌নে আমার ক্রুদ্ধ চোখে কট্‌মটিয়ে,—করবে যে বধ!
চম্‌কে শুনি, ঘুম ভেঙে যায়, পাঁজর-ভাঙা সেই সে ধ্বনি,

দশরথের সেই সে বিলাপ,—বুক কাঁপে মোর, প্রহর গণি !
মূর্ত্তিমন্ত এস রাঙা জীবন লয়ে দাঁড়াও ভুঁয়ে—
সব অপরাধ করব স্বীকার, চাইব ক্ষমা চরণ ছুঁয়ে।
বসনহীনা ভিখারিণীর নগ্ন গায়ে বৃষ্টি-ধারা
যেমন বেঁধে, তেমনি যে রে রামের নিশাস তীব্র পারা
আমার বুকের চামড়া ভেদি' মর্ম্মমাঝে বেদন তোলে
অনশনে রাম যে বনে,—সে কথা কি এ মন ভোলে ?
চোদ্দ বছর 'মা' বলেনি ভরত আমায়—পাইনি কোলে ;
সকল স্নেহ সব অভিমান বক্ষে জ'মে উতল দোলে !
হিংসা যত উচ্চাভিলাষ বিলুপ্ত মোর, কান্না খালি
রূপ নিয়েছে অগাধ স্নেহের—সঁপব কারে এ মোর ডালি ?

কী অপমান আমার হবে ভাবল না তা, ছুটল ভরত
রামকে হেথায় ফিরিয়ে নিতে ;—কিন্তু রামের উদার দরদ
মোর অপমান রক্ষা ক'রে চাইল নাকো রাজ্য পেতে,—
সে-কথা যে আমার মনে জাগল কত দিনে রেতে।
সেই তো আমার স্নেহের ভাজন, সেই ক্ষমাবান্, দুঃখে সুখী,
কাঁদন আমার স্নেহ আমার তারেই দেবো—দুখের দুখী।
কাল সে ফিরে আসবে ঘরে, কিন্তু যদি মা' না ব'লে
আমায় যদি নাই ডাকে সে, ঘৃণায় ছেড়ে যায় সে চ'লে,
কোনখানে ঠাঁই থাকবে আমার ? কোন্ সুখে আর বাঁচতে চাবো ?
মরব খেয়ে—এই রেখেছি বিষের লাড়ু খাবই খাবো।
কৈকেয়ী নাম ঘুচবে তবে, মুছবে সবার পথের কাঁটা,
তার বেদনা তারই সাথে বিলীন হবে—পাঁজর-ফাটা !
কিন্তু জানি এমন নিদয় নয় তো সে রাম—নয় তো কঠোর,
আসবে সে ঠিক আমার পাশে,—বাঁধরে আশা, রে চিত্ত মোর !

রাতের বাদল

গভীর রাতে
বরষা সাথে
কি সুখ মনে জাগে—
ধরণীখানি
হৃদয়ে টানি
গভীর অনুরাগে।
বৃষ্টি পড়ে
তরুর ’পরে
গহন বন মাঝে ;
খোলা সে মাঠে
পুকুরে বাটে
গৃহের ছাদে নাচে।
আঁধার ঢাকে
ধরণীটাকে
ঢাকে সে দিশি দিশি,
তাহারি গায়ে
চপল পা’য়ে
বাদল নাচে মিশি’।
বাদল-ধারা
দিতেছে সাড়া,
ধরণী চুপে শোনে ;
ঝরে গো ঝরে
বৃষ্টি পড়ে
ধরাতে, মম মনে।
জাহাজ-বাঁশি
আসিছে ভাসি’—
তরাস বহি’ আনে ;
ভীতির সাথে
হরষ মাতে
পরাণ মাঝখানে।

ঝরিছে ঝর
পিয়াস-হর
বাদল-ঘন-ধারা,
ঘুমাতে নারি—
উতল বারি
করিছে সুখে সারা !
বাদল-ধারা—
নিদ্রা-হারা
হ'য়ে যে শুনি সুখে ;
গভীর রাতে
বাদল সাথে
হরষ ও ভীতি বুকে।

জয় স্বাধীনতা জয়

[চীনের জাতীয় গাথা]

হে মুক্তি, হে স্বাধীনতা, বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ,
শান্তি সাথে মৈত্রী করি' আনো আনো বিচিত্র সংবাদ ;
মূর্ত্ত কর পৃথ্বীতলে দশেক সহস্র নব রূপ।
দানব সমান দৃপ্ত, প্রেতাত্মা সমান সৌম্য ভূপ
সর্ব্বশীর্ষে ঊর্দ্ধব্যোমে বিস্তারিয়া মহিমা মহান
এস হে নীরদ-রথে—বায়ু তাহে অশ্ব বেগবান।
এস এস হে রাজন্, তেজস্যূর্য্যে বিতাড়ো আঁধার ;
ঘুচাও এ দাসত্বের অন্ধকার নরক-আগার।

শ্বেতচর্ম্মা ইউরোপা, বিধাতার হে দুলালী সুতা,
গৃহ তব দৈন্যহীন—সুপ্রচুর-অন্ন-মদ্য-যুতা।
আমি ভালবাসি মুক্তি, মুক্তি মোর প্রিয়া মোর বধূ,
দিবসে সে চিন্তা মোর, রজনীতে স্বপ্ন সেই মধু

পিতৃভূমি প্রিয়তম, তোমার বেদনা দেয় ব্যথা !

মুক্তি-আশে ছুটি তাই, ছুটি লভিবারে স্বাধীনতা।
চঞ্চল সে স্বাধীনতা মুষ্টি হ'তে ছুটিয়া পালায়!
দুঃখনুব্জ লক্ষ ভ্রাতা দাসত্ব-পেষণে গুমরায়।

বায়ু বহে মনোরম, শিশির শোভিছে ঝলমল,
স্নিগ্ধ গন্ধে পুষ্পদল সুবাসিত করে ধরাতল।
কত নর হেরি ঐ রাজ্য লভি' ভুঞ্জে শত সুখ,—
কেমনে ভুলিব তবু স্বদেশের যন্ত্রণা ও দুখ?
পিকিংএ হোথায় হের ব্যাঘ্র সম হিংস্রক সম্রাট
প্রণতি মাগিছে দম্ভে বিলুণ্ঠিয়া সিংহাসনপাট!
অসহ্য বেদনা, হায়, মৃত আজ মৃত স্বাধীনতা!
সমৃদ্ধ এশিয়া আজ মরুভূমি—বিশাল শুষ্কতা!

এ বিংশ শতাব্দী মোরা গড়িয়া করিব নব যুগ;
আজি ভরি' বীর্য্যবন্ত দৃপ্ত শত মানবের বুক
জাগিছে একক আশা, ধ্বনিয়া উঠিছে এক সুর—
"গড়িব নূতন পৃথ্বী, নব স্বর্গ, গ্লানি করি' দূর।"
দাসত্ব বিনত পিষ্ট লক্ষ চিত্ত স্বদেশের মম
জাগুক অত্যুচ্চ গর্ব্বে কোয়াংটাং হিমালয় সম।
নাপলেও, ওয়াশিংটন, বিমুক্তির দুর্জ্জয় সন্তান,
এশিয়ার কোটী চিত্তে মূর্ত্ত হও, করো শক্তিমান।
হে হিন্দুন, আদি পিতা, কোথা পথ? দাও হে অভয়,
এস মুক্তি, স্বাধীনতা, করো ত্রাণ, জয় তব জয়।

বঙ্কিমচন্দ্র

ধূলিধূম-সমাকীর্ণ ক্লিন্ন আজ সাহিত্য-গগন ;
এস দীপ্তকরোজ্জ্বল গ্লানিহর্ত্তা মধ্যাহ্ন-তপন !
কুহেলি-কুজ্ঝটি জাল রশ্মিদর্পে কর পরিষ্কার,
সুনীল নির্ম্মল রূপে মুক্ত ব্যোম জাগুক আবার।
প্রোজ্জ্বল প্রাসাদে তব, হে সম্রাট, ঘোরে ফেরুপাল ;
তব শুভ্র রাজধানী ঘেরে আজ তৃণের জঞ্জাল।
ন্যায়-দণ্ড হস্তে এস, হে বঙ্কিম, শক্তির আধার ;
এস সিংহ, স্তব্ধ কর ফেরুদলে তুলিয়া হুঙ্কার।
হুঙ্কারে গর্জ্জনে তব উম্মথিয়া তোল বঙ্গদেশ,
চঞ্চলিয়া সঞ্জীবিয়া কর তারে দৃপ্ত মুক্তক্লেশ।
তোমার ভেরীর নাদ প্রান্তরে ভবনে বনে পথে
ধ্বনিয়া রণিয়া বঙ্গে জাগাইয়া দিক সুপ্তি হ'তে।
এস বীর সত্যবাক্ ন্যায়াধীশ হে ক্ষুদ্রদলন,
ঘৃণ্য ক্লিন্ন হেয় যাহা ধূলিগর্ভে লভুক মরণ।
চরণে দলিয়া দাও উচ্চশির তৃণগুল্মদল,
তোমার নির্ম্মিত বর্ত্মে করে যাহা কুটিল সমল।
তোমার শীতল-স্নিগ্ধ জলাশয়ে ক'রে যে পঙ্কিল
নাশো সে শৈবালদল, পদ্ম হোক শুভ্র ও সুনীল।

* * *

ভুলে গেছি মাতৃমন্ত্র, দীনা বঙ্গজননীর মুখ ;
দাহন তোলে না চিত্তে লেলিহান অগ্নি সম দুখ।
মিথ্যা মোহে ভুলে গেছি রিক্তা নগ্না জননীর রূপ,
স্বার্থে লোভে দ্বন্দ্ব দ্বেষে রচিয়াছি মরণের কূপ।
এস ঋষি সত্যদ্রষ্টা দেশ-মুক্তি-যজ্ঞের ঋত্বিক্,
বিভ্রান্তে দেখাও পথ, মাতৃমন্ত্রে কর হে নির্ভীক।
প্রতাপ, মহেন্দ্র আনো জীবানন্দ, দেবী চৌধুরাণী,
তব দৃপ্ত সুত সুতা হরুক এ নির্জ্জীবের গ্লানি।
বীর্য্যবন্ত কল্পনায় বীর্য্যবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাট
বিমুক্ত করিয়া তুমি দেখাইলে স্বপূর্ণ স্বরাট।
সে-পুরুষ মহীয়ান্ নারীচিত্ত বাঙ্গালীর চোখে

আবার উজ্জ্বলি' তোল শক্তি-ন্যায়-মহিমা-আলোকে।
তুমি পূর্ণ শক্তিমান, শক্তিমান মানস সন্তান
গড়িলে যা ঘরে ঘরে আজি তাহা হোক মূর্ত্তিমান্।
বীর্য্য চাই, শক্তি চাই, চাহি বেগ, উন্মত্ত যৌবন,
চাহি দৃপ্ত মেরুদণ্ড, উল্লসিত উদ্দাম জীবন।
ন্যুব্জ কুব্জ ভীত ত্রস্ত দুর্ব্বল ও অলস বাঙ্গালী
তোমার জীবনমন্ত্রে প্রাণ-নৃত্যে উঠুক আস্ফালি'।

* * *

এস দ্রষ্টা, এস স্রষ্টা, এস ত্রাতা, মুক্তির সাধক,
তোমারে আহ্বানি' আজ জ্বালি মোরা যজ্ঞের পাবক।
নেতৃহীন শক্তিহীন শান্তিহীন এ বঙ্গের ঘরে
সাহিত্যসম্রাট এস বঙ্গগুরু ন্যায়-দণ্ড-করে।

অন্ধকারে

সন্ধ্যাবেলা আকাশ পানে আজকে আছি চেয়ে,
মন ভেসে যায়, প্রাণ ভেসে যায়, সুপ্তি আসে ধেয়ে;
জীবন যেন লুপ্ত আমার; বিপুল স্রোতে ভাসি,
অন্ধকার আর আলোর স্রোতে যাই রে ভাসি' হাসি'।
খণ্ড মেঘের ঢেউএ ভরা আকাশ সিন্ধু হেন
আঁধার-আলোর জোয়ার-ভাঁটায় নিত্য দোলে যেন।
অনন্ত কাল এ স্রোত বহে অনন্ত প্রাণ বহি'
অনন্ত জীব ডুবছে, আবার ভাসছে রহি' রহি',
আমার মতন,—নেইক বিরাম শ্রান্তি কোনো ক্ষণে,—
বৃক্ষ ভাসে, মানুষ ভাসে, পৃথ্বী, জীবগণে।

নেইক সাড়া ধরায় কোনো, এক নারিকেল-গাছ
মৃদুল হাওয়ায় দোলায় পাতা শূন্যতারি মাঝ!
একটি দুটি কাকের আওয়াজ, নেইক রে আর কিছু;
ব্যাধের মত আঁধার এসে শব্দ পিছু পিছু
করলে তারে শায়ক-হত; স্তব্ধ দিশি দিশি,

কেবল আমি জ্যান্ত যেন, তাও যে রে যাই মিশি' !—
কে আনে রে মৃত্যু-পরশ—চিত্তে আমার লাগে ;
স্পন্দিত প্রাণ স্তম্ভিত হয় এ কার অনুরাগে !
শান্তি এ কি ? এ কি গভীর মৃত্যুরি বন্ধন ?
এ কি বিপুল প্রাণের সাথে প্রাণের আলিঙ্গন ?

অবোধ উদাস বুঝতে নারি এ কারি আহ্বান ;
টানছে আমায় উধাও খালি অন্ধকারের বান।
আকাশ-বুকে আঁধার-স্রোতে আজকে ভেসে যাই,
যাই রে ভেসে গভীর দেশে, বন্ধ বাধা নাই।
হে অন্ধকার, হে পারাবার, জীবন-কাণ্ডারী,
নাও টেনে নাও, নাও গো বুকে ; সইতে নাহি পারি
এই ধরণীর কঠোর মরুর দুঃখ-পেষণ-কারা ;
ক্ষতের 'পরে দাও গো প্রলেপ, শান্তি-সুধার ধারা।
সে শান্তি দাও মৃত্যু যদি হয় গো তাহার রূপ,
তবুও তারে করব বরণ, সে মোর জীবন-ভূপ।
দিনের আলোয় দুঃখ আনে, দগ্ধ তাহে আঁখি,
এস আঁধার স্নিগ্ধ কোমল, চক্ষে বুকে রাখি।
জুড়াও জীবন, হে অন্ধকার, নিবাও ব্যথার শিখা,
শান্তিরি দাও স্নিগ্ধ চুমা, মৃত্যুরি দাও টীকা।

বাদল-সকাল

(গান)

আজিকে হৃদয়-মন খুলিয়া
প্রভাত-বাদলে তারে তুলিয়া
তরল আঁধার 'পরে রাখ রে।
রাখ রে সজল মেঘ-ছায়াতে,
নীরব নিথর ঘন-মায়াতে,
নীরবে চাহিয়া শুধু থাক রে।
দূর হ'তে শাদা ধোঁয়া আকাশে

আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে বাতাসে,
ভিজা কাকে থেকে থেকে গুমরে।
কোথায় লুকাল রবি সভয়ে ?
আঁধারে বাদলে চলে বিজয়ে,
দিবসে রাতির ভীতি শিহরে।
আঁখি-পথে প্রাণ আসে ছুটিয়া,
শীতল বাদল-স্নেহ লুটিয়া
তৃপ্তি লভিয়া ফেরে গহ্বরে।
প্রভাতে আজিকে আলো-আঁধারে
বুকে বাঁধি' ধরারে ও ধারারে
যাও মরি,' আলোকোনা জাগ রে !

রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব্বগগন মন্থন করি' জাগিল যে-রবি জ্যোতিৰ্ম্ময়,
সাগর উতরি' প্রতীচী-আকাশে স্পর্শিল যার রশ্মিচয়,
যে ভণে চণ্ডীদাসের পীরিতি, উপনিষদের মৈত্রীগান
যার সংগীতে হয়েছে মূর্ত্ত, ভারত-সত্য লভেছে প্রাণ ;
যে জানাল কত নিগূঢ় বারতা সহজ ভাষায় প্রকাশ করি,'
সত্য যে খোঁজে দেশে দেশে আর কালে কালে যেথা রয়েছে পড়ি ;
যে বলিল, প্রেম পরম কাম্য নরে নরে আর দেশে ও দেশে।
তেয়াগিল যেই রাজার উপাধি দেশের দুঃখে দারুণ ক্লেশে।
প্রাচীন ভারতমূর্ত্তি যে-জন আপন কাব্যে মূর্ত্ত করে ;
সাম্য মৈত্রী স্বদেশের-প্রেম যার সংগীতে আপনি ঝরে ;
প্রাচীন-কাব্য রীতি সনে যেই মিশাল সহজ কাব্য-রীতি ;
বঙ্গপ্রীতির সাথে সাথে যার আপনি আসিল বিশ্বপ্রীতি ;
দেশে যে দেখায় দেশের মূর্ত্তি, বিদেশে দেখায় বিশ্বরূপ ;
অন্যায়ে যে ই বলে অন্যায়, মেনেছে কেবল বিশ্বভূপ ;
কোমল কান্ত গীতাবলি যার চণ্ডীদাসের গীতির পারা ;
বঙ্গভূমির সুধা-নির্ঝর যার গানে পেল লক্ষ ধারা ;
শ্রাবণের ধারা-সম যার গীত বঙ্গভূমিতে প্লাবন আনে ;

শারদ জ্যোৎস্না সম যার গান তপ্ত হৃদয়ে শৈত্য দানে ;
ব্যথাতুরা নারী যার সংগীতে আপনার ব্যথা মূর্ত্ত দ্যাখে ;
শিশুগণ যার কাব্যে আপন খেলা আর হাসি ফুটায়ে রাখে ;
বিরহ মিলন দুঃখ যাতনা কাব্যে যাহার পেয়েছে রূপ ;
বর্ষা শরৎ রাত্রি দিবা ও ফাগুনের হাসি—রসের কূপ ;
সকলে যেথায় করিয়াছে ভিড়, ভিজা মাটী যেথা গন্ধ ছাড়ে ;
ঝরা ফুল আর পথহারা নদী জানায় বেদনা দুঃখভারে ;
ক্ষোভে স্নেহে প্রেমে হেরি যেথা মোরা মানবের বহু লক্ষ ছবি ;
তৃণ ও আকাশ অন্ধকারের লীলা ও বেদনা বুঝে যে কবি ;
সেই সে মহান্ সেই সে বিরাট্ সেই প্রতিভায় নমস্কার ;
বংগপ্রদীপ হইয়া হরিল জগৎজোড়া যে অন্ধকার।
প্রণাম প্রণাম, হে রবি মহান, পূর্ব্ব-গগন-উজলকারী,
রশ্মি যাহার পূরব হইতে হ'ল পশ্চিম-আঁধার-হারী !

শরৎ-মধ্যাহ্নে

(১)

আজি শরতের শান্ত মধ্যাহ্ন-বেলায়
ব'সে আছি কর্ম্মহীন, স্তব্ধ নিরালায়
আপনার গৃহ-মাঝে। বিমুক্ত তপন
ধরণীর স্নিগ্ধ অংগে গাঢ় আলিংগন
করিতেছে অনিবার। এ গৃহ আমায়
স্বর্ণ-জ্যোতি তপনের তপ্ত-প্রেম-ধার
যতনে ধরিছে দেহে। ঘরে বসি' ভাবি—
আজি এ সুন্দর রৌদ্র নিখিলেরে ছাপি'
চলেছে কোথায় ? আম্র-তরু শিরে-শিরে
পত্রে পত্রে, তটিনীর তরংগিত নীরে,
বনে বাটে নদীতীরে শত শূন্য ভরি'
প্রসারিত পৃথিবীর বক্ষ পূর্ণ করি'
দুলিছে মাতিছে আজি রৌদ্র-পারাবার !
হের বসুধায় আজি উচ্ছল ভাণ্ডার !

(২)

এ মোহন মধ্যাহ্নের সুবর্ণ-বিভায়
বিগত-দিবস-স্মৃতি পরশিয়া যায়
আমার এ চিত্তে, চোখে। এই এ আলোকে
শত সুপ্ত আশা মোর জাগিছে পুলকে।
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—বিক্ষুব্ধ জীবন
প'ড়ে আছি উদাসীন—বেদন পেষণ
ক্ষণিক হরষে ভরা লুপ্ত লক্ষ দিন,—
কেহ দীপ্ত, কেহ ম্লান, কেহ দৃপ্ত, ক্ষীণ।
সম্মুখে চাহিয়া দেখি—কোন্ এক দ্বারে
বহিয়া এনেছি আজি চপল আমারে
উন্মত্ত আশায়। হানি সেথা করাঘাত,
কোন্ হর্ষ কি রত্নের লভিব সাক্ষাৎ ?
বল বল, স্বর্ণরৌদ্র, এ কোন্ দুয়ার ?
জীবনের অমৃত কি এখানে অপার ?

রণ-সঙ্গীত

[ইতালীর জাতীয় গাথা]

জাগো ভাই জাগো, জাগো হে বন্ধু হাজার হাজার,
বরিতে নবীন উজ্জ্বল যুগ হও আগুসার,
চল দলে দলে, চল দৃঢ় পদে, নাহিক ভয়,
চল চল ত্বরা ন্যায়ের যুদ্ধে লভিতে জয়।
হৃদয়-শোণিতে কিনিব সে-জয় কাম্য অতি ;
এ সাগর হ'তে অপর সাগর জানাবে নতি।
এ সারা ইতালী জুড়িয়া আমরা সকলে ভাই,
এক ভাষা আর এক সুখ আশা, দ্বিতীয় নাই।

*　　*　　*

যৌবন, ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয় !
তোমারি লীলার স্ফূর্ত্তি এই এ ফ্যাসিস্টু-বল,

এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

*　　*　　*

এই বলে বলী জাগ্রত আজি স্বদেশ মোর
লাঞ্ছনা ক্লেশ আর না সহিছে দুঃখ ঘোর।
নবীন জীবনে জেগেছে আজিকে সুপ্ত দেশ,
গরীয়ান আজি মহীয়ান সে যে দৃপ্ত-বেশ!
জীবন-মশাল উজ্জ্বল করি' উচ্চে জ্বালো,
ঘুচিবে আঁধার, অভিযান-পথ হইবে আলো
চল দৃঢ় ধীর চল সুস্থির শান্ত-গতি,
মুক্তি লভিবে তবে তো পূর্ণ শুদ্ধ-জ্যোতি।

*　　*　　*

যৌবন, ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্ফূর্ত্তি এই এ ফ্যাসিস্ট-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

*　　*　　*

পরিখা-গহ্বরে রজনী জাগিয়া কাটিয়া পথ
গুলির দাহন দলিয়া চলিব, কে করে রদ?
বহিয়া বহিয়া পতাকা আমরা চলিব দ্রুত,
সমর-ঘূর্ণী মথিয়া বহিব পতাকা পূত;
বিজয়-লক্ষ্মী লবেন পতাকা—দণ্ড তাঁর;
মানুষ আমরা মানুষের মত দুর্নিবার।
মোদের ইতালী ইতালী বলিছে—'কর রে রণ';
ইতালীর নামে লড়িয়া জিনিব দুর্দ্দমন!

*　　*　　*

যৌবন, ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্ফূর্ত্তি এই এ ফ্যাসিস্ট্-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল!

দুঃখানন্দ

দুঃখের গভীর ব্যথা এ চিত্তে আমার
আজি যেন পরিপূর্ণ হর্ষ-পারাবার !
সম্মুখে মানুষ যায়—হাসে, গলাগলি ;
বিবাহ-সানাই শুনি, শিশুর কাকলি,
বন্ধুজন-হাসাহাসি, উচ্চ আলাপন।
আমি স্তব্ধ ব'সে রই, একান্ত আপন
একান্ত নিবদ্ধ হ'য়ে উঠিছে ঘনায়ে
মোর ব্যথা বক্ষে মোর ; আলোকে ও বায়ে
ঘটেনি প্রকাশ তার ; নাহি কোনো নর
সে-বেদনা যেচে নিয়ে করে লঘুতর।
আমার বেদনা তার গর্ভে মধু দেওয়া ;
গরলে অমৃত রচে,—কাঁটা-ঘেরা কেয়া !
দৈন্যে দুঃখে জাগা মোর যত অশ্রুজল
অন্তরে সঞ্চিয়া ঢালে নির্ঝর শীতল।

কর্ণ

[কর্ণের জীবন আগাগোড়া ব্যর্থতায় ভরা। অর্জ্জুনের শরে যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জানান যে, কর্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাতে শোক-বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ কর্ণের মাথা আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। অর্জ্জুনের কোলে কর্ণ বিলাপ করিতেছেন।]

কর্ণ

কে রে ? কার স্পর্শ পাই ?—দুর্য্যোধন ? দুর্য্যোধন বুঝি !
এস ভাই, কর্ণ হত প্রাণপণে তব তরে যুঝি' !
এস সখা ! এস মিত্র ! লহ শেষ বিদায় আমার !

অর্জ্জুন

দুর্য্যোধন নহি ভাই, আমি পার্থ অনুজ তোমার।

কর্ণ

এঁ্যা ! এঁ্যা ! পার্থ ! পার্থ হেথা—দেখি দেখি—বটে তো অর্জ্জুন ।
কি সংবাদ চিরদ্বন্দ্বী ? শত্রু তব রিক্ত-ধনু-তূণ
মৃতপ্রায় ! আর কেন ?

অর্জ্জুন

ক্ষমা কর মোরে, সহোদর ;
জ্যেষ্ঠ মোর, ভ্রাতা মোর, অপরাধ করেছি বিস্তর ।

কর্ণ

সহোদর ? জ্যেষ্ঠ তব ! শত্রু-জনে এ কি সম্ভাষণ !
তুমি অরি,—আমি অরি,—এই ভাই মোদের বন্ধন ।
জ্যেষ্ঠ আমি ? জ্যেষ্ঠ বটে ! আজ প্রাতে শুনিনু তাহাই ।
তুমি আমি সহোদর—সিংহে ব্যাঘ্রে,—শুনিনু বৃথাই ।
আজ প্রাতে, আগে নয়, শুনিয়াছি তোমারই জননী
আমার জননী সেও, জ্যেষ্ঠ আমি ; ধন্য মনে গণি ।
চিরদ্বেষী, চিরদ্বন্দ্বী, চিরঅরি সর্প ও নকুল
এক গর্ভ হ'তে এল, ভুল ভাই, বিধাতার ভুল !
কর্ণ অধিরথ-সুত অবজ্ঞাত,—সেই ছিল বেশ ;
অরি-হাতে হ'নু হত সেই ভেবে মুছে যেত ক্লেশ ।
বড় ব্যথা, বড় ক্লেশ ! পদ্মাবতী ! বৃষকেতু নাই ?

অর্জ্জুন

ভাই, ভাই, কেঁদো নাকো, ধৈর্য্য ধর, শান্ত হও ভাই !

কর্ণ

শান্ত হব, ভেবো নাকো ; ঐ হোথা ডুবে দিন-স্বামী
তপন জনক মোর চিরারাধ্য !—যাই পিতা আমি !
শান্ত হব, যাব ভাই, মহীতলে তুমি রবে বীর
দ্বন্দ্বীহীন দম্ভী দৃপ্ত !—মৃত্যু মোর নহে যে সুস্থির !
না, না, ভাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই আর,
আমি তব জ্যেষ্ঠ ভাই, তব শুভ ইচ্ছি বার বার ।

মৃত্যু আসে, শান্তি আসে, জানি ভাই মুদিব নয়ন ;
দু'টি কথা ব'লে যাই, দু'টি কথা—হৃদয়-বেদন !

অর্জুন

ব্যথিও না আপনারে, ছাড় খেদ, ছাড় সহোদর।

কর্ণ

খেদ, ভাই, খেদ বটে, বড় খেদ, কহি পর-পর,—
বড় ব্যথা, বড় দুঃখ জ'মে আছে, ঢেকে আছে বুক ;
পার্থ ধীর, ভ্রাতা মোর, তব পাশে নামাই সে দুখ।—
যে-ব্যথা বলিনি কারে সে ব্যথা আজিকে ব'লে যাই ;
ধরণী দিল যে-ব্যথা, ধরণীতে রেখে যেতে চাই।
পার্থ ভাই, ভেবে দেখ—অবহেলা, ঘৃণা, অপমান
শৈশব হইতে পেনু নিতি আমি মানবের দান,—
ব্যর্থতা বিপুল শুধু পদে-পদে নিঠুর ব্যর্থতা ;
কীর্ত্তি-শৈলে উঠি—পড়ি, ঠেলে পদ গুপ্ত পিচ্ছিলতা !
শৈশবে ত্যজিলা মাতা লজ্জায় গোপনে অবজ্ঞায়।
কৈশোরে যখন প্রাণ মুঞ্জরিল বীরত্ব-ব্যথায়
অস্ত্র-গুরু দ্রোণ পাশে মাগিলাম অস্ত্রের শিক্ষণ,
দিলা গুরু প্রত্যাখ্যান, রাধা-সুতে ফিরাল বদন।
গেনু জামদগ্ন্য-পাশে—অস্ত্রশিক্ষা লভিনু অপার ;
ক্ষত্র নহি জানি' গুরু দিলা শাপ, দিলা তিরস্কার,
শাপ দিলা—দ্বন্দ্বী-মুখে ব্যর্থ হ'বে তোর বাণ-বল।
দুর্জ্জয় এ চিত্তে তবু কোনো ব্যথা করেনি দুর্ব্বল।
দুর্ব্বার এ বীর্য্য-তেজ আপনাতে সম্বরিতে নারি'
ছুটে গেছি দম্ভী দৃপ্ত যে-দিন নিপুণ-অস্ত্রধারী
জিনিলে সবারে তুমি পরীক্ষায় করি' সবে ম্লান,
আমি প্রতিদ্বন্দ্বী তব গেনু সেথা, বীর্য্য অভিমান
ফোলে বক্ষে ; অধিরথ-সুত জেনে দিলা সবে গ্লানি,
দুর্য্যোধন নিজ গুণে হীন কর্ণে করি' দিলা মানী।
অগ্রসরি' গেনু আমি দেখাইতে অস্ত্রের কৌশল,
বার্ত্তা এল—কুন্তী-পীড়া, সঙ্গে ভঙ্গ হ'ল সভাস্থল !

ব্যর্থ শিক্ষা অভিলাষ ব্যর্থ আশা, পেনু বড় ক্ষোভ।
বড় ব্যথা, আজো বাজে সমাজের অবিচার-কোপ।

অর্জ্জুন

থামো, ভাই, থামো, থামো, গত দুঃখ গত হ'য়ে যাক!

কর্ণ

গত দুঃখ গত হবে! ব্যথা তার থাক, ভাই, থাক,
করুণার তরে নয়,—কেবল কর্ণের পরিচয়—
ভাগ্য-সনে দ্বন্দ্ব তার, ব্যর্থতারে দিতে পরাজয়।
আরো আছে—আরো ব্যথা, শোনো, পার্থ, অন্তর-যাতনা,
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে হাসি পেল হেরি' বীরপনা
বীর্যহীন ক্ষত্রিয়ের, লক্ষ্যভেদে হ'নু অগ্রসর,
দ্রৌপদী লাঞ্ছিল মোরে, অধিরথ-সুতে নাহি বর
বরিবে সে কভু,—ব্যর্থকাম, ব্যর্থশক্তি, ব্যর্থ-আশ,
অপমানে অবজ্ঞায় পুড়ে ম'ল উচ্চ অভিলাষ!—
পিঞ্জরে আবদ্ধ ব্যাঘ্র নিষ্ফল আক্রোশে যথা মরে
সম্মুখে হেরিয়া তার মুক্তিনাশী অতি ক্ষুদ্র নরে!

সে দুঃখের ভারে, ভাই, বাড়ায়ো না আজিকার ভার;
মানুষ ভাগ্যের শিশু, ক্রীড়নক দুঃখ-যাতনার।

কর্ণ

আজি প্রাতে শোনো, ভাই, তপনে বন্দিয়া প্রাণ ভরি'
প্রতিজ্ঞা করিনু দৃঢ়—দৃঢ় বলে আজ মারি' অরি
দর্পী পার্থে, নিষ্কণ্টক করি পথ; কর্ণ-জয়-গান
ধ্বনিয়া রণিয়া আজ দিকে দিকে বাজাই বিষাণ!
সহসা কুন্তীরে হেরি—নতমুখী, মুখে মাখা ব্যথা
স্নেহশীলা ধীরে ধীরে জানাইলা সে বজ্র-বারতা
আমি কর্ণ পুত্র তাঁর—নিমেষে টুটিল অন্ধকার!
চিত্তে মোর একসাথে বেজে গেল হর্ষ হাহাকার!

দুর্জয় জয়ের বহ্নি ম্লান হ'ল, নিবে নিবে যায়,
এ নব বিচিত্র সুখে, জননীর স্নেহের বাত্যায়।
দুর্দম বাসনা মোর অরিন্দম প্রতিজ্ঞা দুর্বার
মন্ত্রবদ্ধ সর্প-সম ব্যর্থ রোষে ফোলে অনিবার।
চ'লে আসি রণাঙ্গণে ;—ভিক্ষা-আশে আসিলা ব্রাহ্মণ,
মাগিল কঠোর ভিক্ষা, মাগিল সে জীবনের ধন—
শেষের সহায় মোর আত্মরক্ষী কবচ-কুণ্ডল।
দিনু তাহা ; আশা শেষ, দিনু ভাই জীবন-সম্বল।
তবু হেরিয়াছ, ভাই, এ কর্ণের অক্লান্ত প্রতাপ,
প্রচণ্ড প্রবল শক্তি ;—হায়, হায়, মৃত্তিকার চাপ
গ্রাসিল রথের চক্রে, আনায়ে পড়িল সিংহ বাঁধা !
সনাতন সেই দুঃখ, সনাতন ব্যর্থতার বাধা
পদে পদে এল কাছে, পদে পদে পরা'ল শৃঙ্খল ;
আমি বিধাতার শাপ, কীর্ত্তিহীন, জীবন নিষ্ফল !
জননী ভাসায়ে দিল অবজ্ঞায়,—ভেসে ভেসে আসি
অবজ্ঞা-উপলে পিষ্ট, স্নেহহীন, ব্যর্থ-উচ্চ আশী।
পুত্র হ'য়ে মাতৃত্যক্ত, বীর হ'য়ে সুনির্ম্মল খ্যাতি
লভিনিক, চিত্ত-আশা চিত্তে লয়, গর্ব্ব আত্মঘাতী।
আমি এনু ধূমকেতু প্রয়োজন-হীন আলো লয়ে'
আকাশের ব্যর্থ সৃষ্টি—তপনে চন্দ্রেতে যবে বহে
অজস্র আলোর স্রোত তারায় তারায়। তুমি ভাই,
বীর বটে, বংশগর্ব্বী, শুভ্র-খ্যাতি, কোনো গ্লানি নাই !
জয়ী তুমি, তৃপ্ত তুমি, বীরত্বের দেখালে ব্যঞ্জনা ;
আমি পেনু অনাদর, অভিশাপ, ব্যর্থতা, গঞ্জনা !
হীনতা, দীনতা, লজ্জা উচ্চ শির করিয়াছে নত ;
জ্যেষ্ঠ বটে শ্রেষ্ঠ নই, কীর্ত্তি নাই বলিবার মত !
কর্ণ নাম মুছে যাক খেদ নাই ;—শুধু অনুরোধ—
তুমি মনে রেখো মোর এ লাঞ্ছনা অপমান-বোধ।
শত্রু নয়, স্বন্দ্বী নয়, ভ্রাতা বলে মনে দিও ঠাঁই ;
ধরণীতে যা হ'ল না স্বর্গে হবে—রব ভাই ভাই।
আর নয়, বড় ব্যথা, যাই ভাই, ভেঙে যায় বুক !
পার্থ, ভাই, আশীর্ব্বাদ করি তুমি লভ চিরসুখ।

শীতের রৌদ্র

স্নিগ্ধ রৌদ্র বিকশিত জ্বলন্ত যৌবনে
সুনীল অম্বর ব্যাপি' অনন্ত ভুবনে
মেলিয়াছে দীপ্তি তার। হিম-ক্লিষ্ট গাছে
বিথারি' আপন অঙ্গ নিজ বক্ষ-মাঝে
টানিছে এ তপ্ত সুখ পত্র-পাত্র ভরি'।
তৃণ জাগে দীর্ঘ শিরে! শত সৌধ 'পরি
আলোক সুদৃপ্ত তৃপ্ত সুশুভ্র মোহন—
বিশ্বের অন্তর হ'তে ক্ষরিত জীবন—
জয়ফুল্ল সম্রাটের সমান বিভায়
দাঁড়ায়ে রয়েছে শান্ত-সৌম্য মহিমায়।
এ যে ক্লিষ্টা ধরণীর পীড়িত শিয়রে
বিশ্বের অমৃত-প্রাণ অভয় বিতরে!
কি উগ্র আগ্রহে হর্ষে, হে বিশ্ব মহান্,
এ ভুবনে রৌদ্র-স্নেহ করিতেছ দান!

বাতায়নে

এক বাতায়নে দেখি শুভ্র-মেঘ-চূড়া—
কেশর বিস্তারি' যেন এক সিংহ বুড়া
মাথা তোলে ধীরে ধীরে। অন্য বাতায়নে
ছিন্ন মেঘ লঘু অতি, ত্বরিত-গমনে
চলে দিকে দিগন্তরে মাপিয়া দেখিতে
আকাশের নীল ব্যাপ্তি। হোথায় চকিতে
অন্য বাতায়নে হেরি—উদ্‌গারিছে ধূম
প্রকাণ্ড কলের চিম্‌নি—যেন ত্যজি' ঘুম
যুদ্ধে রত কুম্ভকর্ণ লভিয়া প্রহার
অবিরাম ফেলে শ্বাস কৃষ্ণ-বাষ্পাকার।
অন্য বাতায়নে হেরি—ত্রিতলের ছাদে
এক কাক ঘন ঘন ডাকে, যেন কাঁদে।

শব্দে রূপে বিচিত্র এ জীবন্ত ভুবন
চলিয়াছে, কিন্তু কেন, কিবা প্রয়োজন ?

যৌবন-বন্দনা

নম যৌবন, শৌর্য্য-সূর্য্য, নম নম নির্ভয়,
নম হে দৃপ্ত শক্তিক্ষিপ্ত, নম নম দুর্জ্জয়,
নম অন্যায়-পেষণ-দলন, নম হে দুর্ণিবার,
নম বিপত্তি-কলুষ-হন্তা ভীতি-জেতা দুর্ব্বার,
নম ভৈরব উন্মাদ শিব সশূল দিগম্বর,
নম নর্ত্তন-মত্ত-চরণ রিক্ত-আড়ম্বর,
নম মহাকাল রুদ্র ভয়াল ভীষণ দুর্দ্দমন,
নম জঞ্জাল-জীর্ণতা-হারী সমেঘ প্রভঞ্জন,
নম সমুদ্র চপল রুদ্র উত্তাল বেগবান,
উদ্দাম স্রোতে বিপুল বিঘ্ন ভাঙি' পড়ে খান খান,
নম ক্রন্দন-বিজয়ী বেদন-বিমুখ মহোল্লাস,
দৈন্য-দুঃখ-শঙ্কা-হরণ অন্যায়ী পাপী ত্রাস,
নম যৌবন শৌর্য্য-সূর্য্য, নম নম নির্ভয়,
নম দুর্দ্দম-শক্তি-আধার, নম নম দুর্জ্জয়।

ভারতচন্দ্র

[অন্নদামঙ্গলের "শিবনামাবলী"র ছন্দের অনুকরণে

জয় কবীশ ভাস্কর,
গুণী অনশ্বর,
চিত্রকরেশ্বর,
শিল্পীবর।
জয় বিচিত্র-ছন্দক,
বিচিত্রবাদক,
সুকীর্ত্তি ভালক,
গুণাকর।

জয় শিবানুবর্ত্তক,
কলুলিশ-ভাষক,
প্রফুল্ল-হাসক,
নৃত্যপর ।
জয় পীযূষ-ভাষণ,
কাঠিন্য-নাশন,
উজ্জ্বল-ভূষণ,
শুভংকর ॥
জয় জড়ত্ব-শায়ক,
ছন্দ-বিধায়ক,
নব্য নিয়ামক,
শক্তিধর ।
জয় পিণাক টংকৃত,
মৃদঙ্গ-ঝংকৃত,
সংগীতালংকৃত,
কাব্যকর ॥
জয় প্রতিভা-আলয়,
দিবাকরোদয়,
শশীসুধাময়,
দৈন্যহর ।
জয় গউড়-গৌরব,
অশেষ-সৌরভ,
যুগে যুগে সব
মুগ্ধকর ॥

গৌতমের গৃহত্যাগ

স্তব্ধ আষাঢ় পূর্ণিমা রাত নিথর নিঝুম—করুছে সাঁসাঁ!
কোন্ অতুল তালয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধরার ভাষা!
শান্তি নিবিড়, শান্তি অটল, শান্তি কঠোর মৃত্যু যেন!
কেবল ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন!
কেবল চাঁদের চোখটা জ্বলে, তাও সে ক্ষণে পড়ুছে ঢুলে'।
মর্ত্ত মানুষ ধরায় আছে—একথা মন যায় যে ভুলে'।

চাঁদের আলোয় নিদ্রা ঝরে, নিদ্রা-নিবিড় জ্যোৎস্না-রাতি!
শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদে জ্বলুছে নাকো একটি বাতি।
স্তব্ধ পুরী,—হাস্যধ্বনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা,
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ-আরাব, নর্ত্তকীদের উচ্ছলতা,
আরতি-সাম,—সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্ গভীরে!
ঘরে ঘরে সুপ্ত জনের জাগুছে আরাম-নিশ্বাস ধীরে!
ধরার বুকে নেইক ধ্বনি, রাজপ্রাসাদে নেইক সাড়া!—
শয্যা'পরে কে ঐ নড়ে, কে ঐ নড়ে নিদ্রাহারা!
অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে,
তারই পাশে গৌতমও যে নিদ্রাবিহীন চোখটি মেলে'।
কি ব্যথা তার বাজুছে বুকে? কিসের দুখে রাত্রি জাগে?
কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন? নিদ্রা কেনই তুচ্ছ লাগে?—
দুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্য-ব্যথা, জরার ব্যথা
ঐ বুকে তার ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরতা।
বক্ষে যেন বাণ লেগেছে ছটুফটিয়ে উঠুছে পাখী!
নিদ্রা নাহি নিদ্রা নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি' থাকি'!

উঠুল যুবা, প্রাণ যে জ্বলে, বসুল উদাস শয্যা 'পরে,
গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে!
জানুলা দিয়ে দেখুল যুবা আকাশ-গায়ে জ্বলুছে তারা,—
অসীম দেশের আভাস দিয়ে ডাকুতে কি রে বলুছে কারা?
ঘুমায় শিশু দেখুল যুবা, আঁকুড়ে তারে যশোধরা,—
একটি শিশু হেথায় সুখে, লক্ষ শিশু হোথায় ধরা

দুঃখে ক্লেশে পিষ্‌ছে নিতি, তাদের হোথা দেখ্‌বে কেবা ?
এই শিশুরি সমান মূঢ় রইল ধরায় অজ্ঞ যেবা,
পথ দেখাবে কে রে তারে, হাতটি ধ'রে তুল্‌বে তারে,
দুঃখ ভরা জগৎ হ'তে লবে তারে দুখের পারে ?
ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর দুল্‌ছে ঝড়ে,
মানুষ-তরী ডোবে ডোবে,—রাখ্‌বে কে তার হালটি ধ'রে ?
বেদন-নত ভূতলশায়ী লক্ষ জনার ক্ষুব্ধ কানে
মুক্তি-অভয় কে দেবে রে ?—উঠ্‌বে সবাই সবল প্রাণে !
বাজে বাজে বিষম বাজে—বক্ষে ব্যথায় ডাঙশ হানে ;
দাঁড়ায় যুবা শয্যা-পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে।
পুরীর পাষাণ-প্রাচীর ভেদি' ডিঙিয়ে এসে সুখ-নিগড়ে,
জায়ার প্রীতি ছাপিয়ে ঢেকে, নর্ত্তকী-গান চূর্ণ ক'রে,
কেমন ক'রে সকল ব্যথা ঐ বুকেতে লাগ্‌ল এসে ?—
গোপন ব্যথা, গোপন কাঁদন এল কি হায় হাওয়ায় ভেসে ?
পায়নি কি ঠাঁই, পায়নি রে বাস এই এ যুবার বক্ষ বিনে ?
হাজার হাজার বরষ ধ'রে খুঁজ্‌ছিল কি রাত্রে দিনে
এই বুকেরি শীতল আবাস ? বুকটি আজি কেন্দ্র সম
সব বেদনা আঁক্‌ড়ে ধরে,—নমনীয় পরম কম !
চোখ ছেপে তার অশ্রু আসে, বুক ছেপে তার কাঁদন দোলে,
বেদন-উতল দাঁড়িয়ে যুবা নিথর নিশার শান্ত কোলে !
যৌবন এই, প্রেমের লীলা, যশোধরার মধুর হাসি,
এই যে দোঁহার অটুট বাঁধন—জরায় সবি ফেল্‌বে গ্রাসি' ;
যশোধরার দীপ্ত রূপে জরার আঁধার ফেল্‌বে ছায়া,
এই যে সবল শক্ত আমি নুইয়ে যাব কুব্জ-কায়া !
মৃত্যু শেষে আস্‌বে কঠোর, টান্‌বে ধ'রে সবার কেশে ;
কেউ রবে না, কেউ পারে না জিন্‌তে তারে সর্ব্বনেশে !
হাসে মানুষ হর্ষ করে, জানে না সে হাসির পিছে
লুকিয়ে আছে বিষম কাঁদন, সুখ যা বলে সে যে মিছে !
সেই কাঁদনের বেদন দিয়ে বেদন জয়ী মুক্তি-গাথা
কে দেবে রে ক্লিষ্ট ধরায়, কে হবে রে ক্লেশের ত্রাতা ?
জাগ্‌ল যুবার ক্লিষ্ট মনে শায়ক-বেঁধা সেই সে পাখী,
জীর্ণ বুড়ার নুইয়ে চলা, বস্ত্রে শবে নে যায় ঢাকি' ।—

গিরগিটি খায় পিঁপড়ে ফড়িং, গিরগিটিরে সাপ সে গিলে,
সেই সাপেরে কামড়ে খেল দৌড়ে এসে একটা চিলে ;
মানুষ মারে ছাগ ও মাছে,—এই ত ধরা !—হিংসা-নীতি
চলছে কঠোর ; নেইক দয়া, নেই করুণা, নেইক প্রীতি !
এই ত জগৎ মিথ্যা বিপুল—জগৎ বিরাট মিথ্যা ঘেরা,
চাই আলো চাই, চাই রে আলো, আঁধার বড়, আঁধার ডেরা !
কে ঘোচাবে এ হিংসা-দ্বেষ, কে তাড়াবে নির্দ্দয়তা ?
ব্যাকুল যুবা কক্ষে ঘোরে, বক্ষে জমে ব্যাকুল ব্যথা।

এই তো রাতি, এই অবসর, তারায় চাঁদে বলছে মোরে—
বেরিয়ে পড়ো বেরিয়ে পড়ো, আর কি সুযোগ পাবি ওরে ?
হয় মিশে থাক্ মিথ্যা মায়ায়, প্রিয়ার প্রেমে থাক্ রে মিশি' ;
নয় চ'লে আয় জগৎ-বুকে, এই ত সুযোগ—নীরব নিশি !
হেথায় মুকুট, স্বর্ণ-আসন—হোথায় ধূলি কাঁকর-ভরা ;
হেথায় বিলাস, নর্ত্তকী-গান—হোথায় রোদে পুড়ছে ধরা ;
হেথায় স্নেহ-শীতল গেহ—হোথায় মানুষ জ্বলছে তাপে ;
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ—হোথায় দুখে দলছে দাপে ;—
কোনটা নিবি কোনটা নিবি ? তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে—
হবি রাজা না ভিখারী ?—দাঁড়াব ভাই সবার পাশে !
দুর্ব্বলেরি বক্ষ দ'লে ঘুরবে না মোর রথের চাকা,
শোণিত-আশী রাজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাকা।
দুর্ব্বলেরে বল দেবো রে, দুখীর হব সুখের কামী,
মুছিয়ে শোণিত দানব অভয় আমি আমি এই এ আমি।
রাজ-আভরণ নায়ক আমার, ছেঁড়া কাপড় অংগ-ভূষণ ;
শয্যা কোমল বিঁধছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন ;
রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে ;
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে।
রাজার শাসন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত—
মুছব আমি সকল শাসন, মুছব আমি সকল ক্ষত।
ঐ আসে রে ঐ আসে রে, ঐ যে শুনি কাতর ধ্বনি,—
পুত্রহারা কাঁদছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মণি !

নিদ্রাবিধুর যশোধরা দীর্ঘশ্বাসে ফিরল পাশে,
থমকে দাঁড়ায় ব্যাকুল যুবা, বক্ষ তাহার কাঁপ্‌ল ত্রাসে !—
হায় রে নারী, হায় মোহিনী ! আমায় তুমি বাঁধলে ডোরে,
অঝোর দিলে প্রণয়-প্রীতি, কিন্তু তবু বুক যে পোড়ে।
পুত্র দিলে শ্রেষ্ঠ যা সুখ, তবুও ব্যথা ঘুচ্‌ল না যে ;
সব স্নেহ-প্রেম ছাপিয়ে, প্রিয়া, এ কোন্ ব্যথা বক্ষে বাজে !
একলা তোমার থাক্‌ব শুধু ?—কর কর আমায় ক্ষমা,
বিপথ মাঝে কাঁদছে যে নর, বুঝবে নাকি, অনুপমা ?
সবায় আমি চাইছি প্রিয়া, তোমায় আমি ছাড়ছি নাকো,
সবায় পেয়ে তোমায় পাবে, ঘুমাও প্রিয়া, শান্ত থাকো।
জগৎ-জনে করছে যে ভিড়—এই এ বুকে আসছে সবে ;
সবায় সেথা দেবো নিবাস, সবার সাথে তুমিও রবে !
একটি চুমা তোমার মুখে, একটি চুমা শিশুর মুখে,—
এই নিয়ে আজ দাও গো বিদায়, বেরিয়ে পড়ি দুখের বুকে।
দুখের মাঝে দুঃখে বুঝে দুঃখ হ'তে নিঙড়ে সুধা,
হর্‌ব আমি সবার দুখে, মিটিয়ে দেবো সবার ক্ষুধা।

মৌন দাঁড়ায় ক্ষুব্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পুত্রে হেরে,—
যায় বড় সাধ আঁকড়ে ধরে দুইটি জনে বাহুর বেড়ে।
হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,—না, না, একি ! আবার মায়া ?
হেথায় দুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধ কায়া ;
যাই চ'লে যাই, যাই চ'লে যাই, যাচ্ছি আমি, শোনো শোনো,—
দুঃখী ওগো, ব্যথিত ওগো, আর ভাবনা নাইক কোনো।
পাওনি প্রীতি ? পাওনি দয়া ? আমি সবায় প্রেম বিলাব,
প্রেমের আলোয় প্রেমের সুধায় দুখ মুছাব, শোক তাড়াব।
রাজার ছেলে রাজ্য নিয়ে শাস্‌ব সবায় ঘুরিয়ে আঁখি—
এই কি রে সুখ !—হায় অভাগা !—প্রেম দিয়ে যে রাখ্‌ব ঢাকি'।
ব্যথায় দেবো দরদ-মধু, বিপথ হ'তে আন্‌ব পথে,
মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেবো,—বাঁচবে মানুষ শঙ্কা হ'তে।
সুপ্ত থাকো, তৃপ্ত থাকো, যশোধরা, আমার প্রিয়া,
কিনলে তুমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়া।
স্তব্ধ আবার দাঁড়ায় যুবা,—আকাশ পানে আবার দ্যাখে,—

দিক্-ভোলানো চাঁদের আলো ডাকে যেন ঐ যে ডাকে !
অবাধ অঝোর দিকে দিকে চাঁদের আলো কেবল হাসে,—
মুক্তি আছে, মুক্তি পাব, হৃদয় ভরে কী উল্লাসে !
যাই অসীমে, যাই অশেষে, নেইক রে আর বাঁধা-ধরা,
বক্ষে তুফান দু'কূল ছাপে,—এ যে বাঁধন চূর্ণ-করা !

দ্বার খুলে' যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশা হাওয়ার ভরে
ডাক্‌ল যেন। দাঁড়ায় যুবা। আবার সে যে ফির্‌ল ঘরে।
ঐ না নড়ে যশোধরা !—ঐ যে শিশু আহা !—আহা !
ছাড়্‌ব এদের ? চির জনম ? কেমন ক'রে সইব তাহা ?
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগ্‌ল গায়ে নিশার হাওয়া,
ডাক্‌ল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝি নেই ? হয় না যাওয়া !
ছাদের 'পরে বেরিয়ে যুবা হের্‌ল আকাশ—নেইক সীমা ;
মৌনা নিশীথিনীর বুকে শব্দ নাহি—অচল ভীমা !
অসীম আলোর প্লাবন চলে—অশেষ আলো, উদার আলো !
এত আলোয় দুখ ঘোচে না ? কেমন ক'রে মুছ্‌ব কালো ?
বিশ্বে অসীম এই বিরাটে কি আমি কি কর্‌তে পারি ?
আমার হিয়ার ক্ষুদ্র বাসে কতই আছে প্রেমের বারি ?

ফির্‌ল যুবা, ফির্‌ল ঘরে, বস্‌ল ধীরে শয্যা শেষে ;
পার্‌ব নাকি ? পার্‌ব নাকি ? অশ্রুতে গাল যায় রে ভেসে !
আবার এল উতল হাওয়া—দুল্‌ল ব্যথার সাগর জোরে ;
কে রাখে রে ? কিসের মায়া ? প্রাণ যে আবার উঠ্‌ল ভ'রে।
যুক্ত করে দাঁড়ায় যুবা যশোধরার চরণ-মূলে,
শেষ দেখা সে দেখ্‌ল প্রিয়ায়, দেখ্‌ল ছেলেয় দেখ্‌ল ভুলে' !
যশোধরার শয্যা ঘিরে' ঘুর্‌ল সে ধীর তিনটি বারে।—
কেঁদো নাকো, ফির্‌ব আমি সবায় নিয়ে তোমার দ্বারে।
যাই প্রিয়া যাই, যাই প্রিয়া যাই, বিদায় বিদায়, আসি আসি,
তোমায় আমি ভালোবাসি, জগৎ-জনে ভালোবাসি !

ঘর হ'তে সে বেরিয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে ;
জগৎ তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে প্রেমের টানে।

ভাদরে

গুরু গুরু ডাকে মেঘ, ঝুরু ঝুরু জল
এমন বাদল-দিনে হৃদয় বিকল ॥
ছুটে ছুটে হাওয়া বয়, কড় কড় বাজ।
হরষে চমকি' দেখি ছাড়ি' সব কাজ ॥
কালো কালো মেঘ-বুকে আলে জ্বলজ্বল।
আকাশের সাথে মোর জ্বলে হৃদিতল ॥
ঘন ঘন পড়ে বাজ অদূরে দূরে।
আঁখি ঝলসিছে বটে, হৃদয় পুরে ॥
এই এল ঝমাঝম, এই বা ধীরি।
দোলায়িত দুখ সুখ হৃদয় ঘিরি' ॥
কালো মেঘ সরে কভু—নীলের আভা ॥
ভালো নাহি লাগে ধারা চপল-ভাবা ॥
ঢেকে ঢেকে আসে মেঘ কালোয় কালো।
এই বড় ভালো ওরে এই ত ভালো ॥
ঝমাঝম ঝমাঝম কেবল বারি।
পরাণের এত সুখ রুধিতে নারি ॥
ধোঁয়া-ধোঁয়া চারিদিক্ মাঠে ও গাছে।
ওরে ধোঁয়া দে রে ছোঁয়া হৃদয়-মাঝে ॥
ভ'রে গেছে ধরা জলে বাজে ও বাতে
এই ভরপুর খেলা হৃদয়ে মাতে ॥
চেয়ে শুধু থাকি আজ শুধু দেখি জল।
শুধু শুনি গুরু গুরু মেঘ-কোলাহল ॥
শুধু আঁখি থুয়ে রই জলের ধূমে।
পাতার নাচন দেখি ধারার চুমে ॥
দেখি জলস্রোত ছোটে এঁকে ও বেঁকে।
যেমনি তা কমে জল আসিছে ঝেঁকে ॥
ভাদর-বাদর মোরে আদর করে।
তারি সাথে খেলা করি মনের ঘরে ॥

পুরুষ ও নারী

আমি পুরুষ জাগনু যখন সৃষ্টিযুগের কোন্ সে ক্ষণে—
হিয়ায় যেন গোপন ব্যথা
জাগ্‌ল নিরাশ আকুলতা,
সৃষ্টিকাজের শূন্য কি এক বুঝনু আমার প্রাণের কোণে ;
বুঝনু যেন কি যেন নেই, কি যেন চাই প্রাণে-মনে।

আকাশ আলো ধূলায় তৃণে কি যেন নেই, নেই-ক যেন ;
শক্তি আমার দীপ্তি আমার
চাইছে কি এক থাকার আধার
একলা আমি !—নয়-ক তো ঠিক !—আর কিছু নেই ? নেই-ক কেন ?
স্তব্ধ নভে ক্ষুব্ধ চোখে দেখনু উদাস দিনের হেন।

হৃদয় ভ'রে কূলে কূলে জম্‌ল বেদন দিনে দিনে ;
আমার যেন চিন্‌তে নারি ;
আমি যেন শূন্যে বারি,—
কে রাখে, কে ধরে—আমায় ? উতল হ'নু কাহার বিনে ?
আমার কাছে চিনিয়ে আমায়, আমায় লবে কেই গো চিনে ?

ধরার বুকে বেদন-বেগে ছুট্‌নু উধাও ক্লিষ্ট-কায়া,
মিট্‌ল নাকো বুকের তৃষা,
খুঁজনু উদাস, হারাই দিশা,—
কি চাই আমি ? তাই কি জানি ! সুখ চাহি কি ? কিসের মায়া !
কি আছে গো, কে আছ গো ? তাপ যে বড় ! দাও গো ছায়া !

আমার বেদন এম্‌নি সেদিন আঁধার, আলো, বায়ুর স্রোতে
নিশ্বাস রূপে আগুন রূপে
ঘুর্‌ল দিশি চুপে চুপে ;
মৌন কভু, কাঁদনু কভু—নেই পাথেয় প্রাণের পথে ;
পূর্ণ যে নই, নই যে সরস, রস কোথা পাই কোথা হ'তে ?

শক্তি ছিল দীপ্তি ছিল, তবুও যেন শক্তিহারা,
শূন্য ছিল প্রাণের মাঝে,
দুঃখ ছিল সকল কাজে ;
মুক্তি ছিল, তবুও তাতে পাইনিক সুখ—যেনই কারা !
চলন আমার আশা উছাস ছিল বেতাল ছন্নছাড়া।

হঠাৎ করে দেখনু তোমায়, নারী, আমার কাম্যা নারী !
নয়ন 'পরে পড়্‌ল নয়ন,—
এই কি আমার বাঞ্ছিত ধন ?—
এই বাহুরি বল্লরী কি পতন-ঝোঁকা বৃক্ষটারি
হবে শরণ ? ঠিক দাঁড়াবে ? এরেই কি রে ধর্‌তে পারি ?

ওষ্ঠ তোমার কাঁপ্‌ল ক্ষণেক—পড়্‌ল ব্যথায় মধুরতা,
তোমার ভুরুর মোহন লিখা
নিবায় বুকের আগুন-শিখা,
স্বপন-মাখা ললাট তোমার জুড়ায় সকল আকুলতা,
গণ্ড দুটির নধর সুখে হারিয়ে গেল আমার ব্যথা !

চরণ ফেলে এগিয়ে এলে—সে চলা কী ছন্দভরা !
ক্ষিপ্ত আমার প্রাণের গতি
তাতেই পেল ছন্দ-যতি,
হাতের তব দোলন আমার দুল্‌ল বুকে সুধায়-ঝরা ;
কিন্‌ল আমায় তোমার আঁখি তোমার হাসি তিয়াস-হরা।

জিজ্ঞাসা কি কর্‌ব তোমায়, জানিই নাকো কেমন ভাষা !
কি বুঝাব বল্‌ব কিবা ?
রইল না মোর রাত্রি দিবা ;
অবাক্ হ'নু পুলক-মূঢ় দেখে তোমায়, তোমার হাসা ;
বাঞ্ছিতা মোর চিত্ত-স্বপন, পেলাম আশা, মিট্‌ল আশা।

একলা ছিলাম তাই চাহিলাম, এই কি আমার সেই সে চাওয়া ?
সেই চাওয়া কি মূর্ত্তি ধ'রে

আজকে দাঁড়ায় নয়ন 'পরে ?
বুঝেনু মনে—সেই-বটে সেই,—এবার হবে ছন্দে যাওয়া ;
এবার এল, এবার পেলাম সেই পাওয়া সে আশার পাওয়া ।

মুখে মুখে চেয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে তুমি, দাঁড়িয়ে আমি,
ভ'রে ভ'রে ভর্‌ল হিয়া
তোমার রূপের রসটি পিয়া,
পিয়া চোখের অঝোর মধু জুড়িয়ে গেনু,—যায় সে নামি',
নেমে বুকের ফাঁকে ফাঁকে কর্‌ল ভরাট—অতলগামী—

এগিয়ে এলাম,—হাতখানি মোর তুল্‌লে তোমার কোমল হাতে ;—
বজ্র যেন পড়্‌ল বাঁধা,
থাম্‌ল যেন গোপন কাঁদা,
প্রাণ ছিল কি তোমার আশায় ? বুঝ্‌নু ছিলই এই আশাতে ;
এরই তরে উঠ্‌ত ফুলে' আকুল বেদন বুক-কারাতে !

শিরায় শিরায় খেল্‌ল তড়িৎ তোমার কোমল সেই পরশে,
ছিল যাহা গুপ্ত বেদন,
জাগ্‌ল সেথা সুখের কাঁপন,
আবেশ এল ঘুমের মত, মগ্ন হ'লাম কোন্ হরষে ;
বৃষ্টিধারা ঝর্‌ল যেন গ্রীষ্মে ধরার বুক নীরসে ।

চোখে চোখে দেখ্‌ছি দোঁহে, আবার দেখি আবার দেখি,
তুমি পেলে আশার নিধি
আমি পেলাম চায় যা হৃদি,
তুমি ভাবো—এই কি সে, সেই ? আমি ভাবি—এই কি, সে কি ?
হিয়ায় হিয়ায় জান্‌নু দোঁহে—এই তো রে চাই ! আহা ! একি !

জড়িয়ে দিলে আমার গায়ে তোমার বাহুর দুইটি লতা,
আমিও তোমায় দুইটি করে
জড়িয়ে ধরি বক্ষ' পরে,
বুকে বুকে বাজ্‌ল দোঁহার গুরু গুরু আকুলতা,

আমার বেদন চিন্‌ল তোমার বেদনটিরে, কইল কথা।

দেহে দেহের পরশ পেয়ে আশায় আশা যুক্ত বহে,
আমার আশা আমার উছাস
তোমার আশায় পেল নিবাস,
দুই আশা দুই ব্যাকুলতা জড়ায় নবীন পরিচয়ে,
দুই বেদনা তৃপ্ত হ'ল সুখের হরষ-বেদন লয়ে।

অধর 'পরে মিল্‌ল অধর—একটি চুমা আবেগ ঢালা,
এক চুমুকে অধর দিয়ে
দোঁহার পরাণ দোঁহায় পিয়ে
দোঁহার আশা ঢাল্‌নু দোঁহায়, সে কী রে সুখ, জুড়ায় জ্বালা;
এক চুমাতে দোঁহায় বাঁধা; যুক্ত হ'ল ছিন্ন মালা।

পূর্ণ হ'ল সেই সে ক্ষণে সৃষ্টিকাজের গোপন ফাঁকা;
কোমল নীলে ছাইল আকাশ,
ছন্দ পেল সাগর, বাতাস,
রবির জ্যোতি ফুট্‌ল দ্বিগুণ, চাঁদের হাসি সুধায় মাখা;
পুরুষপাশে মিল্‌ল নারী—সৃষ্টিপটে শ্রেষ্ঠ আঁকা।

বর্ষা-মিলন

ভাদরের অবিশ্রান্ত অশান্ত বর্ষণ
আজি এ প্রত্যুষে তোলে বিপুল প্লাবন
ধরণীর কক্ষে কক্ষে; ব্যাপ্ত বক্ষে তার
শরণ লভেছে জল এধার ওধার
শত স্থানে। বসিয়া নির্জ্জন বাতায়নে
জলের উল্লাস হেরি প্রান্তরে প্রাঙ্গণে।
চেয়ে চেয়ে বাদলের ব্যাকুল ধারায়
ভেসে ওঠে এ নয়নে প্রশান্ত বিভায়
প্রিয়ার মুরতি মোর, দেখা নাহি যার,

অন্তরে যে জাগে ক্ষণে, ভুলি বারবার।
মনে হয়, সেও আজ চেয়ে জানালায়
বাদলে উদ্বেল চিত্তে হেরিছে আমায়
আপন অন্তর মাঝে।
মনে মনে দেখা,
দূরে দূরে রহি, তবু নহি একা একা।

মৃত্যু-অভিযান

[টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনীর মুক্তি-গাথা]

ভগবান্, মোরা করি অভিযান, এই অভিযান সর্ব্বশেষ ;
তুমি জান ইহা ন্যায় অভিযান, নাহিক ইহাতে মিথ্যালেশ।
তোমার আঁখির নিম্নে চালাও, দেখাও মোদের মুক্তিপথ ;
আনো আনো ত্বরা বিজয়-রথ।

ক'রো নাকো রোষ, এই অভিযান পুণ্যাভিযান, পুণ্যফল ;
বিঘ্ন-বিপদে ডরি নাকো যেন, মতি যেন রহে অচঞ্চল।
মরিতে শিখাও, মরিতে দাও।
কতক মরিবে, ভূমিতে লুটাবে, সে তো ভালে লেখা, জানি তো তাও ;
মরিয়া বিজয়-ধ্বজা উড়াও।

বহু বরষের যতেক বেদনা, যত বিভীষিকা, পাপের ফল,
মৃত সেবকের শোণিতের ধারা, জীবিত জনের চোখের জল
তোমারি চরণে নিবেদি আজ।
হারায়েছি যেই স্বাধীনতা মোরা তাহারে লভিতে দিলাম এই
জীবন মোদের, কামনা মোদের, শ্রেষ্ঠ যে দান, আর তো নেই।
দাও স্বাধীনতা, ঘুচাও লাজ ;
কৃপা করি', বিধি, মুছাও লাজ।

দ্যাখো হে মোদের হৃদয়ে বিরাজে পরের দলনে কত না দুখ ;
দাস যেবা তার কত না গোপন বেদনে নিত্য জ্বলিছে বুক ;

তোমারেই মোরা নিবেদি সব।
কত আশা এল হইল বিলীন, কত শঙ্কায় দুলিছে প্রাণ ;
ব্যথানত তবু হব না বিরত চালাতে নিয়ত এ অভিযান।
আনিব মুক্তি জয়বিভব।

জানি না মোদের ভাগ্যে কি লেখা, তবু চলি মোরা, ডাকে যে দেশ ;
দাও বল দাও, দাও হে সাহস, ঘুচাব দেশের অশেষ ক্লেশ ;
করিব দেশেরে মরণহীন।
মুক্তি-যুদ্ধে যারা রবে বেঁচে তাদেরে দানিও তব আলোক,
বিপদে তুমি যে সহায় মোদের, তুমি যে মোদের পরিচালক।
সদয় নয়নে দেখিও দেশেরে সর্ব্বদিন।
করিও দেশেরে পূর্ণ-বল,
মুক্ত, দৃপ্ত, সুখোজ্জ্বল।
মরিতে শিখাও, মরিতে দাও ;
মরি' সবে জয়-ধ্বজা উড়াও।

ধরণী

ধরণী, ভরণী মোর জীবন-দায়িনী !
তৃণে পুষ্পে শস্যে অয়ি প্রাণ-প্রবাহিনী !
ধূলিময়ী মৌন মূক নিস্তব্ধ নিশ্চলা,
বিরাট মৃত্তিকা-পিণ্ড বিমূঢ়-বিহ্বলা,
অয়ি ধীরা, অয়ি স্থিরা, প্রশান্ত-অন্তরে
রেখেছ জীবন-বহ্নি ধূলি স্তরে স্তরে।
কোটি কোটি জীবনের জাগ্রত অংকুর
তব ঐ মূক গর্ভে রহে পরিপূর ;—
ধ্যানময় প্রাণময় গভীর সঞ্চয়—
সৃষ্টির সাগ্নিক শক্তি পোষিছ দুর্জ্জয়।
ঐ ক্লিন্ন ধূলিজাল জীবন-চঞ্চল,
ঐ মৌন মাটীস্তূপ সৃজনে উচ্ছল।

পুষ্পে হাসিয়াছ তুমি, পর্ব্বতে উদ্দাম
প্রাণ-বেগে ঊর্দ্ধে উঠে শাসো অবিরাম ;
বিহঙ্গে মেলিয়া পাখা শূন্যে কর জয় ;
সমুদ্রে তোমারি প্রাণ বিরাট নির্ভয়
উদ্বেল উত্তাল ক্ষিপ্ত ভীম দুর্দ্দমন ;
বক্ষে তুমি শ্যামদ্যুতি নয়ন-শোভন
মানবে প্রমূর্ত্ত তুমি জীবন-বিকাশ—
বিজয়ী করুণ দৃপ্ত সংযত প্রকাশ ;
শ্বাপদে হিংস্রক তুমি দুরন্ত-ভয়াল !
হে বহু জীবন-ধাত্রী, করুণ করাল !

আজি স্তব্ধ নিশীথের সুপ্ত অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে নিরখি তোমা—এপার ওপারে
প'ড়ে আছ শব্দহীনা যেন নাহি প্রাণ,
সুপ্তি-স্বপ্নজাল-ঘেরা এক অবসান !
তুমি যে গড়িছ কোটি প্রাণ পলে পলে,
এ কথা যায় না জানা আজি সুপ্তি-তলে।
দাঁড়াইয়ে ধ্যানমৌনা শান্তা তব পাশে
হেরি একি—বক্ষ মোর ফুলিছে নিঃশ্বাসে,
হস্ত দোলে !—এ চেতনা এই প্রাণ-গতি
ছিল কি ধূলির গর্ভে এই পরিণতি ?
বাঁচিবার ধরিবার গ্রাসিবার লোভ,
ইচ্ছা-আশা-বাসনার এই যে বিক্ষোভ,
ছিল হোথা ?—ছিল ছিল ; মৃত্তিকার রস
এ মোর শোণিত-বিন্দু, মাটির হরষ
আমার এ প্রাণবেগ, ঐ ধূলিরা শ
মাংস মোর, মোর মাঝে উঠেছে উচ্ছ্বাসি'
ঐ ধীর স্থির ধরা আপাত-নিষ্প্রাণ।
তৃণ যথা তোলে মাথা মাটির পাষাণ
করি' ভেদ, সেইমত জাগিয়াছি আমি
আমার সর্ব্বস্ব এই ধূলি-অনুগামী।
হে মাত ধরণী ধাত্রী, করি নমস্কার,

আড়ম্বরহীনা অয়ি জননী আমার !

দাঁড়াইয়ে সুপ্তিময়ী ধরণীর শিরে
ভাবি আজ, কি দিয়েছি কি দিয়েছি ফিরে
ও স্নেহের প্রতিদান ? পেনু প্রাণ, দেহ,
অন্ন পাই, পাই ছায়া-সুশীতল গেহ,
জীবন আনন্দে চলে, মিটে প্রয়োজন,
সকল অভাব মোর দৈন্য অগণন !
আমি অকৃতজ্ঞ নর, জননীর ঋণ
শোধিতে নারিনু কণা, শুধু স্বার্থলীন !

সহসা শুনিনু শান্তি ভেদিয়া ক্রন্দন
ওঠে কার —আসে কাছে কে নম্র-বদন
শুভ্রবাস সাশ্রু-আঁখি, দেহ জরজর
বেদনার নির্দয় প্রহারে, থরথর
হস্তপদ, স্থানে স্থানে শোণিতের লিখা
শুভ্র অঙ্গে, হোমাগ্নির স্বর্ণময় শিখা
ব্যথিত বিবর্ণ যেন সলিল-সিঞ্চনে।
"কে মা তুমি ?"—জিজ্ঞাসিনু বিনম্র বচনে।

"আমি ধাত্রী, জন্মদাত্রী তোমার ভরণী,
আমিই ধরণী পৃথ্বী, সবার জননী।"

"ধন্য আমি ধন্য আজ—হেরিয়া তোমায়,
ঈপ্সিত-দর্শনা অয়ি শোভা-সুষমায়
শ্যামকান্তি তুমি মাতা। একি হেরি আজ
ম্লানজ্যোতি হতরূপ !—কপোলের মাঝ
ও কি দগ্ধ ক্ষত ! কি যাতনা তব, মাতা ?"—
কহিনু বিস্ময়ে।

"ব্যথা কত বলি না তা,"
কহে মাতা সবেদন ভাষে—"সহি সব
অত্যাচার তোমাদের সব উপদ্রব !

আমার অন্তরে শত শ্রেষ্ঠ অভিলাষ
ছিল যত অনুপম আশা ও উল্লাস
সব দিয়ে গড়েছিনু তোমায়—মানবে,
আকাঙ্ক্ষা সার্থক হ'ল মোর অনুভবে
দিলে রূপ সকল আশায় তুমি নর।
কিন্তু, বাছা, এ কি আজ প্রহারে জর্জ্জর
কর মোরে অবিরাম, অংগ চিরি' চিরি'
করিছ কর্ষণ, ধর্ষণ-পেষণে ঘিরি'
বক্ষে মোর কাটো ক্ষত নির্দ্দয় আঘাতে ;
মোর শ্যাম-সুষমায় অত্যাচারী হাতে
করিছ বিলোপ ; মোর প্রিয় পশু-পাখী
আমারি সন্তানে তব হিংসাতীক্ষ্ণ আঁখি
সন্ধান করিছে নিত্য ক্ষিপ্ত বুভুক্ষায় ;
দলনে সুদক্ষ তুমি হিংস্রক লীলায়।
তোমারে গড়িনু যবে ছিল মনে আশা
সৃজন সার্থক হবে, সকল পিপাসা
পূর্ণ হবে শান্ত সুতে স্নেহে। কিন্তু হায়,
এ কি ব্যথা, এ কি ক্লেশ, এ কি বেদনায়
আমারে পিষিছ নিত্য।"

—মুছিলা নয়ন
ব্যথাতুরা ধাত্রী ধরা। অব্যক্ত ক্রন্দন
বক্ষে ফুলে ওঠে তাঁর।

*　　*　　*

সুপ্ত অন্ধকারে
বিরাজে নিবিড় শান্তি স্বপ্ন পারাবারে।
স্বপ্ন সম হেরিলাম জননীর মুখ,
স্বপ্নে শুনিলাম তাঁর অন্তরের দুখ।
স্বপ্ন-পারাবার-তীরে দাঁড়ানু উদাস,—
জননীর এ যাতনা হবে নাকি হ্রাস !
বেদনায় নম্র বক্ষে করি অনুভব
ধরণীর' পরে মোর যত উপদ্রব।

নিদাঘ-মধ্যাহ্ন

নিদাঘের মধ্যাহ্নের বিদগ্ধ বাতাস
শীতল আশ্রয় খুঁজি' ফেলিছে নিশ্বাস
দিকে দিকে। নারিকেল-পত্র-শীর্ষগুলি
দারুণ গ্রীষ্মের ক্লেশ বলে কাঁপি' দুলি'।
ডাকে কাক শুষ্ক স্বরে কাতর বিহ্বল;
ধরণী চিলের কণ্ঠে প্রকাশে উচ্ছল
নিদাঘ-দাহন-ব্যথা।

যায় প্রাণ যায়—
এই আর্ত্ত রব আজ নরে মৃত্তিকায়
তৃণে ও শ্বাপদে যেন অগ্নি-রৌদ্র মাঝে
ফুৎকারিছে অবিরাম, চিত্তে মোর বাজে।
আকাশের মেঘ আজ পুড়িয়া নিঃশেষ—
হেথা হোথা প'ড়ে আছে যেন ভস্মলেশ।
এ কি দাহ! এ কি ব্যথা! এ কি বিশ্বরূপ?
বরষা করুণা যার কোথা সেই ভূপ?

রবীন্দ্র-বন্দনা

তিমির-গহন পূর্ব্ব গগন করি' মন্থন জ্যোতির্ম্ময়
দৃপ্ত দান্ত দীপ্ত কান্ত ঘোর দুরন্ত কে নির্ভয়
রশ্মি-শায়কে দীপ্তি-পাবকে বিনাশি' দৈত্য-অন্ধকার
পূত নির্ম্মল হেম-উজ্জ্বল জাগিল মহান্ নির্ব্বিকার?
দশ দিক্ যার স্নেহসম্ভার লভি' বন্দনা করিছে গান,
ক্ষুদ্র ক্লিন্ন অধম খিন্ন জ্যোতির পরশে লুপ্ত-প্রাণ,
সুপ্ত গোপন সজাগ চেতন, অন্যায় শিরে হানিছে কর,
অজীবে জীবন, কলুষ-নাশন কে রে এ ভীষণ শক্তিধর?
জগৎ-জীবন জগৎ-পোষণ রবি রবি এরে জ্যোতির্ম্ময়,
করি' মন্থন পূর্ব্ব গগন সর্ব্ব জগৎ করিল জয়।

মধু-বঙ্কিম দৃঢ়-ভঙ্গিম ঊষা পুষা দুই অগ্রদূত
বঙ্গ-গগন-তিমির-হরণ দুই দিগ্‌জয়ী কী অদ্ভুত
রবি-পন্থার ভাতি-সঞ্চার করিয়া ঘোষিল সুপ্রভাত,
ফুল্ল-নয়ন দৃপ্ত-গমন রবি করে দিছে নয়নপাত।
হাসে দশ দিক্‌, হাঁকে কুহু পিক, হাসিল ভুবন তৃণ ও ফুল,
বঙ্গ-ভারতী কিরণ-আরতি লভিয়া তুলিল মুখ রাতুল।
তাহার গোপন যতেক বেদন করিল হরণ রবির কর,
ভারতী-বক্ষ বঙ্গ-কক্ষ আঁধারবিহীন সুভাস্বর।
মানব-চিত্ত-নিহিত-বিত্ত জগৎ-নয়নে সমুজ্জ্বল,
ত্রাসিত ক্লিষ্ট স্বপনাবিষ্ট হইল প্রবল যা দুর্ব্বল।
কাব্য-কমল মেলি' শতদল হর্ষমত্ত ফুল্লমুখ,
নিরাশা-তিক্ত কান্তি-রিক্ত মানব আজিকে পূর্ণসুখ!
জগৎ-জীবন জগৎ-পোষণ উদিয়াছে রবি জ্যোতির্ম্ময়,
করি' মন্থন পূর্ব্ব গগন সর্ব্ব জগৎ করিল জয়;

চাঁদের আলোয়

গগনের ঐ দূর কোণেতে চাঁদের কুম্ভ হ'তে
আজকে সুধা পড়ছে ঝরি' ঝরি';
বনের 'পরে পাতার গায়ে গড়িয়ে তাহা পড়ে,
ঘাসের বুকে জড়িয়ে রহে ধ'রি'।
ঐ সুদূরে মাঠের পারে গাছটা তোলে মাথা
চাঁদের আলোয় নাইবে ব'লে সুখে।
গ্রামের কোলে বনের বেড়ায় রূপোর আঁচলখানি
মৃদুল হাওয়া কাঁপছে তারি বুকে।
ধানের-মেলা সবুজ মাঠে জ্যোৎস্নাপারাবার
দূর অসীমে ঝাপ্‌সা হ'য়ে মিশে;
একটি দুটি টুকরো মেঘে শাদা স্বপন সম
অসীম নভে হারিয়ে ফেলে দিশে।
গাছের তলায় আঁধারটুকু লুকিয়ে প'ড়ে রহে'
একটি দুটি জোনাকু সেথা জ্বলে।

আলো-ছায়ার বসনখানি জড়িয়ে নিয়ে গায়ে
পথটি ধীরে লুকিয়ে কোথা চলে।

ভাগলপুরের পথে

কিবা শান্তি দিলে মোরে, কি তৃপ্তি উদার
শ্যামলা বিপুলা স্নিগ্ধা পৃথিবী আমার !
দক্ষিণে বিততা গঙ্গা দিগন্তশায়িনী—
শুভ্রবালু-বেলাময়ী মৃদুল-ভাষিণী ;
বামে স্তব্ধ গিরিশ্রেণী উচ্চ-নীচ পথে
দূর হ'তে দূরান্তরে রহে শতে শতে।
হে ধরা, পর্ব্বত যেন তব ওষ্ঠাধর,
কি কথা বলিতে গিয়ে উচ্ছ্বাস-কাতর !
গঙ্গা তব কল্লোলিত চলমান প্রাণ,
পর্ব্বত উদ্দাম দৃপ্ত প্রাণ শক্তিমান !
তোমার প্রাণের আজ এ দুই মূরতি—
তরলিত বহমান আর দৃপ্ত অতি—
আজি মোর চিত্তে বলে নহে প্রাণহীন,
এ ধরণী চিরন্তন জীবনে নবীন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশের বন্ধু, দশের বন্ধু, দীনের বন্ধু, নমস্কার !
করে রঞ্জন দেশের চিত্তে তোমার চিত্ত চমৎকার।
প্রেমরঞ্জিত কৃপামণ্ডিত প্রীতিনন্দিত নায়কবর,
চিত্ত-সুধায় বিত্ত-ধারায় নিত্য বঙ্গ-দুঃখ-হর।
আর্ত্ত কেঁদেছে, কেঁদেছে ব্যথিত, পিষ্ট কেঁদেছে, কেঁদেছে ক্ষীণ,
সব হাহাকার শোক-ঝঙ্কারে বাজায়েছে তব চিত্ত-বীণ।
ভোগী তুমি অতি নৃপতি সমান, ত্যাগী শিব সম সৌম্যাকার,
প্রাসাদ-গরিমা নিমেষে তেয়াগি' কুটীর-মহিমা করিলে সার।

কোটী দেশবাসী কটি-বাস পরে, তাইত ছাড়িলে রাজার বাস ;
দলন-পীড়িত দেশের প্রভু তো হ'লে না, হ'লে যে দেশের দাস ।
নরের মাঝারে রাজে নারায়ণ,—সন্ধান তব অজানা নয় ;
নরের সেবায় নরনাথ সেবা বুঝিলে সত্য, হে জ্ঞানময় !
শত ব্যাধি আজ ঘেরে নিরবধি অভাগা বঙ্গে, নাহিক শেষ ;—
দৈন্যের ব্যাধি, ব্যাধি দাসত্ব, ব্যাধি জড়ত্ব হিংসা দ্বেষ ।
সকল ব্যাধির ধন্য ভিষক্, চিত্ত-সুধায় দুঃখ দূর ;
চিত্ত তোমার বিত্ত তোমার নিত্য জুড়োল বঙ্গপুর ।
দেশের বন্ধু, দশের বন্ধু, দীনের বন্ধু নমস্কার !
করে রঞ্জন দেশের চিত্তে তোমার চিত্ত চমৎকার ।

মরিতে হবে

আমারে মরিতে হবে—অতি সত্য কথা,
অতীব নিশ্চিত এই, নাহিক ব্যর্থতা,
নাহিক ব্যত্যয় এর, নাহি ব্যাতিক্রম ;
চূর্ণ হবে এই মোর জীবন-উদ্যম ।
এই হাসা, এই ধরা, এই মোর গতি,
এই বলা, এই করা, এই আঁখি-জ্যোতি—
থেমে যাবে, নিবে যাবে ; এ সুন্দর দেহ
যত্নে-গড়া, এই প্রীতি-ঘেরা মোর গেহ
সব যাবে, সব শেষ ; অদম্য শকতি
লুপ্ত হবে ধূলিমাঝে, লভিবে বিরতি ।
যারে আজ আমি বলি, যে বলে তোমার,
কা'র কাছে থাকিব না, কেহ না আমার ।
এই স্নেহময় ধরা—শস্যে পুষ্পে যেই
আমারে রেখেছে সুখে—কোনো দুঃখ নেই,
গলাগলি যার সাথে জীবন-সঙ্গিনী,
আনন্দের ঝোরা এই নন্দন নন্দিনী—
সবারে ছাড়িয়া যাব সব রবে পিছে,
জীবনে যা সত্য আজ, মরণে তা মিছে ।

আমি আছি, এই আমি—বাঁচার গৌরব,
আমি শ্বাসি, ভালবাসি, প্রীতি অনুভব—
সব যাবে, সব শেষ, সব অবসান,
এত মোর গর্ব্ব, সুখ, আনন্দ, সম্মান।

আমারে মরিতে হবে !—বড় লাগে ভয়,
কেমনে ছাড়িব ধরা আনন্দ-নিলয় ?
জীবন, জীবন মোর, হে শ্রেষ্ঠ বান্ধব,
তুমি আমি এক আছি—এই এ গৌরব
চূর্ণ হবে ? তুমি নাই ?—কেমনে এ ভাবি ?—
জগতে, মানুষে মোর লুপ্ত সব দাবী ?
ছাড়িব না, ছাড়িব না এ মোর জীবন,
এ সুন্দর প্রাণ মোর সযত্ন-গঠন ;
ছাড়িব না, ছাড়িব না এ জীবনে আমি,
আমার জীবন এ যে—আমি এর স্বামী !
হে সঙ্গিনী, হে বান্ধবী, হে সখী জীবন,
তোমাতে আমাতে যে গো নিগূঢ় বন্ধন ;
তোমাতে আমাতে প্রীতি—এ যে দুর্নিবার ;
তোমাতে আমাতে যোগ—নদী পারাবার ।
হে জীবন, হে পরাণ, আমারি মাঝারে
গড়িয়া উঠেছ তুমি শক্তি-সঞ্চারে,
মোর বিন্দু বিন্দু রক্ত সদা করি' পান,
আমারি শক্তি-স্ফূর্ত্তি তুমি মোর প্রাণ !
তুমি যাবে ? কোথা যাবে ? আমি যাব কোথা ?
রক্তের বন্ধন এ যে !—এ-কি বাতুলতা ?
হে একান্ত প্রিয় মোর জীবন সুন্দর,
তুমি যেই আমি সেই—নহি মোরা পর।
তুমি যাবে ! অসম্ভব !—ছেড় না বান্ধব,
তোমারে দিয়েছি প্রীতি, শক্তি-বিভব।
নয়নে আনন্দ দিলে, হৃদয়ে হরষ,
নিও না নিও না কেড়ে, ক'রো না নীরস।

তবু ভাবি আজ এই নিভৃত সন্ধ্যায়—
দিবসের রশ্মি 'পরে তরল ধারায়
যত নেমে আসে আঁধা' দিগন্ত চিরিয়া—
ব্যাপিয়া ঘিরিয়া সুপ্তিজাল প্রসারিয়া—
আমারে মরিতে হবে, হবে মোর শেষ,
ওই সূর্য রশ্মি সম রব নাক লেশ।
দিন যায়—আগু যাই জীবন ধরিয়া,—
আগু যাই ?—পিছু পানে যাই যে হটিয়া।
দিন যায়—বেড়ে উঠি দিনে পর পর,
বাড়া নয়, মৃত্যুপথে ধীর অগ্রসর।
আমারে মরিতে হবে, মরিব নিশ্চয়—
এই নিদারুণ সত্য আজিকে হৃদয়
বুঝিতেছে ক্ষিপ্রপদ আঁধারের তালে ;
শান্তিময়ী রাত্রি আজ যেন মোর ভালে
পরায় প্রশান্ত টীকা মরণ-লিখন,
নত নেত্রে নম্র শিরে করি তা গ্রহণ।
এ সুন্দর ধরাখানি, এ সুন্দর নর,
প্রফুল্ল এ শিশুদল, পুষ্প মনোহর,—
কেউ নয়, কিছু নয়, কেহ না আপন,
সবারে ছাড়িয়া যাব, সমস্ত বন্ধন
ছিন্ন হবে, চূর্ণ হবে,—আমি নাই নাই,
প্রীতি-অনুভূতিহীন হব ধূলি ছাই।

প্রশান্ত আঁধারে আজ প্রশান্ত সন্ধ্যায়
মৃত্যুর বারতা বাজে হৃদি-কিনারায়।
আমারে মরিতে হবে—এই এক কথা,
বাজে আজ কানে মোর ভেদি' নীরবতা।

আমার দেশ

[রাশিয়ার জাতীয় গাথা]

ভালবাসি আমি আমার এ দেশ, ভালবাসি অতিশয়,
যুদ্ধজয়ের যত সুখ তাহা এ সুখের সম নয়।
রক্ত দিয়া ও রক্ত লইয়া স্বদেশের যত মান,
স্বীয় শক্তি ও মহিমায় তার মূর্ত্তি যে গরীয়ান,
তাহার অতীত বল-কীর্ত্তির পুণ্য যে ইতিহাস,
তাহাতে আমার নহে তত সুখ, নহে তত উল্লাস।
আমি ভালবাসি, কেন নাহি জানি, ভালবাসি গিরি' তার,
তুষার-আধার বন্ধুর গিরি গম্ভীর অনিবার।
বায়ু-চঞ্চল অরণ্য তার রাশি রাশি নাহি শেষ,
ভালবাসি ভরা উদ্দাম নদী চলে ছাপি' দেশ দেশ ;
গ্রামে গ্রামে তার আঁকাবাঁকা পথে চলিবারে ভালবাসি,
দৃষ্টির বাণে করিবারে ভেদ অন্ধকারের রাশি ;
যেতে যেতে খুঁজি রাত্রি-আবাস, বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে
দূর পল্লীর ক্ষীণ আলোরেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ডাকে।
দূরে ও অদূরে চিমনির ধোঁয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে,
শস্য-বোঝাই গাড়ীগুলি যায়, মেঠো পথে গরু ছুটে !
পাহাড়ের গায়ে সোনালি মাঠের মাঝে মাঝে বাহু তুলি'
দাঁড়ায় পাদপ—তাহাদের সাথে প্রাণ করে কোলাকুলি।
জানে কয় জনা কি সুখ আমার হেরিতে পৌষ মাসে
খামারে খামারে ধানের পাহাড় চাষীর কুঁড়ের পাশে।
খড়ের গাদায় কুঁড়ে পড়ে ঢাকা, পথ নাই ধানে ধানে,
চাষী হাসে আর চাষীর বালক, আকাশ মাতায় গানে।
প্রভাত হইতে রাত্রি গভীর হাসি-হর্ষের বান
পল্লীরে করে মুখর উতল, নাচে যেন তারি প্রাণ।

ভালবাসি আমি এই দেশ মোর ভালবাসি অতিশয় ;
যুদ্ধজয়ের যত সুখ তাহা এ সুখের সম নয়।

জন্মভূমি

[টমাস্ ডেভিসের ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে]

অর্থে অতুল, গৌরবে গরীয়ান্,
নিয়ত নবীন, সতত সে সুন্দর,
ভালবাসি আমি অপরূপ শোভমান
আমার জন্মভূমি এই সুখকর।

সাহসী কোথায় এ দেশের নর সম ?
ধৈর্য্যে অটল এ হেন নারী বা কোথা ?
দেশের মুক্তি তরে সঁপি প্রাণ মম
হব আমি বহু পুণ্য-কর্ম্ম-হোতা।

এ দেশ নহেক অলস, শক্তিহীন
শক্তিমত্ত সাহসী আমার দেশ,
সত্যসাধক মহিমায় সে প্রবীণ,
জননী জন্মভূমি এ পুণ্য-বেশ।

সুষমা-শোভায় মণ্ডিত দেশ মোর,
পুণ্য ধর্ম্ম তাহার বর্ম্ম-ঢাল,
কোন্ অরি পারে ছিঁড়তে শক্তি-ডোর ?
দেশের মিত্র সুখে থাকে চিরকাল।

সুচির নবীন, চির সুন্দর দেশ,
সত্যসাধক অপরূপ অতুলন,
নাহি দুখ হেথা, নাহি হেথা কোনো ক্লেশ,
আমার জন্মভূমি এই সুশোভন।

স্বপ্নলব্ধা

লো মোর মানস-লক্ষ্মী সুচির-বাঞ্ছিতা,
রাত্রিশেষে আজি মোর স্বপ্নে তুমি দেখা দিলে সেই রূপান্বিতা,
সেই শ্যামা স্নিগ্ধজ্যোতি স্বর্ণদ্যুতিময়,
সেই দীর্ঘতন্বী ধীরা চাপল্য-নিলয়,
সেই কুন্দশুভ্রদন্তা সু-উন্নত-নাসা,
সুউজ্জ্বল সুললাট স্বর্ণস্বপ্নে-ভাসা,—
অস্থূল অধর দুটি প্রীতি-সম্ভাষণে সদা স্ফুটন-উন্মুখ,
নয়নে করিছে বাস শিশু-হাসি আর গুপ্ত-দুখ,
কান্ত গণ্ডে পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ কোমলতা,
হেমদণ্ড দুটি হস্ত যেন দুই লতা,
ও গ্রীবায় মরি মরি ধীরে রাখি' কর
আঁকড়ি' মরিতে চাই জন্মজন্মান্তর।

স্বপনে হেরিনু তোমা, পার্শ্বে মোর বসিয়া সুন্দরী
বাম করে দেহ মোর কোমল আঁকড়ি',
মোর মুখ পানে চেয়ে হাসিতেছ মিষ্ট দুষ্ট হাসি,
সৌভাগ্যসন্দিগ্ধ আমি স্পর্শিতে তোমারে ভয় বাসি!
চাপল্য-মূর্তি তুমি কভু নভে চাহিছ উদাস,
থেকে থেকে মোর মুখে ছড়াইছ হাসির কুসুম রাশ রাশ।
স্তব্ধ তৃপ্ত ব'সে ব'সে হেরি তব লীলা,
বক্ষে বাঁধিবারে চাই তন্বী তোমা' শান্ত-দুষ্ট-শীলা।
তোমারে তুলিতে বক্ষে ব্যগ্র সুখে দাঁড়াইয়া উঠি,—
এ কি এ কি লীলাময়ী, আমার চরণ-তলে লুটি',
আঁকড়িয়া দু'চরণ কহ তুমি—"বল বল, প্রিয়,
আমারে রাখিবে কাছে চিরদিন? চির প্রীতি দিও!"
কহি আমি—"মানসী, বাঞ্ছিতা, প্রিয়া স্বপ্ন-জাগরণ-লব্ধা সখী,
তোমারে তোমারে আমি নিশিদিন চৌদিকে নিরখি,
গৃহে ও কাননে পথে নভস্তলে চিত্ততলে খুঁজি;
সম্মুখে লভিনু আজ; নিঃস্ব জীবনের তুমি পুঁজি।
তোমারে রাখিব কাছে!—এ কি আজ শুধাইলে, নারী!

তোমারে লভিতে বক্ষে আপনারে নিঙাড়ি' নিঙাড়ি',
বেদনায় পরিশ্রমে জেগে কাটে জীবন-প্রহর।
এস মোর স্বপ্ন-সাধ !"—বলিয়া প্রসারি' দুই কর
বক্ষে তুলি তারে আর চক্ষে রাখি সে স্নিগ্ধ বয়ান,
সেই মৃদুহাস্যভরা জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল নয়ান।
বাহুর বন্ধনে মোরে বাঁধিয়াছে মোর আকাঙ্ক্ষিতা,
দুর্ভেদ্য বেষ্টনে মোর বক্ষতটে সে রহে বেষ্টিতা ;
ঊর্ধ্বমুখে মোর মুখে অপলক দিঠি দিয়ে চায়,
নত নেত্রে আমি তারে করি পান দৃষ্টির তৃষ্ণায়।
মৃদু হেসে বলে মোরে—"জেনো তুমি মোর !"
আমি বলি—"চিরদিন চিরদিন আমি তোর তোর।"
চারি নেত্র দৃঢ় বাঁধা, চারি নেত্রে হতেছে ভাষণ,
বাক্যহারা দু'জনায় নয়নে নয়নে আলাপন।
বলিতে সে চাহে যাহা নয়নে তা' কল্লোলিয়া জাগে,
আমি যা বলিতে চাই ঢেলে দিই দৃষ্টি-অনুরাগে।
নাহি বাক্য, নাহি গতি, দু'জনে নিমগ্ন দু'জনায়,—
কোথায় জগৎ, দ্বন্দ্ব, কোলাহল ? সূর্য্য তারা কোথায় মিলায় ?
আমি বেঁচে আর বেঁচে রহে মোর মানসী সুন্দরী ;
এ দুটি জাগ্রত প্রাণে লক্ষ লক্ষ প্রাণ গেছে মরি'।
জীবন্ত এ দুটি প্রাণী আর সব মরণ-নিশ্চল ;
আমি হেরি প্রিয়া হেরে—দুই প্রাণে জগৎ চঞ্চল।
দোঁহে দোঁহে নির্ণিমেষ দেখা দেখা, নাহি তার শেষ।—
সহসা টুটিল স্বপ্ন ! একি রে কোথা সে কল্পদেশ ?

* * *

শূন্য শয্যা 'পরে মোর ব্যথাক্লিষ্ট বিদগ্ধ পরাণ
আছড়িয়া বারম্বার মাগে মৃত্যু, দ্রুত অবসান।
কোথা স্বপ্ন ? কোথা মোর প্রিয়া সে মানসী ?
লভিনু যে পারিজাত, কোথা গেল খসি' ?
প্রভাত-আকাশ পানে চাহি' বারম্বার
বৃথাই খুঁজিয়া মরি স্বপ্নলব্ধা মানসী আমার।
দেহে কি কভু সে মোরে এ জগতে দিবে নাক্কো দাখা ?
স্বপ্নে হেরিব না আর স্নিগ্ধ মুখরাকা ?

শুধু চিত্তে চিরদিন তারি আশা করিব পোষণ !
অসহ্য এ আশাক্লেশ !—এ মুহূর্ত্তে ঘটুক মরণ ।

কাল-বৈশাখী

বহু দিন পরে
শূন্য ব্যোম ভ'রে
ছুটিয়া গর্জ্জিয়া এল পর্জ্জন্য প্রবল—
তর্জ্জনে গর্জ্জনে থলথল,
আকাশ বাতাস বিড়ম্বিয়া
নরে তৃণে ধরণীরে নির্ব্বাক সংক্ষুব্ধ করি' দিয়া ।
এ কোন্ ভৈরব, কাল, বিশ্বামিত্র, ক্রোধন দুর্ব্বাসা ?
কিবা এর অন্তর-দুরাশা ?
কি চাহে, কি গ্রাসিবারে এ মত্ত নর্ত্তন ?—
পিনাকী-প্রলয়ডঙ্কা তুলিছে রণন ?
বজ্র এর ক্রীড়নক—ছুঁড়ে দেয় দিকে দিকে দিগন্ত ভেদিয়া
ছিন্ন ত্রস্ত স্তব্ধ করি, চলমান এ সৃষ্টির হিয়া !
আঁখি তার জ্বলজ্বল—ঝলসিছে আগ্নেয় বিদ্যুৎ—
কার তরে এত দম্ভ, এ রোষ অদ্ভুত !
ঘটেছে কি দক্ষযজ্ঞ সেই পুনর্ব্বার ?—
উমা সতী-সার
লাঞ্ছিতা হয়েছে পুন' ?—তাই হে মহেশ,
উড়ইয়া আলোড়িয়া বিস্ফারিয়া কেশ
মেঘরূপে সৃষ্টিবুকে দলন-চঞ্চল
প্রমত্ত বিহ্বল
এলে কাল-বৈশাখীতে স্বরূপে আস্ফালি',
মুখে অট্টহাস আর হস্তে বজ্রতালি ?
বুঝেছি বুঝেছি রোষ—হে ভৈরব বরষা বৈশাখী—
নিদাঘার্ত্তা ক্লিষ্টা পৃথ্বী তীব্র তাপে শ্বসি, থাকি' থাকি'
বাতাসে জ্ঞাপিল তোমা' আপনার বেদন-বারতা—
তুমি সিন্ধুপুত্র বীর—ভগ্নী ধরা ক্লিষ্টা তাপনতা

শুনিয়া আসিলে ছুটি' আস্ফালিয়া দুরন্ত আক্রোশ,
বক্ষে স্নেহজল, মুখে অভয়-নির্ঘোষ—
জাহ্নবী-জড়িত-কেশ রুদ্র-শান্ত মহেশের মত,—
প্রলয়ে দুর্ব্বার আর কল্যাণ-নিরত।
দক্ষনাশে মত্তপদ, হস্তে ডঙ্কা, বয়ানে বিষাণ
নৃত্যমান
যেমন ভৈরব চিরকাল
করুণা বিলাতে ঢালে জাহ্নবীর জলধারা হ'তে জটাজাল,
তেমনি হে দুর্নিবার ভৈরব বরষা,
ধরণী ভগিনী তরে হে শান্ত ভরসা,
প্রলয়ে দুর্ব্বার তুমি, দানব নিদাঘে দলিবারে
বজ্র-হাতে অগ্নি চোখে দেখা দিলে দিগন্তের পারে।
ধীরে ধীরে ব্যাপিয়া আবরি' চতুর্দ্দিক্
দুর্দ্দান্ত নির্ভীক
নাশিছ মারিছ ঐ অগ্নিশ্বাস দৈত্য নিদাঘেরে
পলায়ন-পন্থা তার সব ঘেরে ঘেরে।

প্রলয়স্বরূপ শুধু তবু নহ তুমি—
শীতলিয়া প্রচুম্বিয়া ধরণীর ভূমি
ছলছল অবিরল রাশি রাশি ঢেলে দাও স্নিগ্ধ জলধারা
ধূর্জ্জটির জটাচ্যুত জাহ্নবীর পারা।

হে বরষা, হে মহেশ, প্রলয়ে মঙ্গলে অপরূপ,
নিৰ্ব্বাক্ বিশ্বের বুকে দিগ্বিজয়ী ভূপ,
হে কাল-বৈশাখী, তুমি কাল নও, অনন্ত মঙ্গল—
এক হস্ত নাশলিপ্ত, অন্য হস্ত সৃজনে চঞ্চল ;
দেবেশ মহেশ-সম ধ্বংস দাও আবার কল্যাণ,
হে কাল-বৈশাখী রুদ্র, হে বিদ্রোহী,
প্রণমি তোমারে নতপ্রাণ।

হও আগুসার

[ইংরেজি কবিতা হইতে]

হও আগুসার, কাটিছে আঁধার,
রবে না ধরায় তিমির-লেশ।
কোটী কোটী প্রাণ আজি চলমান
সাগরের কূলে, গিরির দেশ।
চলেছে জগৎ ধরি' রণ-পথ,
ভেরী বাজে আর দোলে নিশান ;
পবনে গগনে ভরি' গর্জ্জনে
রণ-প্রাঙ্গণ নৃত্যমান।

চলু আগে চলু, ঐ ধরাতল
শুনিছে মোদের গমন-রব ;
শান্ত আকাশ ছড়ায়ে সুহাস
ঢালিছে আশীষ শিরেতে সব।
আশা উদ্দাম ঈগল সমান
অভিযান-পথে অগ্রে যায় ;
ধৈর্য্যের ঢাল বক্ষ বিশাল
করিবে রক্ষা অস্ত্র-ঘায়।
চল চল, ভাই, আর দেরী নাই,
এই যে নিকটে শান্তি জয় ;
দেখ হে হরষে, আলোক ঝলসে
সত্যসেবীর বক্ষময়।
অতীতের যত বন্ধন গত,
শৃঙ্খল তার লুপ্ত আজ ;
পিছে যে আঁধার ছিল ভীমাকার
গলিয়া মিলায় আলোক-মাঝ।

সপ্তর্ষি

[রামমোহন রায়]

সত্যজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, এ বিশ্বচৈতন্যজ্ঞান উদ্বোধিত ভারতের বুকে ;
সে জ্ঞান আছিল গুপ্ত শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার লাঞ্ছনার দুখে।
হে রাম, হে ধনুষ্পাণি, প্রজ্ঞা-অস্ত্রে করি' ভেদ যুগ-যুগ-সঞ্চিত জঞ্জাল,
লক্ষ মুগ্ধ আঁখি 'পরে উজলিয়া দেখাইলে সে জ্ঞানমাণিক্যরশ্মি-জাল।
মূঢ়তা-নিশ্চল এই পাষাণী অহল্যা সম ভারতবর্ষেরে, তুমি রাম,
সঞ্জীবিলে স্পর্শে তব ; আজো তব প্রাণবেগ চিত্তে তার স্পন্দে অবিরাম।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

আলসে বিলাসে নিরাশে যে-দেশ নতপ্রাণ
সেথায় শুদ্ধ পুণ্য যাগের বহ্নিমান
জ্বালিলে, হে বীর, আলস বিলাস ভস্ম ছাই।
দৃপ্ত কঠোর ভীষ্ম অটল, তুলনা নাই।
পিতা তুমি নব বঙ্গের অধিনায়ক নেতা,
দুঃখদলন দুঃখহরণ শঙ্কা-জেতা।
কর্কশ বটে গিরি তবু বুকে প্রস্রবণ,
কর্মকঠোর তব বুকে দয়া সঞ্জীবন।

[মধুসূদন দত্ত]

বিদ্রোহী তুমি, উদ্দাম তুমি শাসন-জয়ী,
পদ্মা সমান প্রলয়ঙ্কর পরাণ বহি'
শৈবালদল-রুদ্ধ বঙ্গ-কাব্য-নদী
করিলে সবেগ, উত্তাল ছোটে সে নিরবধি।
গভীর রাত্রে বৈশাখ-মেঘে বজ্রসম
তব মেঘনাদে ছুটালে তন্দ্রা, নাশিলে তম ;
বঙ্গের গৃহে নহ তুমি ধীর প্রদীপ-শিখা,
কক্ষে কক্ষে জ্বালিলে তাহার বিজলি-লিখা।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

গুপ্ত ছিল ভাষা-গঙ্গা বিস্মৃতি-মহেশ-জটাজালে ;
হে তপস্বী ভগীরথ, সাধনা-উজ্জ্বল টীকা ভালে

নিনাদিয়া শংখ তুমি, সে গংগারে মুক্ত করি' দিয়া
শুষ্ক-বংগ-চিত্ত-ক্ষেত্র প্রাণাঙ্কুরে দিলে সঞ্জীবিয়া।
দিলে রস, দিলে গতি, দিলে হর্ষ, মন্ত্র ও সাধন ;—
একা পার্থ লক্ষজয়ী করে ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপন।
না ছিল মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, প্রাসাদ বিরাট্ !
সকলি রচিলে বলে, ছত্রদণ্ডে শোভিলে সম্রাট।

[স্বামী বিবেকানন্দ]

আচার-বন্ধন-পিষ্ট জর্জ্জরিত দেশে
দাঁড়ালে পিনাক-হস্ত ভৈরবের বেশে ;
ডঙ্কা ও বিষাণ তব ফুকারি' ফুকারি'
শঙ্কা দিলে ভণ্ডে যত, যত অত্যাচারী।
গুহাগুপ্ত জ্ঞানভেরী—তারে তুলি' নিয়া
মন্দ্রিলে যে বাণী—মুগ্ধ প্রতীচ্যের হিয়া।
বুদ্ধ ভারতের তুমি দৃপ্ত সিংহশিশু,
ধর্ম্মী কর্ম্মী অতুলন—শঙ্কর ও যীশু।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

স্নেহকোমল ছায়াশীতল শস্যশ্যামল বঙ্গভূমি ;
সে বঙ্গেরি চিত্তখানির মূর্ত্তি যেন জাগ্‌লে তুমি
স্নেহ আছে, প্রেমও আছে, আছে ছায়া, শ্যামলতা,
কাব্যে তোমার মেঘের মায়া, পদ্মানদীর চপলতা,
ফিঙের ধ্বনি, শিশুর হাসি, প্রিয়-প্রিয়ার গাঢ় চুমা ;
হাসাও তুমি, কাঁদাও তুমি, নাচাও, বলো—ঘুমা, ঘুমা।
দেশে দেশে সকল মানুষ একটি প্রেমের সূত্রে গাঁথা—
শিখিয়ে দিলে, ধন্য হ'ল প্রেমগরবী বঙ্গমাতা।
মুগ্ধ জগৎ শুনছে তোমার প্রাণজুড়ানো মোহন বেণু,
সবার ব্যথা বাজ্‌ছে তাতে—আকাশ এবং ধূলিরেণু।
কবির শিরোমণি তুমি, বঙ্গ-ভালে দীপ্ত টীকা,
বিশ্বগেহের আঁধার হরে বঙ্গ-প্রদীপ স্নিগ্ধ-শিখা।

[জগদীশচন্দ্র বসু]

যে-প্রাণে বলিষ্ঠ নর, বিহঙ্গ, তপন, গ্রহদল,
সেই প্রাণ, সেই বীর্য্য, সেই বেগ উদ্ভিদে উচ্ছল,—
এ গুপ্ত প্রগূঢ় সত্য মনীষা-কিরণে তুমি, কবি,
লভিলে আপন চিত্তে, প্রকাশিলে কী বিচিত্র ছবি
শেষহীন জীবনের, এক যাহা ভিন্ন রূপে মিশি'।
তব পূর্ব্ব পিতৃগণ যেই সত্যলোভী প্রধী ঋষি
হেরিল অখণ্ড প্রাণ চরাচরে অদ্বৈত অব্যয়,
তাদেরি সন্তান তুমি চিনে নিলে সে প্রাণ দুর্জ্জয়।
আত্ম-মদ গর্ব্ব-ঘোষী পশ্চিমের প্রচণ্ড পিনাক
সত্যসন্ধ ভারতের জ্ঞানমন্ত্রে বিজিত, নির্ব্বাক্।

জনপথে

এই যে নিশিদিন অশেষ চলাচলি,
এই যে ডাকা, হাসা, ইসারা, বলাবলি ;
এই যে ব্যথাভারে আনত মূঢ় মুখ ;
এই যে ধনমদে মত্ত ফোলা বুক ;
এই যে যুবকের সতেজ অভিযান ;
এই যে জরাতুর যষ্টিগত প্রাণ ;—
জানালা দিয়ে সবি দেখি রে চেয়ে চেয়ে ;
অসীম ভাবনায় মন যে পড়ে ছেয়ে !
এই যে সারাক্ষণ অশেষ যাওয়া-আসা ;
সুধীর মন্থর, কারো বা দ্রুত ভাসা ;
দু'জনে গলাগলি, দু'জনে রাগারাগি ;
সুচির পরে দেখে দু'সখা অনুরাগী ;
দেখিয়া গুরুজনে কেহ বা প্রণময় ;
কেহ বা পিছু হ'তে টানিয়া কড়া কয় ;—
এমনি দেখি দেখি, ভাবিয়া কূল নাই,
দুঃখ সুখ ঋণ প্রীতি সে এক ঠাঁই !

এই যে চলিয়াছে অবাধ শেষহীন,
চলেছে যুগে যুগে, এখনও প্রতিদিন,
কবে রে এর শেষ, কোথায় হবে শেষ ?
থামিবে ? থামিবে না এ যাওয়া-আসা-ক্লেশ ?
মানুষ এল কেন ? কেন সে পাতে ঘর ?
জানে তো দুখ-শোক প্রচুর ধরা'পর !
কেন সে আপনারে জড়ায় পাকে পাকে ;
উতরি' এক দুখে দুখেরি আশে থাকে ?
দু'পাশে মরে ঝরে আপন জন তার,
তবু সে প্রাণটারে আঁকড়ে বারে বার !
দুখের শেষ নাই, সুখেরও হবে লোপ ;
পীরিতি রবে সে কি ?—থাকিবে শুধু ক্ষোভ
হায় রে মূঢ় নর, তবুও যাওয়া-আসা
তবুও সুযতন, আশা ও ভালোবাসা ;
তবুও প্রীতি-ডোর বাড়ায়ে নিতি নিতি
বাঁধিস্ নব জনে,—কে রবে নিতে প্রীতি ?
হায় রে দুখ-ভোলা, হায় রে সুখ-ভোলা,
ও চিতে কোন্ ভুল নিয়ত দেয় দোলা ?
ও ভুলে থাক্ তুই ভুলিয়া চিরদিন,
আসা ও যাওয়া ক্লেশ পাসরি' তাহে লীন !

জগৎ ধেয়ে যায়, তাহারি সাথে নর
গোলক সম বেগে চলেছে পরে পর।
উপলে বাধা পায়, কাঁটায় কাটে পদ,
তবুও জীবনেরে ভাবে সে নিরাপদ।

বৃহৎ জনপথে অবাধে লোক যায়,
তা' দেখে গৃহ-কোণে মরি রে ভাবনায়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রচ নাই মহাকাব্য, নাট্য, উপন্যাস ;
সভামঞ্চে বিস্তারিয়া বাক্যের বিন্যাস
মুগ্ধ কর নাই জনে। একান্ত গোপনে
একাগ্র অন্তরে আর অক্লান্ত সাধনে
সেবেছ পরম-সত্য বাণীর চরণ।
পশ্চিম-বিভ্রান্ত বঙ্গে মন্দির ভবন
ছিল না বাণীর কোনো। হে যোগী সন্তান,
উগ্র তপোবলে স্বীয় রক্ত করি' দান
রচিয়াছ বাণীগেহ সাহিত্য আলয়।
হে উদ্গাতা, হে পুরোধা, হে কল্যাণময়,
প্রতিষ্ঠিয়া বঙ্গবাণী দিলে তাহে প্রাণ,
ভারতের ভারতীর রাখিলে সম্মান।
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তুমি বিভ্রান্ত এ দেশে,
দেখালে ভারত-সত্য অভ্রান্ত নির্দ্দেশে।

সংশয়ী

কোথায় গোপন কোণে কোন্ অন্তরালে
লুকায়ে আছে সে জীব, যারে কালে কালে
বলেছে ঈশ্বর আর বলেছে বিধাতা,
জগৎ-জীবন-সিন্ধু, সর্ব্ব-শুভ-দাতা
করুণার অবতার, সবার আশ্রয়,
সকল-তাপিত-জন-আনন্দ-নিলয়,
জগৎ-জনক ? কোথা এই রহস্যের
আবরণে আবরিত বিপুল বিশ্বের
কোন্ কক্ষে কোন্ গর্ভে কোথায় কেমনে
ইন্দ্র-জাল-মায়াজালে অতীব যতনে
রেখেছে সে আপনায় ঢাকি' ? ঊর্দ্ধে চাই—
অপার অনন্ত শূন্য বিরাজে সদাই

প্রচণ্ড দুর্ব্বার বাধাহীন—বক্ষে তার
বিন্দুসম অতিদীন ক্ষুদ্র-দেহভার
ঘুরিছে তপন, চন্দ্র লক্ষ গ্রহ, তারা,
বিন্দুমাত্র স্থান ব্যাপি'—যেন সঙ্গীহারা
বিশাল প্রান্তর মাঝে একক পথিক।
তার পর সব শূন্য, নাহিক নিরিখ,
নাহি বায়ু, নাহি দেশ, নাহি ছায়া আলো,
নাহি গতি, রাত্রি, দিন,—সব শুধ কালো
সকল-বিহীন!—হায়! কোথায় ঈশ্বর?
ধরণীর পানে চাই—আলোক-ভাস্বর,
শব্দময়ী গীতময়ী মানব-জননী
সহস্র-বিচিত্র-রূপে অদ্ভুত-বরণী;—
লক্ষ লক্ষ বৃক্ষলতা, অসংখ্য মানব,
অসংখ্য পতঙ্গ পক্ষী, পশু ও দানব
উঠে পড়ে ফুটে ঝরে দুলিছে দোদুল
রচিয়া আপন ভাগ্য দুঃখ সুখ ভুল
অদম্য জীবন-স্রোতে। অঙ্কুর রচিছে
বৃক্ষে, বৃক্ষ রচে বীজ, ধরণী ঢালিছে
স্নেহরস, মানব সৃজিছে মানবেরে,
পশুরে সৃজিছে পশু—এমনি চলে রে
বিচিত্র জগৎখানি।—কোথা পাই তারে
সবার জনকরূপী সর্ব্বনিয়ন্তারে?

আপনার মধ্যে চাই—দৃপ্ততেজা আমি
ধরণী লুটিয়া খাই, চলি দিবা-যামি'
গ্রাসি' বায়ু গ্রাসি' জল,—দুরন্ত প্রবল
নিজ হাতে ভেঙে চুরে মত্ত উচ্ছৃঙ্খল
দস্যুর সমান; আপনার ভাগ্য, পথ,
সে তো আমি রচি, চলিয়াছে মহারথ
মানবের দুঃখ-সুখ হরষে চালিত
উদ্দাম কর্ম্মের বেগে, মোরে আন্দোলিত
হিল্লোলিত নিয়ন্ত্রিত করি' নিশিদিন,—

মোর কর্ম্ম মানবের কর্ম্ম সাথে লীন
হইয়ে রচিছে দুঃখ-সুখ নিজে-গড়া।
কোথা তবে কার মাঝে সেই শক্তিভরা
পরম পালক ?

সে কি শুধু কল্পনায়,
কবির ভাবের ঘন মোহের মায়ায়
ব'সে আছে কল্পিত বাস্তবে ? একদিন
একান্ত দুর্ব্বল অজ্ঞ অতি দীন হীন
ক্ষুদ্র নর চমকিয়া হেরিল নর্ত্তন
বৈশাখের, জলধির প্রমত্ত গর্জ্জন,—
বিস্ময়ে স্তম্ভিত তারি প্রাণ ; হেরে ধারা
ঝর ঝর বরষার সর্ব্বগ্লানি-হারা
শস্য-সঞ্জীবন, রাত্রি-শেষে ফুল্ল রবি
আনন্দ-জীবন-দাতা, আরো কত ছবি
শরতের বসন্তের হিল্লোলিয়া প্রাণ
তাহারে আনন্দে ভরে, গাইল সে গান—
আছে আছে এ বিশ্বের অন্তর-মাঝারে
সবার পশ্চাতে আর আঁকড়ি' সবারে
শক্তিময় সঞ্জীবন-প্রাণ। সে বিস্ময়
অদৃষ্ট শকতি' পরে সেই সে প্রত্যয়
যুগে যুগে চ'লে এল মানব-সন্তানে ;—
রচেছে দেবতা শত, কৌতুক-সন্ধানে
নির্দ্দেশ করেছে স্বর্গ ঈশ্বর-আবাস,
পারিজাত-গন্ধময় সর্ব্বদুঃখনাশ
শান্তিময় সুখময়। দুঃখ সে প্রবল
রিক্ত করি' তারে যবে করিছে দুর্ব্বল
কাতর অক্ষম, নিরাশ্রয় কাঁদে হায়,
জগতে শকতি দিতে নাহি কিছু পায়,
খুঁজে মরে কল্পিত আশ্রয় ভগবান !
এমনি বিস্ময়ে ভয়ে দুঃখে তারি প্রাণ
রচিয়াছে আপন ঈশ্বরে দুঃখাতীত।—

এ তার কল্পনা শুধু আনন্দ-পূরিত,
নিরালম্ব জীবনের কল্পিত আশ্রয়,
রৌদ্র-তপ্ত পথিকের বাঞ্ছিত নিলয় !
কল্পনায় এঁকে এঁকে আনন্দ ঘনায়ে
আপন মনের রঙে রেখেছে জাগায়ে
ঈশ্বর মঙ্গলময় সুখের পূরতি ।—
কোথা তার এই বিশ্বে জীবন্ত মূরতি ?
দোলায়িত সংশয়িত এ জিজ্ঞাসু মন
নিশিদিন অনুখন করে বিশ্লেষণ—
বিশ্বের সকল দৃশ্য, সব কর্ম্ম, ভাব,
সকল চিন্তার ধারা ; তবু যে অভাব
জেগে রয় মর্ম্ম মাঝে, মেটে না বাসনা,
থামে নাকো কৌতূহল ; দুরন্ত কল্পনা
ছোটে আর বলে শুধু—আছে ? মিথ্যা নয় ?
বাস্তবে পেলে না যারে. কেবল হৃদয়
তাহারে আঁকড়ি' রবে এই কিবা কথা ?—
ক্ষুব্ধ মনে মর্ম্মে চাপি' মরমের ব্যথা
ব'সে থাকি বাক্যহীন ! নয়ন ফিরায়ে
চেয়ে দেখি—নিঃস্ব নগ্ন সর্ব্বস্ব বিলায়ে
কত সে সন্ন্যাসী ত্যাগী বলিছে সদাই—
আছে আছে, অন্তরেতে আমি তারে পাই
জগৎ-বিধান সেই সর্ব্ব-শুভ-দাতা ।
এমনি এ সংশয়ের চপল বিধাতা
কভু আছে, কভু নাই, শূন্য হেরি সব,
হেরি শুধু আমি আছি যৌবন-বিভব ।

মুক্ত হ'তে চাই আজ ছেদিয়া সংশয় ;—
মিথ্যা যদি সে ঈশ্বর, রহুক হৃদয়
এমনি এ দুর্নিবার দুরন্ত প্রবল
নিশিদিন মোহনাশী বিদ্রোহ-চঞ্চল ।
যদি সত্য সে ঈশ্বর, উঠুক ফুটিয়া
জীবন্ত জাগ্রত রূপে আঁধার নাশিয়া

প্রদীপ্ত বিভায় !

মুক্ত মুক্ত সত্য চাই ;

রহস্যের আবরণ পুড়ে হোক্ ছাই।

মুক্তি দাও

[সার্বিয়ার দেশপ্রেম-গাথা]

হে বিধাতা, তুমি কত যুগে যুগে রক্ষা করেছ আমার দেশ ;
হে ন্যায়নিধান, ভূপতি মহান্, শোন হে আজিকে মোদের ক্লেশ।
মাগি হে কাতরে স্বদেশের তরে দাও হে মুক্তি, ক্লেশের শেষ।

লয়ে যাও আগে, লয়ে যাও দূরে, মুক্তির পথে লইয়া যাও ;
দেশের রাজ্য জাহাজ সমান বন্দর মাঝে বাঁধিয়া দাও ;
তব শক্তি ও করুণার গুণে ঘোর তম হ'তে অ লোকে নাও।

উজ্জ্বল অতি সে-আলোক মাঝে যতেক শত্রু হউক লোপ ;
রাখ হে রাজ্য, রাখ এ দেশেরে, দাও হে মুক্তি, ঘুচাও ক্ষোভ।

দেওঘর

বাংলা-সীমা ছাড়িয়ে এলাম কাঁকুরে দেওঘরে ;
হেথায় হোথায় দূর অদূরে পাহাড় থরে থরে।
ত্রিকূট-পাহাড় তিনটি মাথা, পূব্ দিকেতে রাজে ;
তবুও যেন যেদিক্ তাকাই সেই দিকে সে আছে।
কাঁকর-ভাঙা রাস্তা শাদা, মাঝখানে পাটকিলে,
কোথাও আবার লাল মাটীতে রাস্তা রেঙে দিলে।
মাঠের পাশে চর্‌কী পাহাড়, পাথর মাথা তোলে—
মৌন ধরার শক্তি গোপন কঠোর হ'য়ে ফোলে !
মানব-গৃহে যেমন ছোট শিশুরি হাট লাগে,
ধরার বুকে তেমুনি হেথায় ছোট্ট পাহাড় জাগে।
কেউ তুলেছে থ্যাব্‌ড়া মাথা, কার মাথা বা সরু,
কেউ বা দাঁড়ায় পাহারওলা—ঠ্যাসান দিয়ে তরু।

এই এখানে একটা জাগে, অ বার দু'হাত দূরে,
আবার হোথায় দশটা পাথর উঠ্‌ছে ধরা ফুঁড়ে।
পাহাড়-শিশুর জন্ম দেখে স্তব্ধ হ'য়ে রই,
বিপুল বিস্ময় আমার কেমন ক'রে কই ?
রে প্রাণবান পাহাড়-শিশু, মানব-শিশুর মত
সবল উদ্দাম ওরে জীবন-জাগ্রত,
মৌনা মাতা ধরণী তোর আছে খেয়াল-ঘোরে,
আপন দেহ অটুট ক'রে গড়্‌ছে ধীরে তোরে।
দুর্ব্বার বাসনা তারি আকাশ ছোঁবার আশা
তোর ঐ রূপে মূর্ত্ত যেন—তাহার প্রাণ-ভাষা।
কোথাও হরিৎ ক্ষেত্র শোভে পাহাড় কোলে কোলে,
কঠোর গিরির গা বেয়ে বা ঝরণা-দড়ী ঝোলে।
শস্যমাতা কোমল ধরা পাহাড় গ'ড়ে গ'ড়ে
আপন নিদয়তায় স্মরি' ঝরণা রূপে ঝরে।
ঝরণা-নদী যায় ছুটে যায় বালিরি পথ কেটে,
পাথর-স্তূপের তলে তলে টুটে কোথাও ফেটে।
মাঠের গায়ে সেই ধারাতে করাত দিয়ে গেছে ;
লাল কাঁকর আর শাদা কাঁকর জড়িয়ে দোঁহে আছে।

* * *

তপোবনের বুনো পাহাড় লক্ষ গাছে পোষে,
বহুল পাথর-খণ্ড বিরাট্ পাশে পাশে ব'সে।
গুহায় কোথায় বনের ঝোপে লুকিয়ে আছে বাঘ,
গন্ধ তারি আস্‌ছে নাকে, আস্‌ছে কানে ডাক,—
শঙ্কিত প্রাণ, হাঁপিয়ে ক্লেশে উঠি পাহাড়-মাথা—
যেথায় পাথর আঁক্‌ড়ে দাঁড়ায় অশথ, নোনা, আতা
সেখান থেকে দেখ্‌ছি ধরা নিম্নে নীরব শুয়ে,
অসংখ্য গাছ, তৃণ, পুকুর যত্নে বুকে থুয়ে ;
ধানের ক্ষেতের সবুজ ছবি বাঁধা আলের ফ্রেমে,
লোহিত মাটীর পথখানি যায় উঠে আবার নেমে।
বিচিত্র এ ধরার মূর্ত্তি কোথাও শাদা, লাল,
কোথাও উঁচু কোথাও নীচু, কোথাও কাটা খাল।
মানুষ চলে, চর্‌ছে গরু যেন বকের সারি।

ঐ ধরাতে দুঃখ পীড়ন আছে মহামারী ?
ঐ ধরাতে যুদ্ধ বাধে ?—রাগ ও লাঠালাঠি ?
একটু মাটী, কড়ির তরে মাথার ফাটাফাটি ?
দশটি জনের পোষণ তরে একটি প্রাণী খাটে ?
দুঃসহ-ক্লেশ-আরাব সাথে বক্ষ কোমল ফাটে ?
হোথায় মরে একটি কি নর দশটি শিশু রেখে,
তাদের প্রবল আর্ত্তনাদ কি বাতাস চলে মেখে ?
ঐ কি ধরা দুঃখভরা, কলকলোচ্ছ্বাসা ?
ঐ কি ধরা খেল্‌ছে যেথায় হর্ষ কাঁদন আশা ?
পাহাড়-চূড়ায় ব'সে ভাবি কিছুই যেন নাই,
মানুষ যেন শিষ্ট অতি শান্ত সর্ব্বদাই ।
আজ মনে হয় পাহাড় চূড়ার শান্তি-বায়ু ধ'রে
পাখীর মত যাই উড়ে যাই মানব-ঘরে-ঘরে ;
বলি সবার কানে কানে—ঝগড়া কেন মিছে,
কেন ছুটিস্ পরের কড়ি নেবার আশার পিছে ?
ঊর্দ্ধে হোথায় শোন্ ধ্বনিছে শান্তি-উদারতা,
সেই বায়ুরই আভাস নিম্নে করু বেদনা গতা ।
উচ্চ হ'তে কোন্ বাণী পাই উচ্চ করে হিয়া,—
পার্‌ব নিতে ঐ বাণী কি দুঃখে প্রলেপ দিয়া ?

* * *

নেমে আসি মাটীর বুকে, মা ধরা কল্যাণী,
তোমার বুকে কতই পেষণ কর্‌ছে মানব প্রাণী !
কাট্‌ছে তোমার বক্ষে ক্ষত, শস্য তবু দাও,
কর্‌ছে দাপাদাপি দলন, শান্ত মুখে চাও ।
উচ্চ হ'তে হেরে তোমায় বুঝেনু তোমার আমি,
তোমার মাটী তোমারি জল আমার সর্ব্বস্বামী ।
মাগো আমার পৃথ্বী ধাত্রী, তোমার আমি ছেলে,
লোটাতে চাই তোমার বুকে আপন বক্ষ মেলে ।
কাঁকর, পাথর, ধূলি সবি আমারি আত্মীয়,
তৃণ ও গাছ যেমন, আমি তেম্‌নি তোমার প্রিয়
পাহাড়-কোলে লুকিয়ে বসি—রাজিছে স্তব্ধতা,
সর্ব্ব-জগৎ এম্‌নি যেন শান্তি-সুপ্তি-নতা !

একটি ঘুঘু ডাকছে শুধু পাতার ঝোপে ব'সে ;
চমকে শুনি—বটের পাতা একটি পড়ে খ'সে !
শরৎ-মেঘের সিঁড়ি দিয়ে সূর্য্য নেমে চলে,
সোনালি তার উত্তরীয় ছড়িয়ে জ্বলজ্বলে !
অস্ত তো নয়, অস্তগিরির শিরে রবির বিয়ে
চেলীপরা সন্ধ্যা সাথে, সিঁদুর ও ফাগ দিয়ে।
রবি ও সাঁঝ—বর ও বধূ লুটায় আলিঙ্গনে,
রাত্রি তাদের ঘটায় মিলন কৃষ্ণ আবরণে।

* * *

চৌদিকে চাই দেওঘরেরি—বৃক্ষেরি মেখলা,
পাশে পাশে দাঁড়ায় পাহাড় পাঁচতলা সাততলা।
লম্বা সারি ইউক্যালিপটাস্ উঁচিয়ে দাঁড়ায় মাথা,
গোলাপ, জবা, চামেলিদের সহাস দোলন মা'তা ;
বাড়ীর দ্বারে ঢুকতে গেলেই গোলাপ হেসে ডাকে,
চামেলি সে অতিথিরে অর্ঘ্য বিলায় নাকে।
এই কাঁকুরে এই পাথুরে মাটীর একি খেলা,
গড়ছে পাথর, ফোটাচ্ছে ফুল—অবাক্-করা মেলা !
কাঁকর পানে তাকিয়ে ভাবি—তুইও মাটীর গড়া,
ফুলের পানে তাকিয়ে ভাবি—তোরেও ফোটায় ধরা !
প্রগাঢ় বিস্ময়ে আমার চিত্ত ভ'রে আসে ;
বিচিত্র এ কতই ধরা—দেওঘরে আভাসে।
খণ্ড মেঘে ঘুরে বেড়ায় থমকে দাঁড়ায় কোথা,
ভোরের বেলা ত্রিকূট-শিরে জ্বলছে সোনা হোথা !
ত্রিকূট গিরি তিনটি মাথায় কুয়াস-টুপি আঁটে ;
কুয়াশা কি পায়নি শরণ হারিয়ে আকাশ-বাটে ?
চাঁদের আলো গিরির গায়ে, তরুর শিরে, পথে
উপচে পড়ে, আকাশ নাবে ধরতে কোনো মতে !
টুকরো আঁধার তৃণের 'পরে ঘুমোয় গাছের তলে ;
চাঁদের আলোয় লজ্জা পেয়ে জোনাক মৃদু জ্বলে !

* * *

পাহাড়, কাঁকর, গোলাপ-ভরা দেওঘরেরি ছবি
চিত্তপটে রাখলে এঁকে বাংলা গাঁয়ের কবি।

বাদল-জল

তাথিয়া তাথিয়া থিয়া
নাচিয়া নাচিয়া হিয়া
বরিছে—
বরিছে বাদল জল,
ঝমাঝম ছলছল
ঝরিছে।
ঝরিছে ঝরিছে বারি,
কে ঢালিছে জলঝারি
অঝোরে ?
কে বলিছে—নাও, নাও,
ধরা বলে—দাও, দাও,
কাতরে।
দাও দাও, নাও নাও,
ভেক সবে গান গাও
হরষে ;
লোমকূপ ধরণীর
ভ'রে যায়, তোলে শির
তৃণ সে।

ছত্রপতি শিবাজী

ছত্র ধর, ছত্রপতি, বড় তাপ, অসহ্য যন্ত্রণা,—
লেলিহান্ জিহ্বা মেলি' দুঃখ-অগ্নি করিছে তাড়না ;
ঘোর দুঃখ, ঘোর ব্যথা, দৈন্যবজ্র শিরে মৃত্যু হানে ;
দাসত্ব-প্রখর-তাপ দহিছে বৈশাখ-রৌদ্র-বাণে ;
ছায়া নাই, গৃহ নাই, পদতলে তপ্ত বালু দহে,—
মরুভূমি এ ভারত দীর্ণ, মূঢ় মরীচিকা-মোহে !
ছত্র ধর, ছায়া কর, ছত্রপতি ওহে মহারাজ,
নিবারো এ রৌদ্র-অগ্নি, দাসত্বের দৈন্য-দুঃখ-বাজ।

ছায়া দাও, স্নেহ দাও, দাও মেঘ, জীবন-সলিল ;
রক্ষা কর, কর ত্রাণ, মুছে দাও মরীচি' জটিল।
আনো আনো মেঘসম বক্ষে জল, বদনে অভয়,—
শ্মশানে জাগাও প্রাণ, শুভময় হে শিব দুর্জ্জয় !
ছিন্ন কর এ সংশয়, এ সন্তাপ, বিকট শুষ্কতা,
দাসত্ব-দক্ষেরে দলি'; করি' নাশ দানব দীনতা।
হস্তে শূল পাপনাশী, শিরে জল জগৎ-জীবন,
এস শিব হে শিবাজী, নিদাঘার্ত্ত ভারত-ভবন !
এস তব সৌম্য শৌর্য্যে, দীপ্ত বীর্য্যে, উন্মত্ত উল্লাসে,
উড়ে যাক্, মুছে যাক্ ত্রাস দ্বিধা তোমারি নিশ্বাসে ;
তব তীব্র-আঁখিতলে ভস্ম হোক্ ভ্রূকুটি-নয়ন,
নত হোক্ অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর পীড়ন,
ভগ্ন হোক্ তব বলে পাপ-ভিত্তি দৈত্যের প্রাসাদ ;
তুলিয়া বিষাণ তব ফুকারো বিষম সিংহনাদ,—
সে নাদে গহ্বর মাঝে লুকাক্ অন্যায়ী পাপকারী ;
দক্ষ-সভা হোক্ নাশ শিবের হুঙ্কারে ভীতিহারী !
এস এস হে শিবাজী, দলিত হিন্দুর দীপ্ত আশা,
আর্য্যের গৌরবধ্বজাবাহক, শাসক পাপনাশা।

* * *

স্বপ্ন সম চিত্তে আজ জাগে সেই পঞ্চনদ-তীর,
শ্বেতকান্তি দীর্ঘবপু খড়্গনাসা সেই আর্য্য বীর—
সেই মুষ্টিমেয় বীর শৌর্য্য-বীর্য্য-মহিমা-আধার
ভীম হস্তে ভিন্ন করি' লক্ষ শত্রু, পাহাড়, কান্তার,
গড়িলা ভারতবর্ষ—বিশ্বের প্রদেশ-মধ্যমণি—
সংযত শক্তির মাতা, তত্ত্বজ্ঞান-প্রজ্ঞানের খনি,
উদ্ধত অন্যায়-নাশী, ধর্ম্মবেদী, করুণা-বিকাশ,
নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্রী, দৈন্যজয়ী, মুখে নম্র হাস,
নির্ম্মল, প্রশান্ত, দান্ত, ক্ষমামূর্ত্তি, আনন্দ-নিলয়,—
অপূর্ব্ব ভারত জাগে আত্মজয়ী, করি' দিগ্বিজয়।
জিনি' জন জিনি' দেশ ধর্ম্মবার্ত্তা করিল ঘোষণ
শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ দুই ধর্ম্মী কর্ম্মী কলুষ-নাশন ;
ভীষ্ম সে আহবে ভীষ্ম, অন্যায়ে অধর্মে পরাঙ্মুখ ;

— অজ্জুন অপার-বীর্য্য—সবজ্র প্রশান্ত জলমুক্‌ ।
এই শৌর্য্যে এই বীর্য্যে সংযমে কল্যাণে মহীয়ান,
প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভিত্তি ভারত-সাম্রাজ্য প্রাণবান,—
এক হস্তে বীর্য্য-খড়্গ, অন্য করে অন্ন জীবপ্রাণ,
নয়নে করুণা-গঙ্গা, ললাটেতে ক্ষমা ও কল্যাণ ;—
এই তো ভারতবর্ষ অতুলা জননী মহীয়সী,
রামকৃষ্ণাজ্জুন-ভীষ্ম-মহাবীর-বলে বলীয়সী ।
দৃপ্ত দান্ত, ক্ষিপ্ত ক্ষান্ত, মুক্ত শান্ত ভারত স্বদেশ
রামাজ্জুন-জন্মভূমি নিত্য সহে অপমান-ক্লেশ,—
নেহারি', হে আর্য্য বীর, ভারতের সুযোগ্য সন্তান,
রিক্ত তবু পূর্ণ-চিত্ত, সঙ্গীহীন তবু শক্ত-প্রাণ,
জাগিলে অটল শৌর্য্যে, আত্মবলে সেনানী গড়িয়া,
আর্য্যের মহিমা-রশ্মি দিগ্বিদিকে দিলে বিস্তারিয়া !

* * *

হে শিবাজী, দুর্ব্বল অক্ষম ভীরু সবাকার সম
স্বপ্নে তুমি তৃপ্ত নও নেহারি' বিচিত্র অনুপম
মুক্ত ভারতের ছবি,—সত্য যাহা ছিল একদিন
সত্য তারে করিবারে বিমুক্ত উদ্দাম বাধাহীন,
পোষিলে দুর্জ্জয় আশা, করিলে সঙ্কল্প নিদারুণ,
ক্ষিপ্ত খড়্গে রাহুমুক্ত করি' দিলে ভারত-অরুণ ।
হিন্দুর ভারতবর্ষে হিন্দু করি' দিলে পুনর্ব্বার,
অহিন্দু অন্যায়ী জেতা পদনিম্নে কাঁদিল তোমার ।
আর্য্য যারে জন্ম দিল, আর্য্য-রক্তে যে ভূমি উর্ব্বর
সে পূত পবিত্র ভূমি অশুচি অন্যায়ে জরজর—
এ দারুণ অভিশাপ, এ অসহ্য দুর্ভাগ্যের ক্লেশ
তুমি শিব শূলপাণি বজ্রবেগে করিলে নিঃশেষ ।
খণ্ড ভিন্ন পিণ্ট ছিন্ন পরিক্লান্ত ভারত বিরাট্‌
অখণ্ড করিতে এক-ছত্রতলে, সাধক সম্রাট,
দুর্জ্জয় বাসনা তব আজ যেন স্বপনে মিলায়,
বেড়ে গেছে দাস-পাশ, আশা-শিখা নিবেছে বাত্যায় !
তবু তবু বড় ব্যথা, তবু এ দারুণ দুঃখ মাঝে
শুধু তব পানে চাই, তব মাঝে তবু আশা রাজে ।

তোমার আরব্ধ কর্ম্ম, হে সম্রাট, কে করে সাধন ?—
ভীত নত শত শত শক্তিহীন করিছে ক্রন্দন !
শূন্য হ'তে স্বর্গ হ'তে এ ক্রন্দনে পাবে নাকি ব্যথা ?
আসিবে না পুনর্ব্বার লয়ে তেজ, লয়ে উন্দামতা ?
এ প্রিয় ভারত তব, তব প্রিয় এই হিন্দু জাতি,
তুমি বিনা কে রক্ষিবে, হে হিন্দুর শেষ শৌর্য্যভাতি !
এস এস মহারাজ, ছত্রপতি এস হে সম্রাট,
নাথহীন হিন্দু কাঁদে, কাঁদে তার সিংহাসন-পাট।
এস তব সৌম্য শৌর্য্যে, দীপ্ত বীর্য্যে, উন্দাম উল্লাসে,
উড়ে যাক্, মুছে যাক্ ত্রাস দ্বিধা তোমারি নিশ্বাসে ;
তব তীব্র আঁখিতলে ভস্ম হোক্ ভ্রূকুটি-নয়ন,
নম্র হোক্ অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর নর্ত্তন।

দুপুরে

স্তব্ধ রৌদ্র, শান্ত দুপুর, নীলাকাশ যেন ধোয়া,
ঘন গুরুগুরু কপোত-কূজন গভীর-সুপ্তি-ছোঁওয়া,
কার্নিশ-আড়ে একটি চড়ুই কিচ্‌কিচ্ করে ধীরে,
সরু চাঁচা সুরে চিল ডাকে দূরে রৌদ্র মরুভু'-তীরে,
আলিশার নীচে বায়স ঝিমায়, কভু দেখে, নাড়ে মাথা,
নর-কণ্ঠের কাকলি নীরব, শান্তি-আসন পাতা।—
যত দেখি আর যত শুনি তত নত হ'য়ে আসে মন,
শ্রবণ ভরিছে শান্তি-আবেশে, জুড়ায় এ দু'নয়ন।
এই তো নিত্য, এই তো সত্য, এই তো চিরন্তন,
জাগ্রত দ্রুত জীবনের তলে শান্তি-সঞ্জীবন।

সিন্ধু

উত্তাল ভীম দুর্দ্দম !
যুগে যুগে মহাবিক্রম
কত দেশ রাজদর্পে
গ্রাসিয়াছ তব গর্ভে !—
সেই তেজ রাজতন্ত্র
ফুকারিয়া মহামন্দ্র,
আস্ফালি' মহা আক্রোশ,
দিশি-দিশি তুলি' মহারোষ,
উন্মাদ করে গর্জ্জন
টুটিতে সলিল-বন্ধন !—
নাচে তাই ঢেউ, দোলে জল
আছাড়ি' আকুলি' অবিরল ;
দুর্ব্বার ভেঙে ভেঙে ধায়
উদ্দাম ঘোর ঝঞ্ঝায় ।
উন্মাদ ঢেউ উন্মাদ
দোলে দোলে, এল পরমাদ
ওই ওই বুঝি বিশ্বে !—
স্তম্ভিত সব দৃশ্যে ।
বাধা-ভাঙা ক্ষ্যাপা সিন্ধু !
বিশ্রাম নাহি বিন্দু ;—
উদ্দাম চল খলখল,
মহারুদ্র ও মহাবল
(যেন) সক্রোধ ক্ষ্যাপা শঙ্কর
সতী কাঁধে ফেরে ধরা 'পর,
হাসে খিলখিল অবিরল,
শাদা ফেনা ঝরে কলকল,
ঘটাবে প্রলয় দুর্জ্জয়,
কাঁপে সৃষ্টি ও কাঁপে ভয় !
সিন্ধু ! মাতায়ে পারাপার
এ কি লীলা তব !—সংহার

খেলিছে, মেলিছে আস্য,
এ যে দানবের হাস্য !
জ্ঞানহীন যেন আদি প্রাণ
সৃষ্টির সেই অভিযান
আজো লভেনিকো সংযম,
নাহি ছন্দ ও নাহি ক্রম,
আজো নহে সেই তৃপ্ত !
গড়ে ভাঙে, ছোটে ক্ষিপ্ত !

* * *

কূলে দাঁড়ায়েছি ক্ষুদ্র,
বল বল মোরে, রুদ্র !
কিবা ক্রন্দন, পরিতাপ,
কিবা ব্যথা, শোক, কি প্রলাপ
ঢেউএ ঢেউএ ফোলে অনিবার,
অজ্ঞেয় কোন্ দুখভার ?
ভেদি' মোর দেহ-চৰ্ম্মে
ও উচ্ছাস পশে মৰ্ম্মে,—
নহে ক্রন্দন, নহে শোক,
নহে তাহা ব্যথা, দুখভোগ,—
দুর্জ্জয় মহা উল্লাস
বিশ্বের প্রাণ-উচ্ছ্বাস ;
মূক ধরণীর প্রাণ মন
মূক বিশ্বের সে গোপন
প্রাণ তব মাঝে চঞ্চল—
আলোড়িছে বেগে উচ্ছল।
তুমি বিশ্ব ও ধরণীর
দৃপ্ত পরাণ তেজী বীর
নমামি নমামি মহাপ্রাণ !
নমামি সিন্ধু মহীয়ান !

* * *

ভোরের বেলা, সিন্ধু, তোমার কূলে
দাঁড়িয়েছি আজ, ঐ ও নভ-মূলে

প্রকাণ্ড এক সোনার থালা ওঠে,—
সূর্য্য না কি !—কী অপরূপ ফোটে !—
আধখানা তার রহে জলের তলে,
আধা'র আলোয় জলের সোনা জ্বলে'
লাফিয়ে ওঠে দুষ্ট যেন ছেলে—
মায়ের কোলে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠেলে !
সোনার আভা ভাসে, দোদুল দোলে
দীর্ঘ দেহে উতল ঢেউএর কোলে !
বসিয়ে দেছে সোনার যেন থাম—
ঢেউর 'পরে দুলছে অবিরাম ।
চোখ মেলে চাই—ওই সুদূরে দূরে
পেরিয়ে ফেনা পেরিয়ে সে ঢেউ ঘুরে'
উধাও হেরি চক্রবালের রেখা,
সেইখানেতেও শেষ তবু নেই লেখা !—
অসীম সুনীল অগাধ সুনীল বারি—
চোখ হেরে যায় ধরতে গিয়ে তারি
দেহের আভাস ; মন মানে যে হার
গভীর উদারতার পেতে পার !
সোনার রবি একটি পাশে হাসে,
উধাও বারি চৌদিকে উচ্ছ্বাসে !
শেষ কোথা নেই !—শেষ কোথা রে শেষ ?
আমায় খালি দেছে সীমার বেশ ।
ওহে বিরাট্ ! বিরাট্ আলিঙ্গনে
আমায় চেপে ছড়িয়ে ও শয়নে
সোনার জলে, ঢেউ-দোলাতে, নীলে
দাও হে মেলে তোমার ও নিখিলে !
বিরাট্ তোমায় ক'রে নমস্কার
সঁপ্‌ছি আমার ক্ষুদ্র-দেহ-ভার ।

* * *

গভীর রাতে হঠাৎ এ যে ভাঙ্‌ল আমার ঘুম,—
লোকের কথা সব কোলাহল একান্ত নিঝ্‌ঝুম ।
গর্জ্জে ওঠে সুদূরে ওই কে যেন আস্ফালে,—

সিন্ধু ডাকে সিন্ধু মাতে গভীর রাত্রিকালে !
ঘুমের বুকে সকল মানুষ অগাধ লভে সুখ,
একলা আমি জাগনু কেন ?—কাঁপছে ত্রাসে বুক !
আছড়ে' ডাকে, গর্জ্জে' ডাকে, আসছে যেন ছুটে'
পাগলা সাগর ; করবে কি গ্রাস ?—নেবে কি আজ লুটে'
এই সুযোগে ক্ষুদ্র ভবন ?—ক্ষুদ্র আমায় ধ'রে
টানবে কি ঐ ঢেউর বুকে, আছড়ে' গুঁড়ো ক'রে
করবে বিলোপ ?—ভয়ে আমার কাঁপছে সারা দেহ !
কি অপরাধ সিন্ধু আমার বাঁচাও, কর স্নেহ।
ওই ডাকে ঢেউ, ওই ডাকে জল, ওই সে কলরোল,
ভীম ভীমতর তীব্র নিঠুর যেন মরণ-দোল !
পাগল ভোলার তাল-বেতালে প্রমথ সব নাচে !
আজকে আমায় কে বাঁচাবে ?—প্রাণ করুণা যাচে !
স্তব্ধ রাতে সিন্ধু তোলে অত্যাচারের ভেরী,—
একক আমার বুকের মাঝে বাজছে ঘুরি ঘেরি'—
নিশাসু আসে রুদ্ধ হ'য়ে বিরাট ভয়ের চাপে,
হাত কাঁপে মোর, কাঁপছে দেহ, প্রাণ হিয়া মন কাঁপে !
রক্ষা কর আমায় আজি, সিন্ধু আমার পিতা !
সন্তানে আজ রোষ ক'রো না, বিশ্বভূমির মিতা !
প্রাণ খুলে' আজ এ-প্রাণ ভ'রে তোমায় নমস্কার ;
রক্ষা কর, আর এস না আছড়ে বারংবার !

* * *

নমামি নমামি সিন্ধু !
যুগে যুগে রবি, ইন্দু
ভেদি' উঠে তব গর্ভ
অরুণিম শুচি। সর্ব
ভূমি তুমি গ'ড়ে নিত্য
দিলে বাস, দাও বিত্ত।
আদিম-জীবন-অঙ্কুর
তব মাঝে হ'ল পরিপুর,—
ফুৎকারে তার এ মানব
জন্ম লভিল জীব সব।

বীর তুমি, কভু শান্ত !
কভু উদ্দাম, ক্লান্ত !
দীপ্ত উজল, ধূমলীন।
এই এক রূপ, এই ভিন্ !
নিশ্চল, পুন' লীলাময় !
নিষ্ঠুর, পুন' সদাশয় !
শুভ্র আবার কভু নীল !
গম্ভীর, হাস খিলখিল !
কভু দেব, কভু দৈত্য—
ভাঙো দেশ ভাঙো চৈত্য !
ফেনমালা গলে চিকচিক
ধরিয়া রত্ন ও মাণিক
সম্রাট তুমি সম্রাট—
পদতলে কাঁপে ধরা-নাট !
শত বাহু তুলে উচ্চ
বাজাও শাসন-তূর্য্য !
স্তব্ধ অবাক শোনে ব্যোম
তব গর্জ্জন, মহা ওম্ !
হে মহান্ ! দিই বিস্ময়
তব পায়ে প্রেম আর ভয় !
তুমি দাও দাও অনুরাগ—
ঢেউ-ডোরে বাঁধ দেহভাগ
ক্ষুদ্র এ দেহ-বন্ধন
ভেঙে দাও, যত ক্রন্দন
ছাড়া পাক, মিশে যাক ওই
সীমাহীন জলে থইথই।
তব সন্তানে বুকে নাও
নূতন জন্মে গ'ড়ে দাও।
কা'রে দাও নভ-যুক্ত ;
বিপুল উদার মুক্ত,
অসীম নিখিলে দাও বাস,
দুখ সুখ কাঁদা হোক্ নাশ ;

অতল অগাধে ডুবে যাই,
রতন-শয়ানে শুতে চাই,
দুলে দুলে দুলে ফেনা-সাথ
ভেসে ভেসে যাই দিন-রাত !
বিরাট ! বিরাট ! নিয়ে যাও—
দেহ, মন প্রাণ নাও তাও ।
এ আমার যত গর্ব
ঢেউএ ঢেউএ কর খর্ব ;
মহা প্রাণে দাও মহা দেশ,
মহা ওঙ্কার, মহা শেষ !
নমামি নমামি মহাপ্রাণ !
হে মহাজনক মহীয়ান্ !
প্রণাম প্রণাম প্রণিপাত,
ওহে আদি প্রাণ, আদি নাথ !

গান্ধী-বন্দনা

প্রণাম, প্রণাম তোমারে মহান্, ওহে ভারতের দুঃখহারী,
প্রণাম তোমারে, ওহে বলীয়ান, ভারত-মুক্তি পতাকা-ধারী ।
তোমারে প্রণাম ওহে অগ্রণী, কোটী কোটী মূক নরের নেতা,
দুঃখে বক্ষে ধরিয়া আদরে ওহে দুখ-ক্লেশ-দৈন্য-জেতা !
শঙ্কাবিহীন ওহে কৃশকায় কৃশ দেহে পোষ বজ্র নিতি ;
খর্ব তনুতে গর্ব বিরাট, দুখের গর্ব, বিরাট প্রীতি ।
প্রণাম তোমারে ধীর বৈষ্ণব, অতুল-বিনয়ী, মিষ্টভাষী,
প্রণাম তোমারে দৃপ্ত যোদ্ধা, কুলিশমন্ত্রে কলুষনাশী ।
তোমারে প্রণাম সাগর-উদার ধরণী সমান ধৈর্যশালী ;
হিমাচল সম অটুট-অটল, সূর্য প্রখর-অংশুমালী ;
অগ্নি সমান উজল পাবক, জননী সমান স্নেহানুরাগী ;
শিশুর মতন মুক্ত সরল, শঙ্কর সম সর্বত্যাগী ।
তুমি কি প্রতাপ, তুমি পুরুরাজ, তুমি কি শিবাজী ভারত-ত্রাতা ?
তুমি কি সমর-নিপুণ কৃষ্ণ—গীতার মহান্ গীতোদ্গাতা ?

তুমি কি বুদ্ধ, নানক, নিমাই ? মহম্মদ কি অতুল বলী ?
তুমি কি খৃষ্ট ?—তব মাঝে বীর প্রেমিক সকলে উঠিছে জ্বলি !'
ওহে শিবাজীর শক্তি-বিকাশ, ওহে বুদ্ধের প্রণয়বাহী,
তোমারি মাঝারে শিবাজীরে নমি' বুদ্ধেরে নমি' কীর্ত্তি গাহি।
চলেছ খর্ব্ব, গর্ব্ব-দৃপ্ত চরণে দলিয়া মৃত্যু-ভীতি ;
পশ্চাতে চলে কোটী কোটী নর, কোটী কোটী নারী অসীম-ধৃতি ;
তোমার কণ্ঠে লভিয়াছে ভাষা কোটী মানবের কঠোর ব্যথা ;
মূর্ত্ত তুমি যে মুক্তি-স্বপন—দ্যাখে যা ভারত বেদন-নতা।
তোমাতে হয়েছে সংহত যত দাসের দুঃখ যুগে ও যুগে ;
অনশন-ক্ষীণ লক্ষ লোকের অসহ যাতনা বহিছ বুকে।
কোটী কৃষকের ঋণদায় তুমি নিজ ঋণ সম মানিলে মনে ;
মিলালে চিত্ত গত-গৌরব হৃত-বৈভব ভারত সনে।

* * *

প্রণাম প্রণাম তোমারে মহান্, বুদ্ধ তুমি যে শিবাজী তুমি ;
তোমারে প্রসবি' ধন্য হয়েছে পেষণ-পীড়িত ভারত-ভূমি।
শত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে দাস পাশে আর পেষণ-পাশে !
রত্ন-প্রসূ ও বীর-প্রসূ এই ভারত এখনও মরেনি ত্রাসে।
আজও আছে তার শৌর্য্যের বীজ, আজও মহত্ত্ব সজীব রহে ;
গান্ধী, তোমারে প্রসবি' ভারত আপন শর্কা০ সবারে কহে।
প্রণাম তোমারে গান্ধী বিরাট, প্রণাম মুক্তি-পতাকা-ধারী ;
প্রণাম তোমারে ভারত-সূর্য্য, প্রণাম ভারত-বিপদ-হারী।

জাগ্রত ভারত

আজি গুর্জ্জর করে গর্জ্জন—সিংহের হুঙ্কার,—
কাঁপে হিমাদ্রি, কাঁপে সমুদ্র, কুমারিকা, গান্ধার।
কাঁপে মান্দ্রাজ, কাঁপিছে সিন্ধু, পঞ্জাব, উৎকল,
কাঁপিছে বঙ্গ, বেহার, অন্ধ্র, বোম্বাই ও কেরল।
মাতে ভাগীরথী, যমুনা, পদ্মা, রাবী ও ব্রহ্মনদ,
মাতে নর্ম্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরী,—কে করে সে গতি রদ ?
জাগে রাজপুত, জাগিয়াছে শিখ, মারাঠা, মুসলমান ;

জেগেছে বাঙালী, ওড়িয়া, বেহারী, অন্ধ্রী, মত্তপ্রাণ !
জাগে মান্দ্রাজী, সিন্ধী ও জাঠা—সীমাহীন জাগরণ !
সুপ্ত ভারত-আত্মার এ কি সুপ্তির বিদারণ ?
গরুড় আজি কি অধীর কাতর অমৃতের পিপাসায় ?
মথিয়া আকাশ ছুটিবে সে কি রে পুরিবারে দুরাশায় ?

* * *

কে ঘোষে পাঞ্চজন্য আজি রে, কে কলির হৃষীকেশ ?
রথ কোথা তার ? কোথা অর্জ্জুন, যোদ্ধা শস্ত্র-বেশ ?
গান্ধী গান্ধী হৃষীকেশ দেখ, শঙ্খ অহিংসার,
কোটী অর্জ্জুন ভারত জুড়িয়া জেগেছে দুর্নিবার।
নাহিক শস্ত্র, অস্ত্র ও তূণ, ধৈর্য্য আত্মবল,
দুঃখ-সহন বীর্য্য, দুঃখবিজয়ী চিত্ততল,
অস্ত্র-আঘাত দেহে লতে পারে, ব্যথায় নির্ব্বিকার,
প্রহার সহিয়া করে নিষ্ফল প্রহারের অনাচার।
হেন দুর্জ্জয় কোটী অর্জ্জুন অস্ত্রবিহীন যোধ
নেমেছে আহবে, অস্ত্র কেবল নির্ব্বাক্ প্রতিরোধ।
ধূলি-লুণ্ঠিত নত কলেবরে বহে গুরু ক্লেশভার,
নির্ব্বাক্ সহে সত্যাগ্রহী সকল অত্যাচার।
দেশে দেশে আর গ্রামে গ্রামে আজ কোটী দৃঢ়চেতা নর
মৃত্যুরে চায়, তবু নাহি চাহে ঘোর অন্যায় কর।
ধায় ব্যবসায়ী, ছাত্র, উকীল, বৃদ্ধ, যুবক আজ,
ভারতবনিতা মুক্তি-অধীর, বলে ওই—সাজ সাজ !
এ কি এ প্লাবন, এ কি রে বন্যা, এ কি এ প্রেমোচ্ছ্বাস !
প্রাণ বিলাবার তরে এ কি আজ উদ্দাম উল্লাস।
রোধি' অন্যায় ন্যায় বিধানিতে এ কি আশা দুর্জ্জয় !
আজি দুর্ব্বল করে নির্ভয়ে প্রবলেরে পরাজয় !
দুঃখ-দহনে দগ্ধ পরাণ ধরে পবিত্র রূপ,
হিংসা-ক্রোধের ছায়া নাহি সেথা, সে যে মৈত্রীর কূপ ;
মৈত্রী-ধারায় নিষ্ণাত মন দুষ্টেরে ভালবাসে,
দুঃখ সহিয়া জিনিছে দুঃখ, নির্ভয়ে জিনে ত্রাসে।
এ কি বুদ্ধের অক্রোধ এল, খৃষ্টের খাঁটি প্রেম ?
এ কি নিমাইর প্রেমের নৃত্য, জগাই বিজয়ী ক্ষেম ?

*   *   *

এসেছে এসেছে মৈত্রীপ্লাবন, আত্মার মহাজয়,
দূরে গেছে আজ মৃত্যুর ভয়, লোকভয়, রাজভয়।
গুঞ্জর হ'তে পাঞ্চজন্য তোলে আজি নির্ঘোষ,
সত্যাগ্রহ-বিষাণে বিগত আজি শত আফশোষ।
বিজিত দলিত ক্লিষ্ট দেশের বক্ষে এ কোন্ প্রাণ
জাগিল শঙ্কাবিহীন মূর্ত্ত আত্মার অভিমান!
অভিনব এই কৃষ্ণ মহান্ গীতা রচে রণ-মাঝে,
সমর-চাতুরী নাহি এর, বলে সব কথা অরি কাছে।
পদবিক্ষেপে ভারতের মাটী নড়িয়া কাঁপিয়া উঠে,
বাক্যকণায় কত শতকের নিদ্রা আপনি টুটে!
কাহার বাণীর অগ্নির শিখা ভারতে আগুন জ্বালে?
উৎসুক চোখে জগৎ তাকায় কার পবিত্র ভালে?
বাক্য কাহার ধ্বনিছে ছাপিয়া কামানের গর্জ্জন?
হিংসাক্লিষ্ট জগৎ মানসে করে কারে অর্চ্চন?
কৌপীনধারী কোন্ সে যোগীর পদতলে ধনী ছুটে?
গর্ব্ববিহীন কাহার চরণনিম্নে গর্ব্বী লুটে?
কাহার বিশাল উদার চিত্তে নাহি কোনো ভেদ নাই,
দ্বিজ-চণ্ডাল, ধনী-নির্ধন মিলিয়াছে এক ঠাঁই?
হিংসা, চাতুরী, মারণ, দম্ভ, অস্ত্রে জর্জ্জরিত
জগতের চিত খুঁজিত যে-সুধা সুচির-আকাঙ্ক্ষিত,
সেই সুধা আজ ঝরে অবিরাম, সে সুধার নির্ঝর
গান্ধী দাঁড়ায়, জগৎ জুড়ায় পিপাসায় জর্জ্জর।
পরপদতলে অপমানে দুখে আঁধারে অবজ্ঞায়
পোষিল সত্যধর্ম্ম ভারত যুগ-যুগ-বেদনায়;
আজি সে সত্য হয়েছে মূর্ত্ত, অতীতের তপোবল
গুহা হ'তে আজ জাগিয়াছে যেন উদ্দাম উজ্জ্বল।
বিজিত ভারত, ক্ষুব্ধ ভারত, লাঞ্ছিত, ক্লেশনত
বিজেতারে বলে—তোমার প্রতাপ-গর্ব্ব করিব গত।
মিথ্যা দম্ভ, সমর-সজ্জা, অস্ত্রের কৌশল,
আত্মার বলে অস্ত্রে কামানে করি' দিব নিষ্ফল।
পেয়েছি সত্য, পেয়েছি ধর্ম্ম, প্রেমে মোর অভিযান,

দলনে এ দেহ হউক চূর্ণ, না লব কাহারো প্রাণ।
আহব এ নয়, প্রেমের যজ্ঞ, আত্মার আরাধন,
নব দীক্ষায় হবে মানবের অভিনব জাগরণ।

বিদায়

বিদায় আজি গভীর রাতে বিদায় আজি, ভাই,
জগৎ হ'তে মানব হ'তে বিদায় আজি চাই।
বিদায়, ওগো নিথর রাতি,
আর না চাহি জীবন-বাতি
জ্বালাতে আমি তপন সাথে, বাঁচিতে বল নাই,
আঁধার-যবনিকার তলে গলিয়া ঝ'রে যাই।
স্তব্ধ আজি সকল দিশা,
সকল গতি হরেছে নিশা,
সকল ধ্বনি মরণ-বুকে লুটায়ে অবসান;
আমার বুকে দুলিছে মৃদু সভয় মম প্রাণ।
আকাশ চাহে হাজার চোখে,
দানব যেন মরণ-লোকে
ডাকিছে ঘন ডাকিছে মোরে অচল ইসারায়,—
কাঁপিছে দেহ, কাঁপিছে প্রাণ, শকতি শিথিলায়।
কহিতে ভাষা শকতি নাহি'
বিমূঢ় চিতে বিদায় চাহি,—
বিদায় আজি বিদায়, প্রিয়া, আঁধার-হিয়া-মণি,
বিদায় স্নেহপুতলী শিশু হরষ-সুখ-খনি।
বিদায়, যেবা বেঁধেছে মোরে
ক্ষণিক স্নেহপ্রীতির ডোরে,
হরষ দিয়ে হাস্য দিয়ে জিনিলে যেবা মন,
চলিতে পথে মধুর ভাষে যে দিলে প্রেমধন।
বিদায়, মম কিশোর-প্রিয়া,
নিকটে দূরে নয়ন দিয়া
যে দিলে মোরে পরাণ ঢালি' পরাণে কতদিন;

বিদায়- ওরে পাগল শিশু চপল দুখহীন।

বিদায় আজি বকুল চাঁপা মল্লিকা ও জুঁই,
ফুটিয়া থাক, আজিকে তব বয়ানে চুমা থুই।
চুমিয়া তব পরাগ-স্নেহে,
অধর ভরি' মাখায়ে দেহে
সুবাস-ভরা তোমারি তলে বিদায়-নত শুই,
বিদায় লব চাহিয়া শেষ মুদিব আঁখি দুই।

বিদায় দেহ আমারে আজি, হে তৃণ মাথা-তোলা,
কঠোর পায়ে দলেছি কত, ক্ষম গো ক্ষমা-ভোলা।
ক্ষম গো মোরে বিদায়-কালে,
তোমার বুকে তপ্ত-ভালে
লুটায়ে পড়ি গভীর দুখে জুড়াতে ক্ষতজ্বালা,
ভালে ও চিতে পরশ দেহ শীতল স্নেহঢালা।

বিদায় দেহ আমারে, মাগো ধরণী স্নেহময়ী,
কত যে ঋণী তোমার কাছে কেমনে তাহা কহি?
ভ্রূণের রূপে তোমার বুকে
লুকায়ে ছিনু যুগে ও যুগে,
করিয়া জীব জাগালে মোরে অকূল বেলা 'পরে;
কীটের রূপে গড়ায়ে এনু শকতি-সুখ-ভরে।
সে কীট হ'তে গড়িলে মোরে
প্রবল দৃঢ় মানব ক'রে
তোমারি বায়ু তোমারি জলে অন্নে পালি' তব,
করিলে কীটে মহিমাময় মানব অভিনব।
বিদায় নিতে তোমারি পাশে
এ বুক মম ফাটিয়া আসে,
তুমি যে মোর সবার সেরা মায়ের সেরা মাতা,
ভালো যে বাসি তোমার মাটী, ধূলি ও তৃণ পাতা।
তবুও মাগো, বিদায় মাগি,
জননী সুখ-দুঃখের ভাগী,

গভীর রাতে কে মোরে ডাকে, মরণ যেন চিনি,
কত না ক্ষণে তাহার সাথে হয়েছে বিকিকিনি।
সে আজি ডাকে তারার চোখে,
সে আজি ডাকে গভীর লোকে,
আঁধার-হাতে পরশ করে আমার দেহখানি ;—
নিবিছে বাতি, থামিছে গতি, তাহারি জয় মানি।
বিদায় আজি বিদায় মাগি,
মানব ধরা তৃণের লাগি'
প্রীতির শ্বাস রাখিয়া গেনু লহো গো লহো তুলি',
বিদায় নিল পাগল কবি চপল লীলা ভুলি'।